জিওগ্রাফি ইন অ্যা জ্যু...

লুবনা চর্যা

প্রচ্ছদ: শাওন আকন্দ

ভিতরের ছবি: লুবনা চর্যা

প্রকাশক:

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০০৮; মাঘ, ১৪১৪

স্বত্ব: লেখক

বর্ণকরণ: ভিক্টর প্রশান্ত মজুমদার

মুদ্রণ:

পাওয়া যাবে:

বিনিময়: ৫০০ টাকা, ৪০০ রুপি (ভারত)

ISBN:

ও লেজ কাটা ঘুড়ি, যতো খুশি উড়ি
Last childhood
Flow without glow
কোনোকিছু ছোয়া যায় না, এটা ক্যামোন বাস্তব?
যেভাবে যায় বয়ে অন্তঃপ্রবাহ ...
প্রাচ্যমুখা
অরণি
চন্দ্রবিন্দু
ঘুষুম
একদিন শৈত্যপ্রবাহে ভেসে গিয়েছিলো যে হায়ারোগ্লিফটা!
চোখ ছাওয়া কুজ্ঝটিকা যখনই আগুন জ্বালিয়ে তাড়াও তুমি
Empty script
পিছিয়ে পড়ার দল! তোরা ঢোক গিলে নিশ্চিত কথা অনিশ্চিতভাবে বল
ক্যামোন জানি সংকট...
কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই আর আমি নেই
অনিন্দ্য বাতাসে সরোবরে পাতা ভাসে
ক্ষতগুলোতে করি স্প্রে সৌরভ
ঝরে যাওয়া শিউলী সামান্য শিশিরেই পচনশীল
No waiting for~jingle
স্টেজ নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস একটা আলোচনা !!! (*যারা কখনোই স্টেজ ব্যবহার করে না*)
বিশ্রম্ভালাপের মতো; কিন্তু আসলে বিশ্রম্ভালাপ না
এইটা বিশ্রম্ভালাপ
Flash fiction
Memories in sickness
Write an essay on Journey by train
শেষের পালতোলা ডিঙ্গা বেয়ে প্রাথমিক আকরিকের দিকে...
পালক থেকে পাখিটা আকৃতি পেয়ে আবার পালক হয়ে যায়...
Scapist lion
Forever friend
ধ্বংস হয়ে যাক কম্পোজিশন...
Rhythmless
Dance of Ostrich
What a big-bang!!! (but nothing…)
অপ্রস্তুত প্রতিক্ষণ
সাদা পিপড়ে, সাদা হাতি
On the top of ferry
জ্বালানী হিসাবে হিমবাহ ব্যবহার করছো যখন
রেখার দু'দিকেই তীরচিহ্ন
আচ্ছা, তাহলে সন্ধিই হোক ×××
Sorry হওয়ার জন্য যখন পাশে কাউকেই পাচ্ছো না
মেঘলা দিনে অতি কষ্ট করে করা সালোক-সংশেণ্ঢষণ
কাটাকুটির খরগোশ
অতীতের DADA
Already the bread is rotten by fungus
জলোচ্ছ্বাস নিজেই একটা অক্টোপাস
Fungus is dangerous
A power follows me
Riding on Planet Saturn
Songs, along the view of a miracle-bird
টম অ্যান্ড জেরীর কাল্পনিক কথোপকথন
Sonata
The fish is dead
Mystic zoo

কাদন, চোদন এবং লালন
ফাপর
পলায়ন
অন্য রূপ
হত্যা এবং আত্মহত্যার পার্টস মিললে হয় সিজর্স
নাম খুজে পাচ্ছি না
Darkness
বিক্ষোভ
বধ
নস্টালজিয়া
আসতিছি
কী বলবা?
প্রতিপক্ষে ক্যানো এমন মহাড্যাস সমস্ত ইউনিভার্সে?
গুলি লাগার পর একটা দৌড় দেয়ার চেষ্টা
কাকলড়াই, মোরগলড়াই
ড্রাগনের মুখগহ্বরেই নিরাপদ ও অলসতম সময় শুয়ে থাকে
জেদই আমার বাণপ্রস্থ
No headache
তারপরও......
Pink blue
Lemon yellow
Colour on absurdity
Imaginary gray
Ivory black
Burnt sienna
Viridian hue
Crimson lake
Innocent white

ধাধাঃ এই কাব্যগ্রন্থটিতে মোট কতোগুলো প্রাণীর নাম আছে?
জানানোর ঠিকানাঃ lubna_charya@yahoo.com

ক
তারপরও......

ঝড়; আকাশের চোখ লালচে। কালো বাতাসে পাতাদের চুল উদভ্রান্ত। এই সেই প্রজ্ঞার চেয়েও গভীর স্বপ্ন—যে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছিলো সমস্ত স্থাপনা থেকে সরিয়ে নিয়ে হাত। শূন্যতার ঋতু থেকে যে ঝড়কে ভালবাসি, আমি কি সেই ঝড়ের হাড়ভাঙা কৃষক? ঝড়োরাতে তারারা ঘুমায় ঘুম ঘুম উঠোনে আর সারা দিনমান মুখ থেকে ছিটকে পড়ে কোলাহল; মস্তিষ্কে ভগ্নাংশ প্রেমের অস্থির প্রতিচ্ছবি। উঠে আসার পরও মহাকাল তোমার সিড়ি অদৃশ্য হয়ে যায় ক্যান?

মহাকালকেও এখন আমার ছোট আর পুরনো মনে হয়।

অনুভূতির উষ্ণতা পালক বুলিয়ে যায় চোখে, দ্যাখা তো হলো অনেকটা। জন্ম! তুমি কি কিছুই ভাবতে পেরেছিলে, সঙ্গমে বিভোর ছিলে প্রাচীন নীলাভ সমুদ্রে! আমি সর্বোচ্চ মগ্নতা দিয়ে ক্লীবতার ক্ষেতটা একবার চাষ করে দেখতে চাই। অথচ ইথারে কাতর প্রতিধ্বনি... মানুষ বিপরীত নকশা থেকে পূর্ণতার একরকম বোধ পেয়ে আসছে। সেই অনুসারে তার আকাঙ্ক্ষার বীজপাত্রে ধুলো, শিশির আর নির্বাণ জড়ো হয়। সব কিছুকে অস্বীকার করে এবং কখনো কখনো তাদের মতো হয়ে আমি আকাশ থেকে অনেক পৃষ্ঠা ছিড়েছি। মানুষের শরীরে ক্যাঙ্গারুর ছানার মতো আশ্রয় নিয়েছিলাম, মানুষকে ধ্বংস করেছি এ্যাকে এ্যাকে নীরবতার বিস্ফোরক দিয়ে অবশেষে বিচক্ষণতা পরীক্ষা করে তাদের। পুনর্জন্ম কিংবা সাধারণ মৃত্যু কিছুই এখন সামুদ্রিক বাতাসের মতো পাখিটাকে টানতে পারে না। ধোয়ায় ওড়ে গাংচিল—তার ওপর সাদা রোদ্দুর উড়ে চলে চুপচাপ ঐ অরণ্যটার মাথা ছুয়ে দেবে বলে।

আর ভালো লাগে না একঘেয়ে বাজে তারের টুংটাং শুনতে। জৈবিকতার কোনো বিবর্তন হয় না, এক জায়গাতেই থমকে থাকে ভোদাই হয়ে।

আমার কোনো শব্দ নাই সম্বোধনের জন্য। বর্ণ বা বর্ণমালা বা বাক্যের রেলগাড়ি—সবই উড়িয়ে নিয়ে গ্যাছে মহাশূন্য থেকে এক সর্পিল বাতাস এসে। ঘৃণা করে পৃথিবীকে সম্প্রদান করে যাই রক্তের বৃক্ষ বিনিময় করে পাওয়া নীল স্ফটিকের খেলনা আমার।

স্পষ্ট কথাগুলো যথার্থ সময়ে বলা হয় নি বলে বলা আর হলো না এই ভ্রমণে। পৃথিবী পৃথিবী বলে এ্যাতোদিন যাকে চিৎকার করে ডেকে এসেছি, সে আসলে পৃথিবীর এক প্রতিবন্ধী সন্তান।

আমার নৌকা অদৃশ্য হলো ডাইনোসরের মতো ঢেউগুলোর আড়ালে।

ফিরে আসবো কি ছোট্ট একটা প্রেমের পিঠে চড়ে, বনের আলোছায়ার উঠোনে যেমন হরিণের শিঙে চড়ে ঘুরে বেড়ায় একটা দুষ্টু পাখি? কিংবা প্রত্যাবর্তন না ঘটলেও দীর্ঘশ্বাস ফেলবো না।

হিংস্র ও ক্ষুব্ধ পাহাড়গুলো এগিয়ে আসে পাথুরে শিকড় ছিড়ে। এগিয়ে আসে অহম, আত্মবিভোরতা এবং স্বপ্নে দ্যাখা নৈরাজ্যে আপেক্ষিক নিশ্চয়তা।

Pink blue

প্রমত্ত সেই ঝড় থেমে যাওয়ার পর হালকা সবুজ রঙের স্বচ্ছ বাতাস মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রাখলো পৃথিবীকে। পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত রঙের ফুল ফোটে, বরফের স্তরের সাথে ভেসে যায় জড়োসড়ো কুমির ঠান্ডা স্রোতের ঢালুতে। মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তুমি তো তোমার বয়সকে ভুলেছো, চারিদিক ফাকা একটা অ্যান্টেনার খাচায় দাড়িয়ে আছো। তোমার বন্ধুরাও অনেক ফূর্তিহীন আর সরল হয়ে গ্যাছে পারিপার্শ্বিক ছাইয়ের আস্তরণের ভিতর।

সবুজ ঝোপঝাড়ের আকাশে হে পলাতক প্রাচীন পাখি, তোমার অবদমিত স্বপ্নের কঙ্কালটাও এখন পচতে শুরু করেছে। অথচ স্বভাবত তুমি ছিলে চিন্তা-ম্যানিয়াক আর সংবেদনশীল। রোদ-বৃষ্টিতে ছমছম পৃথিবী শ্যাওলা বনপথে রেখে দ্যায় তোমার পায়ের ছাপ। যা কিছুর ক্ষয় বা মৃত্যু হয়, তারপর সবই হয়ে যায় একই উপকরণের পদার্থ। তোমার হাতে উষ্ণতাদায়ক কিছুটা আগুন, কিন্তু তুমি আর খুজে পাচ্ছো না কোনো শব্দেরই শব্দার্থ। এমন সাদা মাটির বৃক্ষহীন, মেঘহীন পৃষ্ঠদেশে দাড়িয়ে সবাই তোমার উদভ্রান্ত অসুখের দিকে কোমল বন্ধুত্বের চোখে তাকিয়ে আছে।

আর সবচেয়ে বড় অসুখ সিজোফ্রেনিয়ায় ধরেছে পৃথিবীর সমস্ত রাজনৈতিক ক্যাডারদের।

তাই মেঘলা সরোবরের নিমগ্নতার সামনে যেতে ইতস্তত লাগে, তাই আমাদের মুগ্ধ কথার আন্তরিকতা ধোয়া হয়ে যায় এ গ্রহটাকে ছেড়ে। এ্যাতো বেশি চিড়িয়াখানার আর্তনাদ শুনতে আর ইচ্ছে করে না, তবু প্রতিনিয়ত আমাকে তারা বেধে ফ্যালে প্রলাপে আর আসক্তিহীন মূল্যবান চোখের দেয়ালে। অস্থিরতার সমুদ্রে আমি সবচেয়ে অতল প্রতিধ্বনিহীন নৌকাটার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকি। অথচ তার হৃদয় এক মন্তব্যউদাস বন্য সঙ্গীত… কোথাও কিছু গোছানো নেই আর, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের আজিব ব্যবহার!

চাদের জানালাগুলো বন্ধ করে দিই, আর ভালো লাগে
না। চলমান জীবনের গীটারে নৈরাজ্য ছাড়া কিচ্ছু করার
নেই। চাদ কি তখন থাকবে আমার সাথে, যেমন
থাকে সমুদ্রের সাথে সারারাত? পুরনো হত্যাদৃশ্য
মনে করে একটা নীলতিমি বর্জ্যপচা সমুদ্রে
মুমূর্ষু ভেসে ওঠে। আকাশে রোদেরা
নির্লিপ্ত নক্ষত্র জ্বেলে রাখে। যন্ত্রের ভিড়ে আহত
আমার ডানা, পথ ছেড়ে অ্যারোপ্লেন হয়ে গেছি—
বিষাদ আচ্ছন্ন তিমিটার মতো কি আবার
শুরু করে দেবো নৈরাজ্য? স্পর্শ, না কি ধ্বংস?

আমি একটা রোবটের বাচ্চা; কাদায় পড়া ট্রাকের মতো পৃথিবীর ভার ঠেলতে অন্যান্যদের সাথে ধাক্কা দিচ্ছিলাম। এখন আমি বিগত চোদনের ক্লান্তি আর অপমানবোধে একটা লাভার গুহায় খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছি। জেগে উঠে বাকিটা ভাববো নিশ্চয়ই।

Lemon yellow

আমি একটা তপোবনে থাকি। আমার বন্ধুরা হচ্ছে সেখানে সবুজ নাম না জানা তারা। সবুজ তারা হতে সবুজ আলো বেরোয়। মহাসমুদ্রের নিঃসঙ্গ জোছনায় আমার একটা আলাদা পরিমাপক যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রটাতেই শুধু মাঝে মাঝে আমার বন্ধুদের ওয়েট নির্ণয় করা সম্ভব।

কিন্তু শহরময় ছড়িয়ে আছে পথে ভেসে থাকা অক্টোপাস। আমার ভালো লাগার কাজ হতে তারা টেনে নেয় আমাকে হঠাৎ। তারপর সাইজ করতে আরম্ভ করে। তখন আমি সৌজন্যভরা বিরক্তিতে তাদের ফ্যানাটিক ব্যাপার স্যাপার দেখতে থাকি। একসময় কিছুই আর দেখি না, কিচ্ছু শুনতে পাই না। ওরা চালিয়ে যায় অক্লান্ত উচ্ছ্বাসে। আমার উচ্ছ্বাসের গিয়ার মুষড়ে পড়ে। কাজেই বোমা-বিধ্বস্তের মতো অনেক কষ্টে চাদের বাড়িতে ফিরি। চাদের বাড়িতে আমার জন্যে সবই ভীষণ ফ্রি। যেমন, আমি এখানে তামাকের চাষ করি, পিতা ও পিতৃব্যের সাথে একসাথে ছিলিমে আগুন মারি। কিংবা তাদের সাথে প্রাচীন বইগুলো শেয়ার করে পড়ি। আরও অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের মেঘ এখানে সবসময় ওড়াউড়ি করে। কিন্তু যখন বয়সে কাচা আর সেন্সে পাকা ছিলাম, তখন আমার পরিবেশটা ছিল বয়সে পাকা এবং আচরণে মধ্যযুগ-মার্কা।

গাছেদের না জানিয়ে মাটির নিচে জড়ায় যদি
দুইটা গাছের শিকড়! অকস্মাৎ কারো যদি
মাথা থেকে গজিয়ে বেরোয় কয়েক টুকরা শিকড়, সে কি
অন্তরালে মুখ লুকাবে মেঘের কাছে? গাছেদের বন
বৃদ্ধির পরিকল্পনা আর মানুষের বহুমুখী অস্থিরতায় নৃত্য,
সবই জানে সে; কিচ্ছু জানে না। চাদ-আলো নিভিয়ে
এক রাতে আকাশের গহ্বরে প্রবেশ করে একদল ঝড়।
ঝড়ের ঝগড়ায় পাতার প্রান্তে প্রাণ মেলায় একটা পাখি।
বিরক্তিতে সমুদ্র আর ঢেউয়ের মাঝে একলা একলা
ক্ষুব্ধ থাকি। দ্বিধার পৃথিবীর কী-বোর্ডে বসে থেকে উড়তে
পারার পাসওয়ার্ড পাওয়া যাচ্ছে না। ঝাউবনে বিমূঢ়
বৃষ্টির কি তাহলে স্টার্ট করা উচিৎ হাস্যকরভাবে
চেচিয়ে মেচিয়ে কান্না?

ভালো, সৎ, মহৎ— এইসব শব্দগুলোকে আমি চোখেই দেখতে পারি না। এইসব শব্দ আমাকে একচোখা করে দ্যায়, আমি অনুভব করি আলোর নিষ্প্রভতা। আমার ভালো অন্য এক কুয়াশার ঝুড়িতে স্ফুলিঙ্গ হয়ে ফোটে।

অন্ধকার আমাকে ভুলে গেলেও আমার কাছে তার সঙ্গ সঙ্গীতের রূপকথা। অন্ধকারে সবই স্বাভাবিক, অন্ধকার পূরণ করে শূন্য বক্সের শূন্যতা। একটা নতুন কথা আসবে বলে অসংখ্য কথার জট নেটওয়ার্ক খোলা পেয়ে দৌড়ে এসে আমাকে আক্রমণ করে—

মৃত্যু শেষ হয়ে গেলে সকালবেলায় বৃষ্টি ফ্লেভারের আগুনে মিষ্টি একটা বিড়ি জ্বালাই। তারপর টানতে টানতে আকাশের নিচে এসে দাড়াই।

Colour on absurdity

যখন বুঝতে পারি নি নিজেকে নিম্নশ্রেণী এবং অন্যরা উচ্চশ্রেণী, কাজেই বোকাচণ্ডীর মতো কিছু কাজ করে ফেলেছি। এখন একা একা পস্তাচ্ছি—এই পস্তানো মানে শিকড়সুদ্ধ বেরিয়ে এসে বৃষ্টিতে ভরপুর ভেজাভিজি।

যখনই কোনো আকাশি হিপোপটেমাসের প্রতি অভিমান হয়, তখন দেখেছি সেটা ডাইভার্টেড হয় আমার অতীত রুক্ষতায়। তাই মেঘরং ঝর্নাটা চলমানই থেকে যায়। এ্যাতোসব ক্ষুদ্র, দ্রুত রূপান্তরবাদী ঘটনার ভিড়ে অনুভূতি ভোগে বিবশতায়। সংকীর্ণের মতো যুদ্ধ করি একটুকরো ভীষণ নীরব মরুভূমির জন্য।

মরুভূমিতে বোর্ড, কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ল্যান্ডস্কেপ করতে গিয়ে আমার বন্ধু বোল্ড আউট হয়ে ফিরে আসে। কাগজের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পেন্সিল ঘষা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই!

ইকোলজির পতন হচ্ছে, কিন্তু মনের মধ্যে সে বিপুল সবুজ পাতায় পাতায় ভরে যাচ্ছে। মানুষের ধূসর কিংবা কালো উপাখ্যানের পাশে আমি অসংখ্য কাল্পনিক প্রকৃতি নিয়ে বাচি।

আর এখন টেকনিকের ক্র্যাচে ভর করে হাটছে উদভ্রান্ত পাহাড়-পর্বত। তাদের মাথা থেকে অবিরাম ধোয়া বেরোচ্ছে এবং একজনের মাথা অন্যকে ধোয়াটে করে দিচ্ছে।

বহুবার বিপর্যস্ত হয়ে আমিও ইদানিং বদলাচ্ছি আমার স্বভাব। বিবর্তনের মেশিনের বাইরে শেষ পর্যন্ত কি কেউই থাকতে পারে না?

কোনো এক অচেনা গ্রহের অচেনা সমাধিভবনে বিশাল সাদা
কফিনে চড়ে আমি সমাধিস্থ হতে যাচ্ছি। যেন বিরল প্রজাতির
একটা বৃক্ষ-অঙ্কুর, তাকে রোপন করা হবে জন্মোৎসব এবং মৃত্যুকোরাস
মিলিয়ে। বায়বীয় শববাহকেরা নাচবে জোছনাতে বাতাস-নৃত্য কিংবা
বৃষ্টি আসবে গাছে গাছে। কারণ প্রতিটি সতেজ বা কৈবল্যকণারই
রয়েছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নাতীত অধিকার। আত্মহত্যার লাইনের
উপর দিয়ে রোদ্দুরের ট্রেন উড়ছে বারবার। তাই যে জীবাণুগুলোকে
দেখছো, তা হচ্ছে অসীম অসীম মৃত্যুর ঈগলু ছেড়ে বেরিয়ে আসা
প্রমিথিউস। কোনো কোনো সময় বিস্মিত শ্রদ্ধার চোখে জিওগ্রাফিক
চ্যানেলের দিকে তাকাই খুব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জায়ান্ট পোকাদের
লাঙল রাতের বেলা থেমে থাকে স্ফুলিঙ্গদায়ক নক্ষত্র-পোকার
অবতরণের অপেক্ষায়। আর নৈরাজ্যের হট্টগোলের ভিতরে একটা
তেলাপোকা কালারপ্লেট থেকে সব রং চুরি করে খেয়ে নেয়।
বিভ্রান্ত সাইকোলজির নৌকায় আমি এক বিকলাঙ্গ সমুদ্রমাঝি।
বৈঠা আর নৌকার গতি টতি জলে ফেলে অচেনা গ্রহের অচেনা
ধুলোর পিছে পিছে পরিচিত শূন্যতায় আল্পনা আকতে যাচ্ছি।

Imaginary gray

সুখী রোদে ভরে গ্যাছে পৃথিবী জুড়ে পাতাদের বিস্তৃত জাল। সময়? তোমার সময়কে তুমি এ্যাতো উজ্জ্বল করতে চাও ক্যান? বাতাসে পাতাগুলো নড়ে, রোদগুলো কাপে, ছায়াগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়। আকাশটা এ্যাতো স্বচ্ছ, আকাশের ওপাশেও সবকিছু দ্যাখা যায়।

কিন্তু বাতাস থাকলেও আলোড়ন নেই। দীর্ঘশ্বাসেরও কোনো উইটিবি দেখতে পাচ্ছি না। যদি সমগ্র বাতাসের কিছু অংশেও সুর থাকতো, তাহলে প্রাণীরা আরও ব্যাপকতালিপ্সু আর সতেজ হয়ে উঠতো। কোনো প্লাটিপাস বাজাতো রে জিঙ্গল মিউজিক, কোনো সমুদ্রকচ্ছপ সেই তালে কাব্যের মতো পড়ে যেতো লিরিক।

সে রকম আর হয় না, কী কী সব হয়! সবাই বাস করে অডনেসের প্লাবনের ভিতরে, সবাই বুঝে-না বুঝে অড অড কর্ম করে। তাই কেউই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না।

শুধু অপত্য-দুর্বলতায় মগ্ন প্রাচীন ম্যামোথগুলো এইসব ঝড়-ঝাপ্টার চাপ সহ্য না করতে পেরে মরে যায়। আমিও এক ম্যামোথ হন্তারক। অথচ আমার এ রকম না হয়ে উপায় ছিলো না—

এ রকম হয়েও তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া গ্যালো না। চারিপাশে মহান মহান সব আইডিয়ার ফাদ, ফাদের রঙিন মডেল নিয়ে পর্যটন করছে ব্যাধ। হায়, আমাদের অমহান পাগলামিতে তারা ডুবতে দিচ্ছে না!

আমাদের পেলেই তারা গ্যাজানো শুরু করে দ্যায়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন কায়দায় বয়ান দিয়ে যায়। পুরনো, ফালতু আর হালকা দর্শনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমরা চরম বোর হই, তবু হার্ট হতে পারে ভেবে হ্যা-ঠিক-তাই তো বলে সায় দিই। এতে তাদের প্রেরণা ধিম করে বেড়ে যায়। তখন আমরা পালানোর জন্য খুজে নিই যে যার নিভৃত অন্ধকার জলাশয়।

ঘন ঘন আয়নার কাছে গিয়ে নিজের মুখ
দেখে আবার ফিরে আসি। কিন্তু লিরিকাল পাখিদের
মুখ দ্যাখার স্বাভাবিকতা হতে আমি বঞ্চিত।
যদিও ঘুড়ি আকাশে ওড়াবো, কিন্তু আকাশে তো
মেঘ, বৃষ্টি নেমেছে খুব কোথাও। সে জল
গড়াবে তোর ধূসর মেরুদণ্ড বেয়ে সাদা পেইন্টসের
মতো। জলে হাত ভিজাবো বলে দাড়িয়ে
আছি শৈশব থেকে এ পর্যন্ত। যে গ্রহটার শরীরের
উপর দাড়িয়ে আছি, সে-ই কি তবে গূঢ় সন্ত্রাসী?
তাহলে আমিও স্কাইলার্ক হয়ে যাবো, লিরিক
লিখে বেড়াবো সমস্ত আকাশে।

Ivory black

চোখে বোঝা বোঝা ধোয়া নিয়ে রাতের সিড়িতে একটু বসি। অন্ধকার সমুদ্রতলে যেন ডুব মেরে আছি, আমি আর পাশে পাশে কয়েকটা জোনাকি। পানির নিচে ডুবুরি যেভাবে হাটে, সেভাবে উঠোনে হাটি। ভাবি, কালোর সাথে আরও কিছু রং মিশিয়ে ছবির অস্পষ্টতা এবং স্পষ্টতা ধরে রাখা কঠিন। তার চেয়ে পুরো দৃশ্যটা দিনের আলোর মতো করে একে, রাতসদৃশ রংগুলো চাপা দিলে হচ্ছে। কিন্তু শেষের পদ্ধতিটা ফাকিবাজীই মনে হইছে। তাই এ চিন্তার ঝোপ-ঝাড় বাদ দিয়ে একটু ধোয়া খাই। ধোয়া খেয়ে দেখি যে, পারসপেকটিভে আর কোনো ধোয়াশা নাই! এইবার ফ্রেশ একটা রাতের ছবি পাই—

এমনিতেই আমি একটা বিন্দু, ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছি আরও ক্ষুদ্রতম শূন্যতায়। মেঘে ভ্রমণরত বর্ষণের রংধনু-পালক ভাসছে তোমার শিশির নদীটায়। টের পাচ্ছি, কিছুক্ষণ পরে নিরস্তিত্ব হয়ে যাবো। কিন্তু এ রকম বিষণ্ন নির্বাণ কোনো ইমপর্ট্যান্ট ঘটনা নয়, আমি তো সর্বাস্তিত্বে চলাফেরা করতে থাকবো!

বিন্দু থেকে ক্যানো যে হঠাৎ রূপান্তরিত হলাম একটা বক্সে! সবাই এখন মন মিটায়ে মনের কথা শুনাবে। উহ্, আমার কপালে ফাপর অবধারিত। দুনিয়ায় এ্যাতো কিছু থাকতে তুমি ক্যানো 'কনফেশন বক্স' হইতে গেছো!!

জোছনার ভিতর দিয়ে ছায়া কেটে হেটে যায় একটা
বিড়াল। তার ফান্ডা আমি জানি না হে মহাকাল!
আজ অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে চাই
নিজের শরীরের রূপ ধরে বিষাক্ত কুয়াশাতে ঠাই।
ঘুম ঘুম ঘুমন্ত প্রা প্রা প্রাণীরা যেন মৃত,
আপাতত আমি খুব জীবন্ত। আমার ডানা,
বাতাসের তোলপাড়ে স্থিরতার পরিশ্রমকে জানা।
খা খা করে প্রাচ্যদিক, যেন মে মে মেঘলা—
পশ্চিম দিকে গ্রহণের চাদ আর ছড়ানো প্রচুর
সাদা কয়লা। গাছপালা কালো কালো,
এমনটাই লাগছে ভা ভা ভালো।
তুমি পাবে না কোথাও তোমায় ক্ষমা করার পৃথিবী—
রাত বেশি হোক, জটিলতা বাদ দিয়ে সত্যি নিজেকে ভাবি।

Burnt sienna

আগুন ভালবাসি বলে আমারও আছে আগুনের মতোন ফ্যান্টাসি। ইদানিং অনেক রকম বিষাক্ত জিনিস গ্রহণ করে দেখি, কোনো কিছুতেই বিষক্রিয়া নেই!

হাতে প্রচুর স্টিক থাকলে আমার কোনো হতাশাও নেই।

কিন্তু আমি কী করবো? প্রতিদিন খেটেখুটে যেসব মেঘ ও হিম বাতাস সঞ্চয় করি, তারচেয়ে এমনিতেই পৃথিবী অনেক ধনী। আর আমি তো অঙ্কিত বৃত্তের উপরে পেন্সিলসহ কম্পাসের আবারও একটা পুনরাবৃত্তি—

বিরক্ত হয়েও কিছুটা সজীব কুতকুতে চোখে নিজের বন্য দেহটার দিকে তাকাই। দেখি পাহাড়ের সিড়ির উপর একটা নীলচে শুয়োর হয়ে কি করবো ভেবে না পেয়ে চিকণ, হাস্যকর লেজ দিয়ে মৌমাছি তাড়াচ্ছি। অলস অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে বলি: এখন সাময়িকভাবে নির্লিপ্তির ভস্মে ঢেকে অদৃশ্য থাকলেও একদিন হয়তো তুমি ভীষণ দরকারী হয়ে পড়বে।

কিংবা একদিন কোনো এক শোকগীতি গাওয়া সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে তোমার মৃত প্রতিবিম্ব ভাসবে—

আর যে অংশটা বাকি অংশ, সেটা খুব স্পর্শকাতর। অভ্যাসদোষে যখন তুমি উদাস হয়ে পড়ো, তখন সেও যথারীতি উধাও হয়ে যায়।

এইসব এ্যাতো হারানো বা ঝরে যাওয়ার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে তুমি ভীষণ হাউকাউ করো। তাতে কোনো কাজ হয় না, উল্টা র‍্যাগিং খেয়ে ফিরে আসো।

বলো তো, আমাদের কার কী হবে! কিছুই হবে না। শুধু জানি, ক্যাড়াব্যাড়া স্কুলের আমরা খুব ভালো স্টুডেন্ট হবো।

সবকিছু ক্যান জানি করুণ মনে হয়। সকাল থেকে
দুপুরে উড়ে চলে রোদ—প্রত্যেকেরই আয়ুর স্ট্রিং
পৃথিবীর শিশিরে ভিজে ভিজে রিং ঝিং।
অবহেলা করার কোনো অবকাশই নেই এই
অপূর্ব কবরে। পাতার মেরুদণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়া
শিশিরের ছোট্ট গাড়ি, তাও কি করুণ তবে?
একটা মন ভালো ইমেজ খুজছে আমায় ভিড়ের স্রোতে হারিয়ে—
আমিও দেখতে পাচ্ছি, অরণ্যের দীর্ঘপথে হেটে আসছে
নতুন ঝড়ের ক্যারাভান। কিন্তু রয়েছে যে দুইচোখেই কী এক
জটিল সমটান—জীবনে থাকলে মৃত্যুর মুখ দেখি না,
আর মৃত্যুগহ্বরে জড়োসরো হয়ে শুয়ে আকাশ বন্ধ করলে
জীবনকে অনুভব করা হয় না!

Viridian hue

এইটা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব, তাই সবকিছুতে ভোগান্তি। টিউনে টিউনে মিললেও টিউন বাজানোতে বেধে যায় ঘাপলা। কোনো কিছু না করা অবস্থাতেই আমাদের টায়ার-টিউব লিক হয়ে যাওয়া সাইকেলের মতো ক্লান্তি। করতে গেলে তো আছেই রাশি রাশি অপ্রাসঙ্গিক ঝামেলা—

প্রাকটিক্যালি বুঝতে চাইলে যাদের মাথায় উকুন আছে কিন্তু উকুননাশক ব্যবহার করে না, তেমনি একটা মাথা বেছে নাও। উকুনের মতো ভোতাপ্রাণীও সেক্স এক্সপার্ট! চুলে চুলে বিন্দু বিন্দু উকুনডিম্বের সমাহার। অথচ তোমার যৌন নীরবতাকে অস্বাভাবিক মনে করে তারা উপহাস ও উপদ্রব করে।

আর অপ্রকৃতিস্থ বাতাসের তাণ্ডবে কদাচিৎ কোনো প্রাণীর সাথে রাফ অ্যান্ড টাফ আচরণ করলেও, বাকি সময়টাতে পীড়া দ্যায় অনুশোচনা। তার গন্ধে বিদিক হয়ে আমরা বাল্মিকী বা সুলতান না হয়ে পারি না।

মাঝে মাঝে এসে জমা হই নদীর কাছে সন্ধ্যার পর। বকুল, জারুল গাছগুলোকে আবছা অন্ধকারে আরো বড় মনে হয়। আমরা গান ছুড়ে দিই ওপারে, ইকো হয়ে তা ফিরে আসে আমাদের বিচ্ছিন্ন অর্কেস্ট্রায়। ওইপারে একটা ঝাকড়া পাকুড় গাছ বিষয়টা কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে কান খাড়া করে। আমরা তখন নতুন লেখা গানটা আবার করি। আসলে এটা আমাদের প্রাকটিস রুম। সবচেয়ে মজা হয় যখন চাদমামা শুয়ে থেকে আমাদের দিকে কল্কের মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে অফার করে আগুন।

মাথার মধ্যে একটা ঘোর ডুবে আছে—চুপ করে
আছে সমুদ্রতলে আফিমের গাছে।
জোনাকিরা জন্ম নেয় আমার রক্তপ্রবাহ হতে
ফিগারস্কেচ পর্যন্ত। ঝরে যায় হাড়গোড়, তারপর
ঢেউ... ঢেউয়ের বুদবুদগুলো কি এসব জানতো?
অপূর্ণতার বেদনায় গ্রহটার মুখ সাদা হয়ে
যায়। আমি আর পারবো না—বলে সে
একদিন পালায়। তার শেষ গন্তব্য আমারই আকা
একটা বাজে মানের ক্যানভাসে। ভুলতে পারি না,
মৌমাছি-প্রাঙ্গনের মতো বিশাল ফুলকে ধরেছে।
মুক্তি হতে পারে, হারানো ট্রেনটা যদি
আবার উঠে রেললাইনে চলতে শুরু করে—
অথবা মৃত ঘাসপিপড়ের দুটো ডানা গজায়
মৃত্যুর অনেককাল পরে।

ঘোর টোর এখন একটু এড়িয়ে চলতে চাই, এতে আমি সক্রিয়তা হারাই। হারানোর অতি রিয়ালিস্টিক অভিজ্ঞতা আমারও হইছে ভাই। তাই কিছুক্ষণ পথ ধরে হেটে-চলে দ্যাখা যাক—নেই নেই করেও পৃথিবীতে এখনও প্রচুর সবুজ ডানার গাছ।

Crimson lake

বলো তুমি জন্মাইছো ক্যানো—তার ভর্তুকি এখন গোন। তোমার কান্না দেখে নতুন কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না।

শূন্য বুঝে ব্যাপক অকালপক্ক হয়ে তুমি শুধু চারপাশটার সাথে তোমার দূরত্ব বাড়িয়েছো। বিনিময়ে তোমার প্রলাপ এখন চিহ্নিত হয় শিল্পের আদিকোষ হিসেবে।

আরও কয়েকটা ক্ষণ সরোবর তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। চাদ আসলে সমুদ্রজোয়ার তোমার মৃত্যু ঘটাবে।

পৃথিবীতে একঘেয়ে ঝড় চলছে তো চলছেই। তবু কখনও কখনও নিস্পৃহতা বিদ্রোহ করে তোমার শেষ ও শুরুহীন শূন্যতার বিরুদ্ধে। তখনই শুধু তুমি তোমার রূঢ় সংকেতগুলো ব্যবহার করে কথা বলো।

দেয়ালের এপাশে ছায়া আর ওপাশে রোদ—এইটা খুব বড় বিষয় না। তোমার কাছে যদিও এটাই বিষয়।

অদ্ভুত স্বভাববিশিষ্ট সেই পাখিটার হত্যাদৃশ্য দেখে ক্রমশই তুমি উদভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছো। তোমার নেই তো কিছুই! যে অস্তিত্বের অধিকারে তুমি তাতশিল্পীর মতো যন্ত্রের উপরে চাপ দিতে চাচ্ছিলে, সে অস্তিত্বটা ভুয়া... একটা হ্যালুসিনেশন মাত্র!

নিরাময় ভেবে জটিলতার বাগানে অনেক রাতে ফুল চুরি করতে গিয়ে হাতটাকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছো। গভীরভাবে সতেজ হতে চাইলে কি এমন করে ক্লান্ত হতে হয়? অথচ তুমি তো পারো না যত্রতত্র তোমার স্বপ্নকে সেট করতে।

হয়তো তোমার প্রিয় মেঘগুলো তোমার সঙ্গে দ্যাখাদেখি করতে পাচ্ছে না সময় মোটেও। তাই তুমিও সমস্ত অভিমান অকার্যকর জেনে সাধারণ পরিচিতের মতো আড্ডা দিয়ে যাও রূপকথার সরোবরে অন্য সব অতিথি পাখির ভিড়ে। না চাইতে কাতরতা প্রকাশ করলে বৃষ্টি আর আসবে না জঙ্গলঘেরা গ্রামে।

এ্যাতোদিনে বুঝে গিয়েছো সবই তুমি করতে পারো, ধ্বংস বা কাচা মাথাদের পরিশ্রান্ত সৃজন—আরও একটু ধৈর্য এবং অপমানিত হবার উদারতা থাকলে।

তুমি তো ফোনেটিক না, তাহলে এ্যাতোবার ফোন করেছিলে ক্যানো? কারণ, এটা সবকিছু থেকে আলাদা।

ক্র্যাক ধরা গ্রহটার পিঠে হেটে বেড়াই। জানতাম, সে ছিলো
কোনো একটা সামুদ্রিক মাছ। গ্রহটার চারপাশে সমুদ্র ছাড়া
কিছু নেই। শুধু ধোয়াশা বিশাল সাপের মতো গিলে খাচ্ছে
আমার মাথা। আপাদমস্তক পরিণত হচ্ছি গোলাকার গ্রহে
একটা সরলরেখা ভাস্কর্যে। দূর হতে সজীব মানববংশ
একদিন তাকিয়ে দেখবে, অন্যান্য গ্রহের মতো নয়—
বরং এই গ্রহটা যেন ফলের সাথে খসে যাওয়া
একটা বোটা। জিনিসটা ছিলো—আনসার্টেইন রোমান্স।

Innocent white

ইনোসেন্টগুলো সত্যিই ইনোসেন্ট। প্রত্যেকটা ইনোসেন্ট জন্মায় প্রাপ্তবয়স্ক সভ্যতার পরিপক্বতা আর ক্লান্তি নিয়ে। তাদের নিস্পৃহতার নিদর্শন দেখে মাঝে মাঝে টাশকি খেয়ে যাই। আর চার, পাচ বছর বয়স না হতেই তারা ভর্তি হয় বিষণ্ণতার স্কুলে।

তাদের জন্য কোনো সঠিক গান এখনও নাই। প্রায়ই তাদের গাইতে দেখি হিন্দী ফিল্মের গান বা মেটাল মিউজিক। অথবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দুই পাশে ঝুটি বেধে দুলে দুলে গায় লালন বা রবীন্দ্রসঙ্গীত। খেলাধুলার মাঠ নেই বলে তারা কম্পিউটারে খ্যালে রোমহর্ষক গেমস।

অথচ মাত্র কিছুদিন আগে আমরা যখন ইনোসেন্ট ছিলাম, তখন কাদামাটির ভূত সাজতে ভালবাসতাম। বৃষ্টিতে মাঠের পিচ্ছিল মাটিতে ইচ্ছে করে আছাড় খেতাম। এখনকার ইনোসেন্টগুলো ততোটাই সতর্ক এবং স্মার্ট। শুধু ওদের শরীরটা ছোট বলেই নেহাত ছোট ছোট জামা, জুতো পরে। এবং সিক্সথ সেন্স-এর মতো জটিল মনোজৈবনিক ছবি মন দিয়ে দ্যাখে।

গ্রামের ইনোসেন্টগুলো অবশ্য কিছুটা হাবা রয়ে গ্যাছে। তাই ওদেরকে ডেকে আদর করা যায়, তাতে লজ্জা পায় না বা মাইন্ড করে না। ওদের ধবধবে চোখের লেন্সে হৈ চৈ করে আরণ্যক প্রাণীর বিস্ময়। ওরা এখনও গল্প শুনতে খুব আগ্রহী।

ভাবি, পৃথিবীর যুদ্ধবাজরা সবাই পদত্যাগ করুক এবং ইনোসেন্টরা আসুক। তারা অনেক ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বুড়োদের চেয়ে। যেহেতু কিছু কাল পরে ছাচের ভয়ঙ্কর দৈত্য তাদেরকেও পূর্বানুসারী করে ফেলতে পারে। তখন নতুন ইনোসেন্টরা আবারও হতে থাকবে যুদ্ধ এবং বিকলাঙ্গ বৈষম্যের শিকার।

ফেলে আসা পথে ফিরে এসে পুরনো বন্ধুদের
দেখতে না পেয়ে কান্না পায়। হাত-পা ছড়িয়ে তুষারপাতে
ছেলেধরা ডাইনির প্রাসাদের সামনে বসে সে কাদে।
হারিয়ে যাওয়া শিশুটার স্মৃতি ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ এবং
লতাপাতাদের মতো বহুত্বের সমষ্টি।
মেঘ ফাটে, বজ্রগুলো ভেসে ভেসে এসে
পৃথিবীর কোণে হঠাৎ ঘুমিয়ে যায়।
সমুদ্রটা হয়ে যাচ্ছে আরও আরও স্ফীত!
পৃথিবীর আলোয় পৃথিবীর রং হারিয়ে যাচ্ছে,
বিবর্ণ নকশারা ম্যাজিকের মতো চোখের কাছে
এসে আবার দূরে সরে যায়—
অথচ সবই এ্যাকেবারে মরুভূমি, কাটাঝোপের
মধ্যে জানালা খুলে সাপ তাকিয়ে আছে!
তোমার কান্না কোথায় লুকাবে?

খ
কী বলবা?

একরাশ মৃত ঘুমের পর জেগে উঠি বিকল মনস্তাপ নিয়ে। পরিপার্শ্বের দ্বীপগুলোতে কোথাও কেউ সাড়া দিচ্ছে না। আমাকে দেখেই বুড়ো পৃথিবী তার নাড়ির ভিতর থেকে গড়গড়ার লম্বা পাইপটা বের করে দ্যায়। সেটা ঠোটে গুজে হাটতে বেরোই টোস্ট হয়ে যাওয়া শুকনো এবং হালকা ভূ-দৃশ্যে।

আমার জন্ম ভূ-গর্ভ থেকে। জানি আমি পিতামাতা ছিলো অন্ধকার খনির মহান অন্ধ আবিষ্কারক। তারা শ্রমিকও ছিলো উদ্দেশ্যহীন, ধারণাহীন ক্রিয়াকাণ্ডে। তাই আমার ইতস্তত করা সাজে না এমন শূন্য, নোংরা সিস্টেমের আবর্তনে।

ইতিহাসটা জেনেছি বলেই ধীরে ধীরে আমি শান্ত ও সহমর্মী হয়ে গেছি। অথচ তোমরা এখনও আচরণ করো অতীতকালের নৈরাজ্যের মতোন। তোমাদের প্রতিও আমি কোমলতা অনুভব করি, কিন্তু বিরক্ত হই। দুঃস্বপ্নের সজারুগুলোকে ব্যাপক হারে পুড়িয়ে ফ্যালা হচ্ছে, তোমরা টের পাচ্ছো না!

আমারও আত্মপ্রলাপ কম না। সেইসব হত্যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মাঝে মাঝে অসহ্য নির্বাণ এসে যায়। তবু পাতার পালক উড়ে যাওয়া অরণ্যে জলসেচের জন্য খাটি। যেমন ডেঙ্গুতে সব চুল পড়ে যাওয়া আমার বন্ধু মাথার ভাবনায় কাতর থাকতো সবসময়।

এই উদ্বেগজনক পজিটিভিটিই হবে আমার অস্থির মরণ—এটা তবু মেনে নেওয়া যায়।

নীরবতা, এ্যাতো নীরবতা ক্যানো? আমি কি ক্ষতিগ্রস্ত
করছি নৌকাডুবি দেখে ভয় পেয়ে যাওয়া নৌকার যাত্রীদের?
তাদের আমন্ত্রণে তাদের গ্রামে গান গাইতে আমার আসা।
সূর্যাস্তও চলে গ্যালো, তবু আমার নিমগ্নতা ভাঙে না—
একটু একটু শোকার্ত ঝড়-বাতাস, একটু একটু শীত।
একটু একটু বিদ্যুৎ মোমবাতির মতো জ্বলে ওঠে
এখানে সেখানে। তাতে অচেনা প্রাণীরাজ্য দেখতে পাই
মমি ও মরুভূমির আড়ালে। যখন সব ভুলে
যাই, নিজের কাছে পরিচয় পাই আমি হন্তারক—
এই পরিচয় নিয়ে পৃথিবী গ্রহটার ধুলো উড়িয়ে ছুটি।

ছুটতে গিয়ে শর্টকাট মারতে একটা নিস্তব্ধ সিমেট্রিতে ঢুকে পড়ি। অনেক কাটা বা জটিল গুল্ম সরিয়ে, জল জমা ফাটল পার হয়ে আবার এগোই। তারপর বৃষ্টিতে মাটি আলগা হয়ে যাওয়া একজনের গলিত দেহের শুরুতে থমকে দাড়াই। যেহেতু পুরোটাই লাফিয়ে ডিঙানো সম্ভব ছিলো না, আমি তাই সন্ধ্যার অস্বচ্ছতায় শিহরিত হতে হতে তার দেহের বিভিন্ন অংশ পায়ে পায়ে অতিক্রম করে যাই—

প্রতিপক্ষে ক্যানো এমন মহাড্যাস সমস্ত ইউনিভার্সে?

সময়! তোমার সথে আমার প্রেমটা টেকে না ক্যান?
অচেনা অশ্রুর শুশ্রুষা পেতে বারবার নিজের ডিঙ্গা ছেড়ে
লাফিয়ে পড়ি প্রেমের জটলা পাকানো আকর্ষণীয় সমুদ্রে।
জলে ক্লান্ত হয়ে ডুবে যাই জলের রহস্যময় সুরে।
এ সমাহিতিসমূহ আমার উষ্ট্রপিঠে কর্মলিপির মতো করে
বয়ে বেড়াই, ওহ ভীষণ গাঢ়! ভারী; আর সময়ের এই
বসন্ত বসন্ত অপচয়ের জন্য আমিই দায়ী।
নক্ষত্রের নীল চাকা নীলাভ রাতে দু'পায়ে ঘুরিয়ে চলে
যেন কে। আমার তো অনেককিছুরই অপচয় হচ্ছে...
বসে বসে বৃদ্ধ পাহাড়ের মতো দেখি নতুন নতুন সবুজ
পাতায় জোছনা ঝরে আলোর ধুলি হয়ে যায়।
মহাশূন্যে অর্ধেকটা সাদা মেঘের কুলফি, বাকি অর্ধেকে
নক্ষত্র গান গায়। দুটো কঙ্কালই মূলত সঙ্গম করে প্রকৃত
প্রাণীদেহের আড়ালে। ছায়ারা কি এভাবে জন্ম দিয়ে
থাকে ছায়া-সন্তাানের? যেমন আমি কল্পনায়
বিশাল সব সূর্যমুখী উৎপাদন করতে করতে
এখন অবসন্ন মৃত্যুকে দেখছি!

যে কোনো শূন্যস্থান থেকে তো কিছু না কিছু জন্ম নিতেই পারে! যতক্ষণ প্রাণ নিয়ে ঘুরছো বৎস, তুমি এসবই দেখবে। তাই হঠাৎ চমকে উঠো না ভূত ভেবে।

পিতাদিবসে মঞ্চে কোনো পিতাই আসে নাই। পিতারা ক্যানো সন্তানের জন্য এমন আত্মঘাতী হয়? মায়ের চেয়েও অধিক মাতা হতে? পাতাবাহারের চেয়েও অপূর্ব পাতা হতে?

আমার চারপাশে আছে অনেক প্রাকৃতজন, ভাসে প্রাকৃতজন। তাদের ডাকাডাকি শুনে আমি শান্তি পাই। আর সন্ধ্যাতারা শান্তি পায়। তারাটার দিকে তাকালে সে যখন ডালপালার ফাকা থেকে প্রজাপতি প্রজাপতি ভাব করে, তখনই আমি টের পেয়ে যাই। ঝিমঝিম সন্ধ্যায় আর কোথাও নয়, সরল হয়ে আমি শিকড়ের দিকটাতেই রই।

নিজেকে এবং নিজের মতো সবাইকে বলি: বুঝলাম সবই ক্ষয়প্রবণ, তবু সময়টা তো অসাধারণ!

প্রত্যেকেরই উচিৎ ক্রমোন্নতির মাঝি হওয়া। ক্যানো হবা না? বিভাজন আর সমন্বয় সবটাই তোমার হাতে। তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার সাতে পাচে।

গুলি লাগার পর একটা দৌড় দেয়ার চেষ্টা

রাতে সিজোফ্রেনিয়ার মাত্রা বেড়ে যায় আরও—হিম হিম লতাপাতার বিছানা সাদা আর শীতল। রঙের অতলে আমি ডুবে যাই—আমার কোনো কিছুই করার কায়দা নাই। তাই ডুবতে ডুবতে ভ্রমণে দেখতে যাচ্ছি অদ্যাখা গভীরতায় মহাশূন্যের জিনিসপত্র আছে কি কি। তুমিও কি একটা উপাদান বায়বীয়? নশ্বর শরীর নিয়ে স্বপ্নটা কিভাবে পালালো ঘন সবুজ বনে? তারপরই সন্ধ্যার চিৎকার... পৃথিবীর দৃশ্যগুলো নিষ্পেষিত হয়ে প্লাস্টার অব প্যারিসের ধূসরতায় আবৃত্ত হয়। মাঝখানে আলগা থেকে ঢলঢল করে যে শূন্যটা, আমি সেই শূন্যটায় দাড়িয়ে তোমার আত্মার গ্লাসে আমার আত্মার গ্লাস হতে নীল নীল জল ঢেলে দিচ্ছি।

নদীর মাঝখানে তুলেছি টং-ঘর। রোদ্দুরের চাষ হয় নদী জুড়ে আর আমার চোখে ছায়া দ্যায় একটা জলহস্ত্রী-মেঘ। বাতাসে স্রোতের গুঞ্জন মাঝে মাঝে দেখি পূর্বদিকে যায়, মাঝে মাঝে পিছনে। মূলত নদীটা যেন অর্ধবৃত্ত জলপ্রপাত, মাঝখানে উচু জায়গাটাতে নৌকায় আছি আমি। অবিশ্বাস্য শূন্যতা ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞ মনে তাকাই সবুজ ট্রেনের মতো দুটো গ্রামের দিকে। কিছু ফ্রিলেন্স শুশুক সারাক্ষণ আমার নৌকাটার চারপাশে শামুকের মতো বুদ হয়ে লেগে থাকে। ফিরে গিয়ে প্রলয়ের শহরে হবোই সবচেয়ে মন্ত্রাধিকারী পুরোহিত। অপূর্ণতার কারগোগুলো আমারই সহচর শুশুকেরা গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে বৃষ্টির বিশাল শিকড়ে। আঙ্গুলের ঘষায় ঘষায় দোতারার তারগুলো আরও ঝকঝকে আর সুরেলা হয়ে ওঠে।

কিছু কোষ মরে গেলে কিছু কোষ অবশ্যই জীবিত থাকে। নির্জন সৌরপথের এপাশে, ওপাশে ভিন্ন উঠোন। আর আকাশকে ছুতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম প্রয়োজন। এখন মেঘের ছায়া, দূরে গান—প্রিয় শঙ্খচিল উড়ে গ্যাছে দূরের বাতাসে; মৃত্যুকে কি সে ভেবেছে শ্রেষ্ঠ দয়াবতী? আমিও এক সকালে সূর্য ওঠার বেশ পরে মৃত্যুকে কিছুটা খেয়ে বাকিটা ফেলে রেখে অলস চক্ষুমুদ্রা টানটান করে ছুড়ে ফেলি সমুদ্র-তীরে। বোহেমিয়ান সাইকেলটা কোথায় গ্যালো? আবার চালাতে শুরু করতে হবে পাহাড়িয়া কিংবা মেঠোপথে।

তুমি নেই বলে তোমার নামে একটা বৃক্ষ বেড়ে ওঠে পৃথিবীর বাগানে, বিকল্প বাগানে। মৃত শ্রমিকের ছায়ারা তার পরিচর্যা করে এখন স্বেচ্ছাশ্রমে। এবং কিছুক্ষণ পরে মরে যাবে এই অদ্ভুত চারাটি, তাই শ্রমিক পিতামাতারা স্বপ্নে দ্যাখা সাদা হাতির বাচ্চার মতোন সাজালো তাকে। অবশেষে বিসর্জন দিলো হালকা সোনালি সূর্যাস্তের সিড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া স্রোতে—

কাকলড়াই, মোরগলড়াই

একদিন ভীষণ কাদতে হবে জেনে ছোট ছোট সব কান্নার মেঘ চকমকি জ্বেলে পুড়িয়ে দিই। গন্ধটা তামাক পোড়া গন্ধের সাথে মেলে। তোমরা মৃতমানুষের এক টুকরো অঙ্গ লুকিয়ে রাখো নদীর চরে, যাতে আবার পুনর্জন্ম হবে। আর আমি একদিন কষে চড় মারবো আমার এই শরীরটারে। যে মাটিতেই চোখ রাখি—চোখ হয়ে পড়ে থাকা বীজগুলো শুকিয়ে বাতাসে বাতাসে ওড়ে। দূরে সরে যায়। অন্ধ কালো ঝড়ে অতি কালো এক অচেনা গ্রহ ল্যান্ড করে মাথার উপরে, উৎক্ষিপ্ত হয় কিছু ছায়া-নভোচারী। এদের সরাও আমার ছোট্ট সাদা ডিঙ্গা হতে। ঘোর সৌন্দর্যের ভিতরে আমি তো অকর্মকারকও হয়ে যেতে পারি! সঞ্চয়ের বাধ ভেঙে নেশাকে প্রশ্রয় দিই। আমার ক্যানো পেতে হলো এ্যাতো অপমান, আর বিনিময়ে করতে হলো মৃত্যুদান? শূন্য ক্যানো শনি হয়ে বিস্তৃত করতে গিয়ে জাপটে ধরে আমাকে কৃশ করে ফেললো? বরফ ভাসানো দ্রুততম তীব্রতম স্রোত ঝিলিক মারে বায়ুমণ্ডলে, পরিচয় বলে না। হায়, সবাই আমরা কি বোবা হয়ে গেছি!?! বোকাচোদা হয়ে গেছি?!? নক্ষত্রযান এখন আর নেই, পড়ে আছে একাকী মরুভূমি..... না, তাহলে ঐ মরুভূমিটার দিকে এখন যাওয়া যাবে না। বরং ঘুরে আসি কৃষ্ণলীলার পালা আসি ছুয়ে। সত্যিই কি এভাবে শুরু করতে হয়? সত্যিই কি এভাবে বেয়ে বেয়ে চালাতে হয়? সমুদ্রে তো থাকে খাড়ি। তাই যে কোনো সময়ে মৃত্যুর জলপাই বনে হারিয়ে যেতে পারি। জন্ম হলো ক্যানো এমন প্রেতাত্মাদের আত্মতুষ্টির রসায়নশাস্ত্রে? আমি অর্জনহীন আর বর্জনহীন হালকা জলীয়বাষ্পের মতো নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলাম। দুঃখ পেতে আর ভালো লাগে না। তবু ফুলের গন্ধ মেশা জোছনায় দাড়ানো আমিটা কি কোনো ক্ষেত্রেই নির্দেশক??? এক আকাশে মুগ্ধ হলে অন্য আকাশগুলো বিরক্তিকর আর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ভিতরে তাপ না থাকলে সূর্যকে তো সবাই হাওয়াহীন ফুটবলের মতোই ছুড়ে দেবে। নৈ নৈ নৈরাজ্য হতে আমি ক'আঙ্গুল দূরে? আগে বলো।

ড্রাগনের মুখগহ্বরেই নিরাপদ ও অলসতম সময় শুয়ে থাকে

চড়মড়ে ছুটির দিন, পাকানো ক্রোমোজোমের মতো অদ্ভুত আগুন হয়েছে আকাশ আর মাটির মাঝখানে শক্ত বাকলের বৃক্ষ। বৃক্ষে চড়ে মেটে না অভিমানে রাগান্বিত চাদের সূর্যকে চোখ অন্ধ করে দেয়ার ক্রোধ। কমলা, হলুদ ব্যাপক রোদে ঝিমিয়ে পড়া তোমার খাচাটাকেও অতি উজ্জ্বল আর ভালো দ্যাখায়। তুমি আর কী করবে বলো! রক্তের খনিজে শুয়ে থাকতে থাকতে তো শ্যাওলা জড়িয়েছে গায়ে ভরপুর। তাই তোমাকে খয়েরি রঙের একটা ভাসমান শিলালিপির মতো দ্যাখায়। এই পৃথিবী আমি চিনি না, বুঝি না এদের পরিশ্রম ও ব্যস্ততার কারণ। তবু এদেরই মতো আমারও জন্মদিন ঘুরে ফিরে আসে, ফিরে আসে পিতামাতাদের যুদ্ধে গিয়ে ছাই-ধুলো হয়ে যাওয়ার তারিখ। সে ধুলো আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ায় মহাশূন্যে, চান্স পেলেই জোট বেধে নক্ষত্র হয়ে যাবে। এবং সেটা হবে আমার নীল হাওয়ার ঝড়ে ছোট্ট, হালকা একটা পাখির মতো হারিয়ে যাওয়ার দিন।

আজ সকালে তোমার শরীরের কাছে আমার স্নান হওয়াটা জরুরি। ওয়েল্ডিং-এর মতো ছড়িয়ে ঝরে যাবে কিছু সোনালি জলকণা। অথচ কেবলি ঘুম পায়; প্রশ্ন ছিলো, তা-ও জিজ্ঞাসা করা হয় না।

বাতাসেও এ্যাতো বিভাজন ক্যানো? শুধু নাকের হ্যান্ডেল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দিলেই গন্ধের শেড চেঞ্জ হতে থাকে।

পার্থক্যে পার্থক্যে আমরা হয়ে গেছি একা একা বৃদ্ধ ঘাস। কান্নায় তামাটে ঘুম আমার এসে গিয়েছিলো, কেননা স্বপ্ন ছাড়া সাধারণ আবহাওয়া কে আর বইয়ে দিতে পারে!

বাইরে এখনও সুন্দরতম রোদ ওঠে, কে বলে পৃথিবী দূষিত হচ্ছে? বরং সমুদ্রের চকচকে বালিতে একটু গিয়ে হেটে আসি, জুড়িয়ে আসি রোদে। আহা! আমার খুব বিশালতার প্রয়োজন।

সন্ধ্যায় লুকিয়ে যাবো ঝোপের আড়ালে গানের ঘরে। আমাদের হৃদয় তো গীটারাকৃতির। পাতায় ঢেকে আছি বলে ওপাশে তামাকখেকো আর মাংসখেকোদের আগুন কিংবা ধোয়া কিছুই চোখে পড়ছে না। মাথা উচু করলে পাতার ফাক দিয়ে তারা দ্যাখা যায়।

পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে অনেক ঘোরা হলো। আমি কি তখন একটা পিচ্চি গাড়ল ছিলাম?!

জেদই আমার বাণপ্রস্থ

ছোটবেলায় আমার ছিলো অণু-পরমাণু জড়িয়ে ছবির মেলা। মেঘে, রোদে, দেয়ালে বা ডাইনিং টেবিলের ছড়ানো পানিতে আমি তাকালেই ছবিরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। তারপর তো খুব বুড়ো হয়ে গ্যালাম, এখন আবার হাসতে হাসতে পিছনভাবে হেটে ছবিরা আমার কাছে ফিরে আসছে।

প্রতিদিন যে বর্ণান্ধ এবং বর্ণসচেতন জোনাকিরা আমাকে অতিক্রম করে যায়, তারা প্রত্যেকে বেদম গুণী।

প্রকৃতিতে সব ঋতুগুলো একসাথে জ্বলে উঠলে ক্যামোন লাগে বলো তো শুনি। আমার সরাসরি যে আকাশটা আছে, সেখানে সবমিলে পারফরমেন্স চালাচ্ছে এইসব প্রবণতাগুলি।

অথচ এ্যাতো উড়ন্ত ক্রিস্টাল বক্সের মধ্যে কোমলতাকে এখনও পাই নি। তাই নিস্পৃহ আলোকপাতও করতে পারি না তোমাদের চলন্ত সুরের মস্ত চাকায়।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে স্যাডিস্টদের মতো যারা শুধু অভিযোগ কিংবা আক্ষেপ বা ব্যঙ্গ করে যায়। অথচ পথের ধুলো মুছতে তারা কষ্ট করে এক বোতল পানিও টেনে আনে না। বরং সেক্স এবং ড্রাগের দড়িতে নিজেকে পেচিয়ে অন্যদেরকে নির্বাসন দ্যায়।

আহা পাহাড় চূড়ায় মেঘের ছোয়ায় নিভে যাওয়া আগুনের স্তূপ! তোর অভাবে হাতে অসহায় বিড়ির প্যাক নিয়ে হয়ে আছি চুপ।

উপেক্ষিত আগুনেরা কেন্দ্রীভূত হয়ে মহাশূন্যে দৌড় মেরেছে। এমন অনুপস্থিতিতে তাদের গল্প বিব্রত হয়ে তোমরা শুনতে যাও চুলা বা চকমকি পাথরের কাছে। তোমাদের রাজপুত্রকেও দেখি যে যেতে! ভয়ঙ্কর চোখের প্যাচা আসলে সে ছদ্মবেশে।

আর যারা রাজপুত্র থেকে দলছুট হয়ে ভিন্ন দল করতে চায়, আত্মহননই তাদের দুঃসাধ্য উপায়। যেমন ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে কোনো শিশু খেলতে খেলতে রোদ প্রিজার্ভ করে অনেক পিপড়েকে পোড়ায়।

কিন্তু আমি আর কোনো ভালো ভালো বাক্য শুনবো না। আকাঙ্ক্ষা বেশি বলেই হয়তো একঘেয়েমির প্রচুর বিষাদ—তবু বিকল উচ্ছলতাকে করেই যাবো ঘৃণা।

মাটি থেকে কিছুটা উপরে অদ্ভুত ফায়ারবক্স, সব সময়ই কিছুটা শূন্যে। তার আবার দুটো ডানা, সব সময় নড়ছে। বস্তুত চলনশীল সে, কিন্তু দৃষ্টির সুবিধার্থেই খুব বেশি দূরে উড়ে যায় না। এরকম একটা ঘরের নাম দিই আমি স্বপ্ন। আশ্চর্য, তার রংটাও মাটি কালার। হাতিশালে পোষমানা গর্দভ স্বাস্থ্যের হাতির মতোই দাড়িয়ে দাড়িয়ে কচিপাতা আর শস্যদানা চর্বণ করতে থাকে সে। তাই সূক্ষ্মতার কলাকুশলী ঘোড়ার সাথে এই হাতি খাপ খায় না। ধ্যাৎ, বিরক্তির চেইনগুলো উল্টাপাল্টা টেনে আহত হই যে ক্যানো আমি এবং আমার নৌকা! ওদিকে আমাদের মঙ্গলকর্মগুলো প্রায়শই পরিণত হয় ম্যাসাকার কর্মে। এবার রাগে পোকার মতো উল্টে শুয়ে থাকি সূর্যের বস্তিতে, পোড়া বস্তিতে। চিৎকার এবং মহান স্বস্তিকর গালি-গালাজের হাড়-করোটি ছাড়া আমার অন্য কিচ্ছু নাই। অনুতপ্ত সেন্টর! তোমার সবুজ লম্বা লেজ নিয়ে ফিরে যাও ধীর পায়ে; এ আমার মুমূর্ষু উপত্যকা, বলছি তো আর ফিরবো না!

No headache

আমাদের ইতিহাসের মধ্যেই তো টোটাল সবকিছু সাজানো রয়ে গ্যাছে। পিছনে ফিরলেই আমি যতরকম খুশি ফর্ম, যত বৈপরীত্যযুক্ত দর্শন, যত বিচিত্র কথা, সুর, পোকা এসব পেয়ে যাই। আমার উৎস এক গভীরতম শিল্লাঞ্চল—এজন্যে গর্বিত তো হই। কিন্তু সময়টা ভীষণ স্রোতজ জলের মতো, সে তুলনায় ক্ষণায়ু আমাদের সূর্য। তাই ইতিহাসের শাড়ি বা ধুতির অংশ ধরে (যা আমার পূর্বমানুষরা পরতো), তাদের পাদদেশে দাড়িয়ে মন খারাপ করে আছি।

মূলত স্বপ্নের অভাবেই বেশি ভুগতিছি! একঘেয়ে লাগে বলে চিন্তার ভূগোলটাও নিষ্ক্রান্ত কইরে দিছি। গ্রহটা খুব পুরনো হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে, ফলে বিগত প্রাপ্তি এবং ক্লান্তির ধারক আজকের নবজাতক। মেঘলা রাতে তারারা দল বেঁধে অদৃশ্য হলে একটা প্লেনের তুচ্ছ বাতি যেমন তারা হয়ে রিহার্সাল দ্যায়, তেমনি একটা ফালতু স্বপ্নের জন্যে তুষারবর্ষণের মধ্যেও পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছি সব। এভাবেই বসে থাকবো।

এটা একটা সবুজ বাতাসের ঝড়ো দিন—ন্যাড়া হয়ে যাওয়া শিরীষের ডালে একটা কাকের কঙ্কাল ক্যাসপারের মতোন একলা। মেঘের গুহায় অকারণে যখন বন্দী ছিলাম, তখন আমিও তোমাদের মহাবিশ্বের রেখা থেকে হয়ে গিয়েছিলাম আলাদা। আমার গায়ে উল্টো করে লাগানো আছে ডানা দুটো; এই পরিবর্তনজনিত আশঙ্কায় আর জড়তায় উপড়ে ফেলেছি অন্যান্য সংযোগের ইথারগুলো। কোথায় এখন কাতর নৃত্যের সেই দলটা? অন্ধকার ভরা বেলুনের মতো তোমার মুখ, আমার মাথাটা বো বো করে ঘোরা চ্যাপ্টানো চাক্কা। নৈঃশব্দ্যের এই যে অদ্ভুত নাট্যমুদ্রা ভবিষ্যতের শব্দসম্ভারের প্রতিই! অথচ আমাদের আত্মার প্রতিবেশী তো আক্রমণমুখী, জটিল সব ধোয়ার ফ্যাক্টরি। তবু বিপন্নতার চোটে আর না বলে পারি না: প্লিজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ো না, পৃথিবী!

সমুদ্রচিল! মাথায় রাখিস, এরপরই তোর গান শুনতে আমরা সমুদ্রে যাচ্ছি—

গ
কাদন, চোদন এবং লালন

হাঙ্গরে হাঙ্গরে তুলকালাম জলাশয়ে নীলাভ জল ভিন্ন ভিন্ন দাপাদাপির উৎস থেকে লাল হয়ে বেরিয়ে আসছে স্মোক মেশিনের ধোয়ার মতো। পৃথিবীর পাঠশালায় একটা জীবন্ত নাগরিক হয়ে আমার ভালোও লাগছে, আবার ঝক্কি পোহাতে পোহাতে বিতৃষ্ণাও বাড়ছে। ১৬ নম্বর যে বিপদ সংকেত আছে সেটা বেড়ে যে কোনো মুহূর্তে ২২ কিংবা ২৮ নম্বরও হয়ে যেতে পারে। অথচ লাটাই এবং ঘুড়ির সান্নিধ্যের মতো অপূর্ব কোনো যোগাযোগ হাঙ্গর প্রজাতির কারো সাথে করা যাচ্ছে না।

হাঙ্গরেরা জানি ক্যামোন! কোনো বাছবিচার নেই, চান্স পাইলেই মেঘদূত কাব্যের মতো গাঢ় হয়ে ওঠে, অতি দ্রুত প্রতিক্রিয়াহীনভাবে নিভে যায়। আর অবশেষে এসব ঘটনা সেই গল্পটার সাথে মিলে যায়: দার্শনিক তার শিষ্যকে নিস্পৃহ হওয়ার কায়দাকৌশল শিখাচ্ছিলো। সে তাকে খুব করে বুঝিয়ে দিলো যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই কিছু না। একদিন অন্যমনস্ক গুরুটা পড়ে গ্যালো ম্যানহোলের মধ্যে, শিষ্য তখন ঐ পথে যাচ্ছিলো হেটে হেটে। তাকে দেখে দার্শনিক আকুপাকু করে বললো, এই আমাকে উঠাও! একবার সেদিকে তাকিয়ে শিষ্যের মনে হলো কোনো কিছুই তো কিছু নয়। তাই সে উদাসভাবে যেদিকে যাচ্ছিলো, সেদিকেই চলে গ্যালো।

আমার আর হাঙ্গর থাকতে ইচ্ছে করে না। অন্য কিছু হতে ইচ্ছে করছে, আরও খারাপ কিছু বা আরও চৌকস কিছু।

পরাজয়ের ঘোড়া নিয়ে আবার তোমরা এসেছো আমাকে
রাগাতে? বরং ফিরে যাও ঘোড়ার ল্যাজ বাতাসে
দোলাতে দোলাতে। প্রেম~বিপ্লব, যে কোনো অপোজিট
থেকেই আমি মুক্তি পেতে চাই। আমি অন্ধ এবং অপমানিতের
মতো সান্ত্বনার সঙ্গীতে এখন ডুবে হারাই। অতলে
বুদ্বুদ নিয়ে খেলতে নেশা লাগে কুয়াশাচ্ছন্ন আলোতে।
আমার বিস্ফোরিত অক্ষিগোলকে জুনিয়র মাছেরা ঘুরঘুর করে।
আপাতত উপেক্ষা করতে চাই নৈরাজ্যের চরম স্বাদের
ব্যাধিগ্রস্ততা, তার উজ্জ্বল আকাশি নীরবময় শিখা।
পায়ের কাছে বজ্রের মতো নেমে আসে সাদা ফুল,
এ স্পাইডার লিলি কি আমি চিনি? পা সরালেই কেচোদের
আড়মোড়া ভাঙা মাটি, আমার তো আছেই বিস্মৃতি!
রাতের পাহাড়ের তলে আমাকে জড়িয়ে কাদছি আমি, সাথে
নাকিসুরে কাদছে আমাদের নিপীড়নকালীন কঙ্কাল।
অ্যা অ্যা, ও ও, উম উম ....

ফাপর

অল্পবয়সে মৃত্যুর স্বপ্ন ছিলো অল্পবয়সে।

বাপ আমারে বেশি বেশি ইংরেজি শিখতে বলতো। আমি তখন সব প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা বিষয়ের উল্টোটা শুধু করতাম। তাই বাংলায় মন দিলাম, এভাবেই আমি বাংলু হয়ে গ্যালাম।

ইহা এক মৃত পিপড়ের শোকমিছিল, অসংখ্য কালো পা শুড় তুলে চলে গ্যাছে ঘাসের বনে। আর এক তরণী ঢেউহীনভাবে বেচে আছে তোমাদের মধ্যে। তবে নিজস্ব প্রতিকৃতি ছাড়া ভবিষ্যৎ ও অতীতের কোনো নিদর্শনচিহ্ন অবলুপ্ত; যেহেতু কাঠুরিয়া তাকে গাছ থেকে ছিড়ে এনেছে। এমন সংকীর্ণমনস্ক নৌকাটাকে তোমরা পাহাড়ী স্রোতের আবর্তে ছেড়ে দিও না, অন্ধকে করো করুণা।

নিজেকে ক্ষয় করে দাবানল জ্বালাতে জ্বালাতে যেতে হয়। ডানা থেকে ঝরে যাওয়া পালকগুলো মাটিতে গেথে তোমার পথে স্তম্ভ ভরে যায়।

আমার শক্তিটা অল্প, কারণ আগুন নেই এ গুহাগর্ভে। তাই একটা একটা মুহূর্তের রং ভেঙেচুরে জানালার দিকে এগোতে হবে।

তোমার সরি হওয়ার ক্ষমতা অকল্পনীয়। পৃথিবী! আমাদের অর্ধচন্দ্র দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনো মনস্তাপের থিম মিউজিক শোনাতে? অথচ আমি তো জানি পেন্সিল কাটতে গিয়ে আমার উদাস রক্তক্ষরণ, কিছুতেই চাচ্ছে না বৃথা হারাতে।

বুঝলাম এইটা তৃতীয় বিশ্ব, তাই বলে কি ন্যাংটা হয়ে গায়ে ডানা কিংবা লেজ লাগানোর মতো বিলাসিতাটুকুও মানা?

তোমাদের স্বাভাবিক শরীরেও এখন আর আকাশ লুকিয়ে থাকে না, মনে মনে অনেক আগেই তো হারিয়েছো আকাশি গানবাজনা।

অরণ্যে বাতাসের বিস্ফোরণ—মুখোমুখি হয় তার প্রিয়জন; ঝড়।
হলুদ আর সবুজ ঝোপঝাড় ফুলে ওঠে বেলুনের মতোন।
এই বনপথের স্পর্শ জানি আমি; পথ চলতে চলতেই
পথগুলো চিনেছি। তাই এখন পিছন থেকে গাছপালারা
চিৎকার করে ডাকে—ময়ূরও ডাকে, বানরও ডাকে, রোদে
ভেসে ওঠা কুমিরও ডাকে; হায়, রোদও ডাকে। আমার শহরে
টানটান প্রস্তুতি নিয়ে কোনো নাটকদলের মতো অপেক্ষার্থী
হয়ে আছে ক্লাসিক বিপ্লব। এবং আমার নলাকার
প্রতিবিম্বের মধ্যে আটকে আছে অনেক অনেক কালো ধোয়া,
যারা পৃথিবী গঠনের ইতিহাসের মতো এখন শক্ত পুস্তক
হয়ে গ্যাছে। আমি চাই আবার বাম্পিত হোক মানুষের লক্ষণ;
কারো যদি প্রতিবাদ থাকে কোনো শ্রাবণে, সে যেন নিভৃতে
তার নিজস্ব দৃষ্টির রং নিয়ে ছবি আকে। নতুনতম
ঝড়োবাতাসের জালে লাফিয়ে পড়ে একটা জেলে, মহাশূন্যে
অনেকখানি উঠে ঝরে পড়ে একটা নীল ব্যাঙ। তার আর্তনাদও
কমলা রঙের ভস্ম তখন; পৃথিবী জেলেকে হারায়!

পলায়ন

বেচে থাকলে বিবর্তনে তোমাকে যেতেই হবে, বিবর্তন সেধেই তোমাকে নান্দনিক বানাবে। অধ্যায়গুলো শেষও হয় তোমার অজ্ঞাতসারে। আগুন রঙের সব ব্যাঘ্রমুখোশ নিয়ে একটা চারুবিদ্যাপীঠ বাতাসে ভাসছে। তোমাকে ওখানেই পৌছাতে হবে। এবং করতে হবে এমন কিছু কর্ম, যা তোমার ইচ্ছুক নির্বাপণকে ঠেকিয়ে অনিচ্ছুক জাগরণে মাতাবে।

নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করো না, আপ্তবাক্য আসে শুধু আপ্ত অনুভূতির পরই।

যেমন, মৃত্যুবাড়িকে তোমার মনে হয় পাঠশালার মতোন। দূর থেকে একইরকম কোরাস একটা আওয়াজ শোনা যায়। তথাপি মৃত্যুবাড়ির থাকে অন্য রকম কিছু বিষয়। এখনও এখানে মৃতের পাপ অপসারণের জন্য ধর্মের লিডার বা বাচ্চা লিডাররা চলে আসে। তারা বিভিন্নরকম ভং দ্যাখায় আর আশার ক্যারিশমা স্থাপন করে শোকের যবনিকা হিসেবে।

অন্য এক যবনিকা শেষ করে কায়ক্লেশে, কৈবল্যতায় ভুগতে ভুগতে তুমি ভাবছো অমর স্টামিনা'র কথা। কারণ এক্সপেরিমেন্টের পর সবরকম পরিত্যক্ত ডাস্টের ডাস্টবিনে এখন তুমি জেনে শুনে আবাদ করতে যাচ্ছো।

বরং আকাঙ্ক্ষাপূরণ যথাযথ হলে তোমার ওয়েভটাও হয়ে যেতো শর্টওয়েভ। ওয়েভ থেকে দূরে থাকার জন্য ওয়েভ-সাধনা করতে থাকি, যেমন কবিতা থেকে দূরে সরার জন্যই আমি কবিতা লিখি।

মাঝে মাঝে কিচ্ছু লিখি না, মানবভাষার একটাও বুঝি না, বুঝি না, বুঝি না। মানুষ যখন অগ্নিকণা বিচ্ছুরণকারী ড্রাগনের মতো অনর্গলভাবে বাক্যনিক্ষেপী হয়ে ওঠে, তখনই আমি ভেগে যাই।

এক বুড়ো শকুন তার আন্ডারঅয়্যারের মধ্যরেখায়
দু'হাত চেপে উঠে দাড়ায়, এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়
ধীরে ধীরে হেটে। একসময় সন্ধ্যার চায়ের স্টল খুলে
যায়—এই কষ্টের চোদন না খাইলে সে তো
বুঝতো না মুক্ত হইতে কতোটা বিদিক লাগে।

পথে পথে চোখ খুলে তাকিয়ে আছে তারারা,
তারা ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে অতিথি আকাশকে শোনায়।
সেই সুরে সুরে ভীত, বিষণ্ন কান্নাগুলো হেটে যায়।
অজান্তে নীল অমাবস্যা এলে সব ফুলই হায় মরে যায়!

আর শকুনটা প্রিয় চক্ষু ভোজনের কল্পনাকেও ফ্রিজ
করে রেখে ফেরত চাইছে শৈশব। লিবিডো-প্রতিবন্ধীদের
মতো তাহলে আর থাকে না বিবিধ রকম চাহিদা। বরং
ক্ষেপে গিয়ে সামান্য কয়টা গ্রহ ভাংচুরই হয়ে যাক—

অন্য রূপ

সারাদিন আমি লাঙল চালাই; আমারটা হচ্ছে চলমান পরিশ্রম, বেতন কম। কেউ কেউ আছে হঠাৎ খ্যাপ মারে, তাতেই কামায় কুবেরের ধন।

মিশে আছি মাটি হওয়ার প্রক্রিয়ায়, ডুবে আছি বহুদিনে জমে ওঠা আবর্জনায়। শান্ত বাতাসের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে আছি। অন্ধকার থেকে আলো ঝাপ দ্যায় জলে, তারপর আরও আলোর বংশধর গড়ে তোলে। সহনশীলতার মাত্রা বাড়াইছি না, সহনশীলতারেই ইরেজ করে দিছি।

এইসব করে একটা আত্মবিবৃতি দাড়া করানো গ্যাছে। যারা মাপুক মানুষ তারা মাপবে তথাকথিত শিল্পের ঘরানায়। আমার তো ঘরই নাই, আমি চাই পৃথিবীতে বাচতে অন্যান্য বিবিধ শ্রমিকের মতো এটাই হোক আমার পরিচয়পত্র।

সেক্ষেত্রে উপদ্রবহীন শূন্যতাই আমার সবচেয়ে জ্বলজ্বলে ঠিকানা।

এই শূন্যতায় বসে বসে নিদারুণ দায় চাপিয়ে আমিই টর্চার করি জেনেটিক সম্পর্কগুলোকে। কিন্তু মনে মনে করুণা করি তাদের জন্ম থেকে আমার জন্মের অ্যাবসার্ড ঘটনাকে। তবু মশা বা জোকের মতো আমি লেগেই থাকি তাদের নিরীহ প্রাণশক্তি শোষণ করে নিজের অকমার্শিয়াল ধান্ধাগুলো চালাতে।

অন্তরালে নিজেকে সুন্দর বা ভালো ভাবায় একটা দারুণ তৃপ্তি আছে, যা হয়তো এ্যাতোকিছুর মধ্যে খুব দুস্প্রাপ্য এক অদৃশ্য পারিশ্রমিক।

কেউ না জানুক আমি বীর, আমার সমস্ত বর্ণান্ধ
তালিকাসহ পারফেক্ট আমিই আমি। এখন উপযুক্ত
হয়েছি যে কোনো সত্যি জিনিস বলার। শোন,
অভিনয়ের মোষের গাড়িতে যাচ্ছো যারা চলে
জোছনা এবং বড় বড় নদীর হাওয়া ঝেড়ে, তোমাদের
শাসন করবো না। শুধু বলি, সূর্যের কাছে পৌছালেই
তোমরা যে যার বিস্মৃত দেহ বিক্রি করে কিনে ফেলবে
এক একটা আয়না। আর সুদূর কোনো গ্রহ বিদ্ধ হবার
কালে আয়নাত্ব প্রাপ্তি হবে সবার। কিন্তু ঠিক এক্ষুণি
একটা আয়নায় দেখতে পেলাম, এক মহামর্ষকামী
টিকটিকি তার মুখের তেলাপোকাটাকে ছেড়ে দিয়ে
টিক টিক সঙ্গীত গাইছে। আর আমাকে বলেছে:
বহু যুদ্ধে জয়ী হতে হতে ভুলে গিয়েছিলাম,
পি তা ও বী র ছি লো ভী ষ ণ —

হত্যা এবং আত্মহত্যার পার্টস মিললে হয় সিজর্স

মানুষ ছিলাম যে, তাই অনেক ভুল করে ফেলেছি। এখনও মানুষ আছি—ক্ষমাহীন! তুমি ক্ষমা করবে না? আকাশে ঝড় ভীষণ, তাই সূর্যমুখীর পাশে দাড়িয়েছি। সংযম-টাওয়ার! তবুও দেখতে পাও না?

ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়েছে বেলি ফুল, তার সাদা চোখ একটা সাদা খরগোশ হয়ে বনে দিয়েছে ছুট। অথচ জটিলতা অন্ধকারে জটিল জ্বলে ওঠা কঙ্কালের দরোজা। আর আমি দৃশ্যসমূহে চোখ পোড়ে বলে মাটিকেই দেখছি।

এখন আর কিছুই করার নেই সমুদ্র-আগ্রাসন ছাড়া। চুপচাপ পৃথিবী ছেড়ে হালকা ও বিমর্ষ শূন্যযানের মতো আমাদেরও চলে যেতে হয়। সাধারণ কোনো প্রেম বা অসাধারণ কোনো বিপ্লবও মস্তিষ্কমৃত হয়ে অচেনা মেঘে মেঘে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে……

ইল্যুশনের নৌকায় ক্রমেই এগিয়ে আসছে সৃষ্টির শেষ দিন
ইল্যুশনের নৌকায় ক্রমেই এগিয়ে আসছে সৃষ্টির শেষ দিন

সৃষ্টির শেষ দিনে নির্বাণপ্রাপ্ত সব সবুজ কুয়াশা
আবার জন্ম নেবে। সবুজেরা লম্বা বেলুনের মতো
বাড়তে বাড়তে তোমার শরীরের কাছে এসে পড়বে।
তোমার শরীরের চারপাশ ঘিরে নাচবে।
তখন গান গাইতে গাইতে শিকারী বৃষ্টির দল এসেই
বৃষ্টির দল এসেই সমুদ্রে শুভ্র ঘূর্ণিগহ্বর তৈরি করবে।
তোমাকে আবার আমার ভালো লাগতে শুরু করবে।
সৃষ্টির শেষ দিনে বৃষ্টিরা কথা বললেই কথা শুনবে।
ছিটকে পড়া রক্ত টক্ত তারা মোবাইল প্যান্টের
পকেটে পুরে নেবে। সৃষ্টির শেষ দিনে আমাদের
চুম্বনের আঙ্গিক বদল হবে। যাতে বুঝতে পারি
বিভিন্ন কলাকৌশলে প্রেমকে পর্যাপ্তকাল
বাচিয়ে রাখা যাবে। প্রেমকে যতো খুশি বাচিয়ে রাখা যাবে।
আমাদের বাড়িগুলো সব জাহাজ হয়ে ভাসবে।
জাহাজগুলো খুব বড় প্রজাপতি হয়তো হবে।
অন্য পৃথিবীও তার জাহাজে করে আমাদের দিকে আসবে।
সৃষ্টির শেষ দিনে পিতারা ভুলে যাবে অভিমানগুলো,
আর সন্তানরা ভুলে যাবে অভিযোগগুলো।
আমি ভুল বুঝবো না আমার বন্ধুকে।
আমি ভুল করে বুঝবো না আর আমার শৈশবে।
আমি মন খারাপ করবো না কখনো
ফ্যান্টাসটিক শৈশবে। সৃষ্টির শেষ দিনে তুমি
খুব জোরে চেচিয়ে আমাকে প্রেমপ্রস্তাব জানাবে।

নাম খুজে পাচ্ছি না

চাদের আলো ভিজিয়ে দ্যায় পাতার উঠোন। দীর্ঘশ্বাসও শুকিয়ে ধুলো হয়ে উড়ে গ্যাছে। সন্ধ্যাতারার চারপাশে তারই সোনালি রক্তের বলয়। ঐ বলয় আঙ্গুলে পুরে আমি কোথায় ছুটেছি, আমি আজ কী ছোব? একটা চিৎকার। একটা চিল এসে চোখ খুড়ে আমাকে কৃতার্থ করে যাক। পথের ভিক্ষুক সমান হয়ে যাই স্তব্ধ, অখ্যাত। অতো তপ্ত কঙ্কাল বয়ে বয়ে একটা ট্রাকের মতো আমার পিঠেও একঘেয়েমির সৌরচুল্লীর কালি। এখন বাকি আছে কি আত্মহত্যার শীতল ঝর্নায় মূর্ছনাতে স্নান? কিংবা ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা বন্দী, তেমনি তোমার ঠোটের মধ্যে দাতের সারি—এসব কমন উপমায় অবহেলা করে গেয়ে ওঠা গান; ঝাঝালো মাকড়সার মতো অধিকার বুঝে নেওয়া? সূর্যাস্তের রথ বা তোমার জানালার ফ্লাগ সবই ফাদ মনে হয়। কঙ্কালযুগও যাচ্ছে পচে, সাদা ধুলো লাগছে গালে। নেশাগ্রস্ত কৃষকের মতো আমার হৃৎপিণ্ডটা কেটে বেলুনে ভরে রেখেছি। কাকে উপহার দেবো? সমুদ্র আর শোনে না কথা, নীলতিমিরা এখন পদ্মফুল বা পাতা। আমার কালো কালো দূরে হারানো দ্বীপগুলোর কী হবে? যে তুমি বন্দী আছো তারই পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের ভিতরের মমিতে, তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে ছোট্ট একটা ডিঙ্গায় আসছে কয়েকজন লোক। হায়, তারা তোমার কাছে পৌছানোর আগেই মনোযোগী হয়ে পড়লো মাছ ও মাছধরা জালে। তাইলে...?

অনির্বাপিত তোমার শোক এখন ছাই। এ্যাতোটুকু এই পৃথিবীটাতে হেটে হেটে কোথায় বা যাই! সবক'টা বনই পুরনো পুরনো লাগে। তুমিও লুকিয়েছো কাছাকাছি কোনো এক কৃষ্ণগহ্বরে। আমার কবরে আমি চোখ খুলে চুপচাপ দাড়াই। একদিন একটা ছায়াসুড়ঙ্গ তৈরি হবে হালকা আলো জ্বেলে। অতঃপর বিস্ফোরণ হলে পাপে ও নিষ্পাপ শূন্যতায় আমরা সবাই হয়ে যাবো সমান।

ভুলক্রমে কফিনের ডালায় কোনো জ্যান্ত মানুষ যদি সমাহিত হয়ে যায়, আমি জানি তোমাদের বস্তাপচা মহাকাল করবে না প্রতিবাদ।

Darkness

Fuck heroism! এর ম্লান জ্যোতিষ্কগুলি আমার স্বাভাবিক আকৃতিকে স্বীকৃতি দ্যায় নি। অতিমানবদের আস্তানায় অ্যামেচার হয়ে অনেক ঘুরেছি। যদিও এটা ব্যক্তিত্বের একটা অভিব্যক্তি, কিন্তু এর ডিরেকশনে প্রায়ই ভুল হয়েছে। শূন্য থেকেই সাম্যের বিকাশটা সহজ হতে পারে—এটা তারা ভেবে দ্যাখে নি।

মিথস্ক্রিয়ার অভাবে লতাগুলো মরে যাচ্ছে, পাতারা পড়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিরোধক কিছু করা যাচ্ছে না। যেহেতু নাগরিক অভিধান বলে, জোর করে কিছুই টেকে না।

সবুজ বাগান, চাদের গান—তোর সাথে আর দ্যাখা হলো না! চোখ ছেয়েছে বাষ্পে, যখন শেষ হলো একটা লম্বা পরিশ্রমের অপুষ্ট বন্দনা। এরপর সে অন্য কোনো প্রান্তে হারিয়ে যাবে; কিন্তু লিপ্সা কিছু নয়, রিচ অভীপ্সাগুলোকে ফেলে দিতে খারাপ লাগে।

ওহো সুগন্ধ! তুমি আমার পাশে থাকলা না। উৎপীড়িত হওয়াগুলো শুধু প্রতি সকালে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে। আর স্বাদহীন বিড়ি, ফেড হয়ে যাওয়া প্যান্টের দোকান, দ্রুততার বদলে ধীরগতি, সিমপ্যাথির বদলে প্রতিদ্বন্দ্বী—এসব নিয়েই আছি।

পুরোপুরি অনৈতিহাসিক বিষয়গুলোতেই আমরা ঝরে যাই বেশি বেশি। অভিজ্ঞ প্রাণীরা বলে, এগুলো ঠান্ডা হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি।

পুরনো বাতাস বইতে বইতে কুয়াশা জমে গ্যাছে শীতের ঝোপঝাড়ে। ঝোপের মধ্যে আমি পালিয়ে ছিলাম ঝিঝিপোকা হয়ে। সব কথা চেনাজানা রূপকথার আগমনে একঘেয়ে—

কতোবার বাতাসে নিভে যাওয়ার পর একটা ম্যাচবাক্সের কাঠি আমার হাতে দীর্ঘক্ষণ জ্বলবে?

যদি জ্বলে তবে জানাই—
কবিতা লেখার জন্য নির্জনতা অবশ্য প্রয়োজন, যেমন সেক্স করার জন্য আলাদা স্পেস সবাই করে নির্বাচন। এমন কি বন্য প্রাণীরাও; বাধা দিলে প্রজাতি হ্যাম্পার্ড, উধাও।

পরিপক্কতার চোখ খুলে রেখে ইচ্ছে করে সমুদ্রে দৌড় দিই।
বালি, জল, রোদ বা বুদ্বুদ তখন ভালোই অনুভব করা
যাবে। সমুদ্রে হবে আত্মহত্যা বিশাল গাঢ় নীল কফিনে, যদি
টের পেয়ে যাই সমুদ্রও অনেকটা মহাশূন্যের মতো। রাত্রি আর
দিন মিলেমিশে গেলে বলো একটানা ঘোড়ার রেসের মতো
কে না দুঃসহ হয়ে পড়ে? আমি তো চট করে আকা একটা
রেখা মাত্র—আমার নৈরাজ্য ঘটানোর স্বাধীনতা তাই অবারিত।
প্রেম থেকে আর আড্ডা থেকে দূরে থাকতে থাকতে হয়ে গেছি
ডানা থমকানো স্কাল্পচার। দাড়িয়ে আছি প্রাচীন কোনো
ক্রীতদাস ভরা বন্দরে। তারপর লক্ষ লক্ষ পিপড়ে-শ্রমিক মিলে
ডোবালো আমাকে সমুদ্রে; সূর্যাস্তের দিকে লক্ষ্য রেখে। সাথে
ডুবলো তাদের প্রাণ। ভয়ঙ্কর অসুস্থ বলে আমি এখন
অতলে অন্ধকারে থাকি।

বিক্ষোভ

দিনে দিনে জানালার ধারের প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছি! যারা শরীর-প্রতিবন্ধী তারা ঘরে থাকে, বাইরে বের হলে দূর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনায়। আর যারা মেন্টাল, তারা মনে করে বাইরেটা ভীষণ কুৎসিত আর সন্ত্রাসযুক্ত—তাই তারাও দেয়াল, ছাদ ও মেঝের মধ্যে ছায়ার আদরে সময় কাটায়।

কিন্তু আমি নিজেকেই খুজে পাচ্ছি না। মৃত্যুমগ্ন করুণ পার্কে থেকে থেকে মৃত্যুকেও এখন বিরক্তিকর একটা সাবজেক্টের মতো লাগে। অথচ আমার শান্ত ক্রিয়েটিভনেসে ঢুকে পড়েছে অনুভূতিহীনতার শত শত বহিঃপ্রকাশ। দেখে পালিয়ে গিয়েছে ঝর্নার সুর গাইতে পারা বাতাস।

আমার ফসিলের পাশে বসে থাকে যে রূপালি চোখের সমুদ্র, তার ঢেউ থেকে একটা সূর্যমুখী বৃক্ষ হয় অঙ্কুরিত। গাড়িতে আগুন লাগার মতো জ্বলন্ত পৃথিবীতে এটুকু সতেজতা দেখেই বিগত ক্লান্তিতে আর অভিমানে আমি আরও নির্জনতম হতে চাই।

ঘনিষ্ঠ একতারাগুলো পরিণত হয়েছে বিস্মৃতির সহজশব্দে। শব্দটা হচ্ছে, ‘না’। সন্ধ্যা-সকাল-দুপুর-রাত্রি কাউকেই আমি চিনি না।

গোমড়ামুখো অরণ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে সবার সাথে পরিচিত হতে আসে একটা উদ্যমপূর্ণ খরগোশ। কাটাঝোপে তার লেজটা কাটা পড়ে ঝুলতে থাকে। তবু সে তীব্রকণ্ঠে তার বন্ধুদের ডাকে।

সেই দিনটাতে আবহাওয়া বার্তার যন্ত্রে পাগলামি বেড়ে যায়। তারা বলে দ্যায়, মীথের ধ্বংসকথা এখন হবে বাস্তবতা! কিছুই হয় না।

কৃষকেরা ফিরে যায় কৃষিগানে, শ্রমিকেরা ফেরে তাদের শ্রমের জীবনে। ফিরে যাওয়াগুলো তো ভালো, কিন্তু জীবন সংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সময় না পাওয়া—বিষয়টা তো ত্রুটিপূর্ণ।

কিংবা একজন রিকশাচালক যখন থাপ্পড় খায় তারই যাত্রীর কাছে, তখন নিকটবর্তী হতে থাকা আমার মহাশূন্যযানটা আবারও পৃথিবী থেকে অনেক দূরে ছিটকে যায়।

ঘুম ঘুম ছিলাম যখন চারিপাশে কেবল মলিনতা, মৌমাছি
হয়ে কিছু শ্রমিক কানে কানে বলে গ্যালো কথা।
এক চোখ খুলে খাচার ফোকর থেকে দেখতে পেলাম,
পাহাড়শ্রেণীর পাশে কাচা একটা সূর্য থেকে অসংখ্য
পাখি বের হয়ে আসছে। পা বাড়াতেই মেঘে মেঘে
উজ্জ্বল আকাশ; সবাই খুব প্রাণ পাচ্ছে। মহাকাল থেকে
আমার পতন হলো অন্যরকম পৃথিবীতে, শ্রম-উৎক্ষিপ্ত
কোলাহলের মাঝে। ফ্রিজ নিউক্লিয়াস ভেঙে তাদের
মধ্যে আমি হাটাচলা করতে লাগলাম অদৃশ্যভাবে।
আর টের পেলাম, মানুষ কোনো কোনো সম্পর্কের ব্যাপারে
অদ্ভুত একঘেয়েহীন। তবু শূন্যে ছড়ানো মিডিয়ার জাল
এবং বেলুনের মধ্যে আমি বেলুনকেই বেছে নিয়েছি। তারপর
তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। ঠিক জানি না কখন থেকে আমি উড়ছি
আর পিছনে ঝাক বেধে যে শ্রমিকেরা মরছে, তারা,
না কি অপরপক্ষ জিতেছে?

বধ

১

সবুজ কুঞ্জে অসংখ্য ডালপালা নেমে এসেছে বেড়ে ওঠা চুলের মতো। আলোরাও ঢুকে পড়েছে সময়মতো। পাখি এবং মানুষ উভয়ই বেরিয়ে পড়েছে যে যার ব্যস্ততায়। একটা মৃত্যুদিবসের তারিখ আমার খুজে বের করার দায়। লাল কেচোরা মাটি উথলে উঠে এসেছে সহযোগিতা করার জন্যে। কিন্তু মনে পড়ে গ্যালো আমার সন্তাদের এ্যাতোকালের নিপীড়নভুক্ত পোর্ট্রেট। তারা বুনো ছাগলের মতো একটা ঘোড়াহীন ঘোড়ার গাড়িকে রাস্তায় একা পেয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে ঝড়; মেঘের প্যারাসুট ফুটো করে হঠাৎ বৃষ্টি পড়ছে। জলোচ্ছ্বাসে সব চুপচাপ। আমি টের পেলাম, একটা মানুষের জন্য একটা মৃত্যুদিবস খুজে বের করা অসম্ভব।

২

সারা জীবন মাছ মেরে যে জেলে অপরাধবোধে ভোগে, তার সাথে কে কাদবে এ্যাতো রাতে? সেও মাছ হতে চায়, যাতে একদিন এসে কেউ তীর দিয়ে তার অন্ত্র ছিড়েখুড়ে যায়। যারা সঙ্গীত গাইছো ওদিকে, জানো না তো সঙ্গীতও নিরাময় দিতে পারে না আমাকে। প্রেমের বুদ্বুদের রাজ্যে এসে, মহাবুদ্বুদের প্লেনে চড়ে শূন্যে ভেসেও থামতে চায় না আগুনের ম্যাজিকবক্সে ধোয়াশার কান্না। খোলা মাঠে মুমূর্ষু হে চাদ তোমাকে বলছি, আমি পাপী—আমায় ক্ষমা কইরো না। যদি চলে যাই সমুদ্র-তাণ্ডবে অবচেতনে হেটে হেটে, যদি মরে যাই আত্মদুঃখে উন্মাদ পাখিটার মতো—যে পৃথিবীকে আহত করার ক্ষ্যাপামির চোটে নিজেকে নিহত করেছিলো একদিন, তাহলেও কোনো দুশ্চিন্তা করিস না।

৩

আলোই বরং ভালো লাগে। স্প্রাইটের বোতলের মধ্যে জীবাণুগুলোকে খুব সন্তর্পণে দেখি, আমিও যে বন্দী—কিচ্ছু করার নেই। ছড়িয়েছি হীরের আগুন এখানে ওখানে, একদিন লোকে তা হৈ চৈ করে কুড়িয়ে নেবে। না নিলেও আমার কঙ্কাল, সে তো বুঝে গ্যাছে নির্বাণে মিশে থাকা কিঞ্চিৎ অপমান। রাতের সরু পথে হে ভিন্ন নক্ষত্রের প্রাণী, তুমি হাটছো কী সন্ধানে? আমিও তো দেখেছি নিজের সুতোর উপর দিয়ে সার্কাস স্টাইলে হাটতে চেষ্টা করছে একটা বিশাল মাকড়সা। শেষমেশ নিজেকে মূল্যবান মনে করা ছাড়া বেচে থাকার ভিন্ন কোনো শ্লোগান থাকতে পারে না। প্রতিটি শ্রমিকের কাজ সুচারু মননে অসাধারণভাবে তৈরি হয়ে ওঠা। ক্যানো যে শ্রমিক হলাম না! প্রেম, প্রেমজনিত হিংসা, অথবা মৃত্যু, কিংবা দানবিক দ্রোহ... কিছুই আমাকে ফেরাতে পারে না।

নস্টালজিয়া

মোরা নৌকা ভাসাই অন্ধকারে, মোরা নৌকা ভাসাই বালির পাহাড়ে। একা পুড়ি না, অজস্র অজস্র পুড়ি। আর খালিপেটে দুপুরে বা একটু প্রশান্ত সন্ধ্যায় যখনই দ্যাখা হয়, ক্যানো জানি সবক'টা হি হি করে হাসি। আমাদের হইছেটো কী ?!

গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় অনেক ছোট যে আমাদের জীবন—তবু প্রতিদিন আত্মহত্যার মস-ফার্ন গজায় মাথা ফুড়ে ডজন ডজন। তারা বড় হয়, তারা টুপ করে মাথা থেকে নেমে আসে বৃষ্টির আঙিনায়।

আলো ছাড়া কিছুই নেই আমাদের। সব কথাদের সবুজ আগ্রহ
ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে এখন। আকাশ, তোমাকে কাছে পাচ্ছি।
সামনে মহাবৈশ্বিক গহ্বর—বৃষ্টি পড়ছে বিভিন্ন রঙের
ছাতায় আর দীর্ঘক্ষণ ধরে ধোয়া বেরোচ্ছে। অনির্বাপণীয়ভাবে
নিজেকে ব্যালান্স করতে শিখেছো। অচেনা দ্রাঘিমাংশের বৃক্ষ বা
মৃত্যুউত্তীর্ণ কোনো শান্ত-সৌম্য দেবদূত, এই জাতীয় কিছু হয়তো।
অনেকটা সময়কে কচি ফসলের মতো পুড়তে দেখতে পারি,
তারপরও জানি হয়ে যাবো সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়া
ধরিত্রী। মাটিরা কখনও ভুল করে না, বড়জোর ভূমিকম্প
হয়ে তোমাদের চিন্তায় একটা পরিবর্তন আনতে চায়
কদাচিৎ। সে পরিবর্তন তো খয়েরি-সাদা একটা শিম্পাঞ্জিও
চায়, যখন সে ডালে ঝুলে গাছটাকে নাড়ায়।
আমাদের গন্তব্য তবুও সূর্যমুখী; উজ্জ্বল সূর্যের বদলে
আমরা এক নিস্প্রভ সূর্যকে বেছে নিয়েছি।
তাকে বাচিয়ে রাখতে চাই আমাদের এ আয়ুষ্কালটার পাশাপাশি।
আর সংকেত গেমে সত্যি অবস্থান করতে চাই দীর্ঘকাল—

যা ছিলো O পজিটিভ; মানে শূন্য, কিন্তু পজিটিভ—তা এখন O নেগেটিভ; মানে শূন্য, কিন্তু নেগেটিভ। এরপরে বাকিটা কী হয়, আমার জানা নেই। নিরাপদ দূরত্ব ছেড়ে তাই দাড়িয়েছি ভাঙনরত ব্লাকহোলটার একদম কাছেই।

যাইস না, যাইস না যে বলতিছো—কি কইরে হবে!
আমার তো যাতিই হবে!

আসতিছি

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি রক্ত-মাংসের কেউ?
সে বললো, তা তো জানি না!
নিজের কষ্টকর গেমস কিছুক্ষণ বাদ দিয়ে মাপতে বসি অধরা কর্মকৌশলের রিয়ালিস্টিক ধারণা। দেখি, কয়েক স্টেপ মাত্র বা ছোট ছোট কয়েকটা শুড়। এটুকু সহজেই সম্ভব জেনে আবার বিন্দু-অভিযান শুরু করি। পঞ্চভূতের একটাও অপরিচিত না। অথচ বিস্তৃত হতে হতে ক্যানো যে জড়তায় চুপসে যাই! কনফিডেন্স কি শশ্রুর মতো লম্বা মূলরোমে একটুও জমে নাই?

তাই বলি, তোমাদের সামান্য উপযুক্ত পার্টিসিপেশন পেলে বদলে যাবো না। বরং আরও মমত্ব স্ফূরণ যাবে বেড়ে বিশাল পাখিটার পচনশীল, নোংরা পা দুটোর প্রতি। এখনও এক বাক্স মোমরং পেলে স্বেচ্ছাসেবক হতে রাজি।

তাল-লয় এসবের অনুপস্থিতিটাই দৃঢ় লাগে বেশি। নৈরাশ্যের জোরালো কম্পনে আমি ফিরতে চাই। বাহ্যিক শিশির বেয়ে বেয়ে নেমে সবটাই হতে চাচ্ছে অন্তরাল। কখনো কখনো জানি ভরপুর আড্ডার পরিবর্তে নিঃসঙ্গতা প্রয়োজন। আমার তো শুধু একটু স্থবিরতা কামনা। তারপরই বিকশিত শ্রমের জালে তুলে নেবো তুলতুলে কৃষ্ণসারমৃগের ছানা।

এ্যাতো কথার মধ্যে নদীর কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। সে এক অতি অনুভূতিশীল প্রতিবন্ধী নদী। চাইলেই প্রিয় পথচারীদের সঙ্গ সে অনুসরণ করতে পারে না। তাই জীবনের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির উত্তাপে পথচারীরা তাকে মাঝে মাঝে ভুলে যায়। কারণ ক্লান্তিতে তাদেরই দুচোখ অন্ধত্বের স্ফুলিঙ্গ থেকে হাতের আড়ালে ঢেকেও তারা রক্ষা পায় না। স্মৃতিতে মৃত হলে যে কোনো কিছুর উপরই মৃতত্ব আরোপিত হয়। আবার তার পুনর্প্রাণায়নও ঘটতে পারে যে কোনো সময়। আমাদের নদীটা সুন্দর; নদীতে যেতে কুয়াশাদের গোপন চলাচলের সুড়ঙ্গের মতো পথটাও সুন্দর।

আলোয় ইচ্ছামৃত্যু আমার, আর সেটি ঘটেছিলো
এক মেঘলা দিনে। সাম্রাজ্যবাদের নগরে পেশাগত
পাপ। পেশাগত তোমার ভাবভঙ্গি, দুঃখ প্রকাশ।
প্রতি ক্ষণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেঘ ঢেকে রেখেছে সূর্যাস্তকে,
প্রতি পায়ে দূর্গচূড়ায় খাদ—আর
সোনালি রোদ, খয়েরি নদী পুরনো হয়—
সুর এসে থেমে থাকে ঢেউয়ের ঝর্নায়।
কোনো কথা না হয়, আর ভয়, পতন সহ্য
করেও পতনশীল প্রাণীর আবারও হাড় ভাঙার ভয়!
তার চেয়ে বেলুনযাত্রাই ভালো; নিজেকে সময় ভেবে
আমার অধৈর্য ইতিকথা এখন পূর্ণ কালো। গ্রহপ্রান্তে
ছড়িয়ে আছে কারও পকেট থেকে পড়ে যাওয়া
কিছু দেশলাই কাঠি। বৃষ্টি রে, তোর সাথে
অনেকদিন পর পৃথিবীতে ঘুরতে আমিও আসতিছি।

ঘ
টম অ্যান্ড জেরীর কাল্পনিক কথোপকথন

এমন মরা কালো ডাইনোসরের সূর্য-তাবুর নিচে প্রসব ঘটনার মতো ভাবনার নাড়িভুড়ি কোলের মধ্যে চেপে লাইফবয় নিয়ে কারো জলে ভেসে থাকার মতোন পড়ে আছো, তুমি নাকি আবার জাগরণের আন্দেলনে গোপন ধোয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ো অচেনা বনের উঠোনে বিস্ফারক-রাতে? অঙ্কটার সমাধান তুমিই তো বলে দিয়েছো; হ্যা আমি এ্যাতোটাই অসুস্থ, তাই নিরাময় খুজি জীবন্ত পদক্ষেপ ভরা ফায়ারবক্সে। আমার প্রেমিক ভাবে তার ভুলে যাওয়ার কারণেই পৃথিবীতে যাবতীয় ক্যাওয়ায বাধে। কিন্তু আমার অসুখ আমার চেয়েও পুরনো। সমুদ্রে বাতাস আর রোদের মিক্সচারের মতো স্রোতের ঘূর্ণিতে অবিরাম কাল ধরে নিচে পড়ছে, কোথায় নিচ—তা জানে না।

জটিলতার চোরাবালির সিড়িতে যতো যতো মৃত্যু ঘটে, সবই কি তোমার কারণে সম্পন্ন হয়েছে? তা ঠিক হয়তো না, তবে আমারও তো মৃত্যু হয় অন্যের দ্বারা বহুবার সুদূর শৈশব হতে। বৃক্ষের সহজাত ডালপালার মতোই আমার হাতে চলে এসেছে বর্শা কিম্বা টানটান তীর-ধনুক। আমার শরীরকে আমি এভাবেই দেখি, যেভাবে দ্যাখে নিজেকে আমার বন্ধু ক্যাকটাস।

আর আমাদের সংকুচিত পিতা-মাতা একে তাদের দূষিত জেনেটিকসের দোষ বলে ভাবে। শতজনের ভাবনার উপাদান হয়ে আমাদের অনুভূতির অতলে দরজা-জানালা বন্ধ। একটু বুঝিয়ে বলারও শক্তি নাই বিশ্বাস করো। তার চেয়ে আলোর পুকুরে বন্দী বেগুনি অক্টোপাস বা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের আত্মায় অস্থির কোনো গুহা বা সুন্দর একটা অপেক্ষারত মহাশূন্যযান—এসব নিয়ে নিজের মতোই তুমি ভাবো। তুমি প্রকাশে আসো।

আমি দৌড় দিলেই কি ভাঙা পা ভালো হয়ে যাবে, না কি পা-টা সেরে উঠলেই আমি একটা দৌড় দেবো ইথারে? এইবার তুমি বলো সূর্যমুখী!

Sonata

আড্ডা থেকে ফিরে একা হয়ে যাও তো খুব। যখন আয়নার সামনে দাড়ালে তখন প্রচুর রাত। তোমার তাবু জোছনা-বর্ষণের ঝাপটায় আগ্নেয়গিরির মতো নড়ে উঠছে। বাইরে বেরিয়ে দেখছো, আসলে অবস্থাটা কি? বাতাসেরা দলবদ্ধ সাদা প্রজাপতি হয়ে চোখের সামনে দিয়ে সমুদ্রে চলে গ্যালো। তোমার একচোখ ভাবলো একে—প্রেম, অন্য চোখ ধরে নিলো—ঝড়!

আয়না-প্রজাতি সেই শৈশব থেকে আমাকে দেখিয়েছে তো অনেকবার। আয়নাই আমার গর্ভডিম্ব, আয়নাই আমার কবর। পৃথিবীর সবকিছু ক্যামোন জানি ছ্যাড়াব্যাড়া হয়ে গ্যাছে। দর্শনের প্যাচালোতা, অতি আকর্ষণীয় কবিতা, যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে কারও ক্রাইসিস শোনা কিংবা মায়ের মশারিটা টাঙিয়ে দেয়ার মতো দায়িত্ব জলীয়বাষ্পে ঝাপসা চন্দ্রবেলুনের মতো শূন্যে ঝুলে আছে।

বাঘ, সিংহের উভয় কূলে জড়তা দেখে তুমি নেপথ্যে হাসো। এভাবে আরও নিস্পৃহ হতে শিখেছো। পাথর তো আগুনে জ্বালায় রাস্তার ঢালাইকাররা, প্রতিনিয়ত নিয়তির তুষার ঝড়ে আহা কোকো গাছ তুমি নেতিয়ে যাচ্ছো। আত্মহত্যার মই বেয়ে এভাবে কি কেউ ওঠে ঘুড়িটাকে ছোবে বলে? দুর্দমনীয় দুঃখীও সন্ধ্যায় রেস্তোরায় গেলে বানিয়ে বানিয়ে জোকস বলে।

এমন ক্ষতি আর হবে না!—তাই কিছুকাল নিষ্ক্রিয় থাকার অধিকার জন্মায় পোকাটার। পৃথিবীতে কী আবিষ্কার করার জন্য এমন ব্যথাজনকভাবে পা তুলে ছুটি? বরং শূন্যতার দুঃস্বপ্নই ভালো, তার সঙ্গে ভাসমান অরণ্যে অমার্জনীয় আত্মকথা বলার চেয়ে। এমন হতচ্ছাড়া জোটগুলো ভেঙে কীভাবে যে বায়বীয় হবো! আমি অসুস্থ, ওহ ছায়াপ্রপাত! আমাকে করুণা করো।

The fish is dead

তোমাদের নির্মোহ আমাকেও মোহছাড়া করে ছাড়লো। বায়বীয়তা থেকেই পৃথিবীতে এসেছিলাম, সুতরাং আমি তো শূন্য; এ কথা এ্যাতোবারের পরও মনে রাখো না ক্যানো? যাদের পৃথিবীতে জন্মাবার দক্ষতা নেই, তারা ক্যানো পৃথিবীতে ডানা খুলে দ্যায়? তারা ক্যানো বন্ধনের বিশ্রী সুতায় আত্মঘাতী মাকড়সা হয়?

এই শহরে কান্নার উদ্বাস্তু যতো ঝর্না আজ আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার সময় যাচ্ছে বিশুদ্ধ কর্পূরের মতো উড়ে। আজকে আর প্রত্যাশা করি না নন্দনের বার্তাবাহক বৃক্ষের কাছে কিচ্ছু। অপমান আমাকে পোড়ালো, আমি অপমানকে কাদালাম। আমি দ্যাখালাম, কারো কারো কাছে অনুভূতিহীনভাবে ক্রিয়াফলে হঠাৎ মাটি হয়ে যাওয়া যায়—

যে আমাকে কাগজ-কলম আবিষ্কার করে দিলো, সে কি পেলো? যারা চলে গ্যালো, তারা এখন কি রংধনুর মতো অর্ধবৃত্ত হয়ে গ্যালো মেঘের গ্যালারিতে? আমি একটু ঘু ঘু ঘুমাবো। আমি আমার ভিতরে নিজেকে নেই ভাববো। কিন্তু এটা একটা কষ্টকর করুণ কাজ বা ঘটনা। পাতাও নই, সূর্যও আমাকে আলো পেতে দেবে না।

আমি কোনো মানবিক কাজকর্ম বা নড়াচড়া আর করতেই পারি না। মানুষ কীভাবে কেটে যাওয়া হৃৎপিণ্ড চেপে ধরে র‍্যানডম কাজ করে! মানুষ কীভাবে ভুলে যায় খুব প্রিয় মুখ বা অনুতাপবোধে দেখে রাখা কোনো মৃত মুখ? আমাকে আরও অনেককিছু ধারণ করার জন্যে শূন্যযানে স্পেস বাড়াতে হবে।

কাদো তোমরা বৃষ্টিশলাকা। আমার আর রোদে রোদে হেটে বেড়াতে ভালো লাগে না। তোমাদের ফিরে না আসা আবার আমাকে পুনর্বাসিত করেছে কৃপাপ্রার্থী শৈশবে। এরপরে প্রাচীন বেলুনে চড়ে ভবিষ্যৎ শূন্যতার রাজবাড়িতে ভ্রমণে যাবো। আমার মৃত্যু হবে ঐতিহাসিকের বোধের বারোটা বাজিয়ে, তারই চোখের পিছনে।

Mystic zoo

আগুনে না পুড়েও আগুনে মাখামাখি হয়ে বসে থাকা যায় অগ্নিরঞ্জক পদার্থের মতো। আশ্চর্য! অভিষেকের আগুনে তোমার নগ্ন দেহ নাচের ভাস্কর্যের মতো দ্যাখায়। আগুনের মধ্যে থেকে অগ্নিরঞ্জকটা যদি হাত বাড়িয়ে তোমার কাছে এক কাপ চা চায়... ক্যামোন লাগবে তখন? সবই স্বাভাবিক। তুমিও কিন্তু প্রলোভনে পড়তে পারো, যেমন কোনো কোনো ক্লান্ত পোকা হাপরের একদম কাছে গিয়ে দাড়ায়। তারা জন হেনরিকেও হিপনোটাইজ করে নিয়ে আসতে পারে আত্মাহুতির বন্ধু হিসেবে।

নেকড়ে যেখানে বিশাল একটা খরগোশের অবশিষ্ট চর্বি-মাংস বরফ খুড়ে লুকিয়ে রেখেছিলো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ভেবে, একটা পান্ডা সেটা তুলে নিয়ে গ্যাছে এমনি এমনি। অনিশ্চিত ব্যাপারটাই নেকড়ের ভালো, নয়তো তো উদ্বাস্তু পরিবারের বাক্স-পেটরার পাহারাদার কুকুর সেজে যাত্রা করতে হতো তাদের সাথে! অস্তিত্বের মাছটাকে বাচিয়ে রাখতে হয় বহু বহু ভাবে...

দরজায় আরো গাঢ় খয়েরি রঙের তেলাপোকা; পেঙ্গুইন ভেবে ভুল করতে চাই আমি। শূন্যতা থেকে কিছুদূর পথ পার হলে অন্য একটা শূন্যতার স্টপেজ ।।।।।।।।।।।।।।।

কোনোদিন একটা ঢেউ নদী থেকে অনেকদূরে শিশির জড়ানো গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়বে। ছবির যে কোনো অংশই দ্যাখা, আসলে হচ্ছে পুরো ছবিটা দ্যাখার প্রস্তুতি; ঢং করে তবু যে ক্যানো হা-হুতাশ করো প্রতিদিনই!

যদি বায়ুতরঙ্গে মুখ গুজে দিয়ে রোদ বলে, আত্মদান করো—ছায়ারা বলবে, ভিতরে-বাইরে সবটাই তো আত্ম, তুমি কোন আত্মটাকে চাচ্ছো? কিন্তু রোদের দুটো হইলেই ভালো হয়।

এই শহরে মৃত্যুর আগে বৃষ্টি যদি পুরনো মেঘের দ্যাখা পেয়ে যায়, একটা গান শুনবেই সে অন্তিমে কাতর অভিব্যক্তি দেখিয়ে। ঘোড়ার মৃত্যু হলে ঘোড়ার স্বপ্ন তো আর ফুরিয়ে যায় না!

বিষাদের স্তর জমে গ্যাছে এই পৃথিবীটাতে পুরু হয়ে... যদিও দেখছো এসবই অর্কিড বা ঘাস...

আশেপাশে এ্যাতো কাচা শিকড় দেখলে সত্যিই ভীষণ অস্বস্তি লাগে।

৬
আচ্ছা, তাহলে সন্ধিই হোক ×××

পরিচিত পথ-ঘাটে হেটে হেটে তবু আজকে দূর-দর্শন হয় খুব। বর্ষায় ঘনানো সন্ধ্যা শীতের মতো লাগে। অচেনা কোনো সৌরপথে এ্যাতোদিনে পৌছে যাবার কথা, এখনও রয়েছি রোদের সাথে সাথে রং নিভে যাওয়া ফসলের আলপথে দাড়িয়ে। জীবন দ্রুত দিচ্ছে থাপ্পড়, তোমার ফসিলটা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। মাটির রং ছাই-কালার, অন্ধকার ঘন হলে ঝাউয়ের ঝিঝিম ঝিঝিম পাতার ফাকে একটুকরো তারকার স্ফটিক স্পষ্ট হলো; এই জিনিসটা শিয়রে রেখে কি আজ রাতে তোমার স্বপ্ন দ্যাখা শুরু হবে?

চরাচরের কাদাজলে বিশাল ড্রামের মতো একটা ভেক ডাকছে। তার পিঠে কাঠি মেরে এ ড্রাম বাজাচ্ছে কে? আমি (মৃত), আমরা (মৃত)।

অসম্পূর্ণতা বিষয়েও খুতখুত করা রোগ এখন সেরে গ্যাছে। ওইসব সম্পূর্ণতা একটা অনির্ধারিত বস্তু। শিকড়ের পায়ে হেটে হেটে বৃক্ষ তুমি ভ্রমণশীল হও—

এবার তোমার পার হবার হাতছানি এসে গ্যাছে। মন্বন্তরে যার বাদবাকি প্রিয়জনেরা মরে, সে কীভাবে প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার ইজেলে ক্যানভাস চাপিয়ে ছবি আকতে মগ্ন হয়ে পড়ে?

চূড়ান্ত রেসের দাগ কাটা ছকে তুমি উপুড় হলে একটা ফালতু গুলির আওয়াজ; তুমি শুধু একটা অন্ধ পাখি। কেউ তখন আসে না এটা সেটা বলে বিরক্ত করতে। আর যারা স্নেহের আইসক্রিম সম্প্রদান করে গ্যাছে চিরকাল উদার গরুর মতো, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে দ্যাখা হবে না ভেবে মেঘের মতো কষ্ট হয়।

শূন্যতার সীমানা ছাড়ার পরই আসলে প্রত্যেকের বয়স গোনা উচিৎ। তাহলে এমন আর কী বা বয়স! সবকিছু তো সতেজই থাকার কথা...

ধ্যাৎ আমি মনে হয় আয়নার উল্টোপাশ আগে দেখে ফেলছিলাম!

Sorry হওয়ার জন্য যখন পাশে কাউকেই পাচ্ছো না

তাড়নার নৈর্ব্যক্তিক গহ্বরে কিছু একটা কষ্টকর বিদারণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, যেহেতু তা ঘটবেই। যেহেতু, সব বিস্ফোরণই শীতল হবে কিছুটা সময় পরেই। নিকটতম দেয়ালগুলোর কাছে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করি, ইন্দ্রিয় না কি মমত্ব শক্তিশালী? অবশেষে বুঝতে পারি তারা ছুটে গ্যাছে দুটো পথে, যে পথদুটোতে আমিও সমান তালে পথচারী।

⟶ একটা কালচক্রও ঠিক মতো যাচ্ছে না!
⟵ যাওয়া না যাওয়ার আছে কি!
⟶ একটাও ঠিকমতো হয় নি!
⟵ হওয়া না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি!
⟶ স্টপ ইট!
⟵ ইউ শাট আপ!

প্রাণ! তুমি একটু তাড়াতাড়ি প্রাণী হয়ে ওঠো। শঙ্খ তো সমুদ্রের গান গায়, সমুদ্র ক্যানো শঙ্খের গান গাইতে পারবে না দ্বিধায়?

সমুদ্র আর নীল শঙ্খ, দুইজনকে তুমি দুইভাবে কিস কইরো। যেহেতু সমুদ্র শায়িত, এবং তুমি দণ্ডায়মান; তাই হাটু পেতে বসে আঙ্গুলে তার জল ছুয়ে কাজটা করতে পারো। আর শঙ্খ তো তোমাকে অনেক অনেক প্রতিচুম্বন করার ভাবনায় হয়ে উঠছে আরো প্রগাঢ়।

কিন্তু শঙ্খ আর সমুদ্র—কিছুতেই তাদের ডিসটিউন এড়াতে পারছে না। আমিও উদাস হয়ে সমাধান খোজার দায় থেকে বাতাসে বাতাসে সরে যাচ্ছি—তবু থেকে যায় কিছু করুণা।

খুব সকালবেলা একটা বন-কুকুর মুগ্ধ হয়ে তার জিভে শিশিরের ফোটা ক্যাচ ধরছে। কুকুর এবং শিশির বস্তুত আমি এবং অ্যাকোস্টিক প্রকৃতি।

একটা HB পেন্সিলে যদি মানুষকে কল্পনা করি, তাহলে আমি এর কালার-ঘনত্ব, কমনীয়তা কিংবা ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে মোটামুটি জানি। কিন্তু আসলে অনাবশ্যক হয়তো এই জানাজানি।

এখন চিৎকার করে পাপ স্বীকার করো সবাই মিলে, কেউ শুনতে পাবে না;
বৃষ্টিজনিত বধিরতা মুক্তি দেবে পারস্পরিক ব্যঙ্গ কিংবা ঘৃণা হতে—
যুদ্ধের গ্রহপৃষ্ঠে কেউই কম যায় নি প্রতিপক্ষ সাজতে, দ্যাখো আমার
পিঠেও তো তীর গেথে আছে! বিষতীরে ক্যামোন ঘুম পেয়ে যায়, তবু ঘুমন্ত শিশুদের
মতো স্বপ্নে নরকের নাগরিক হওয়ার অনুভূতিতে কেদে উঠি।
অথচ মানুষরাই তো শিশুদেরকে নিষ্পাপ আখ্যা দ্যায়। তারা ছবি একে
শিশুদের মাথায় আলোর জালিকা পরায়, হাসের ছানার মতো ডানা সংযুক্ত করে
দু'হাতের পাশে। তাহলে কি প্রাণমূলসহ শিল্প! তুমিও ভালোর সঙ্গে খারাপ মিলে আছো?
ঝড়ে আমার যমজ ভ্রাতা নক্ষত্রের কোণে পড়ে আছে, দেখছি শুধু তার সাদা জামা,
মাথাটাও নেই! ওঠো, বরং তার চেয়ে সহযোগে বাচি— মাটি থেকেই বৃক্ষের প্রবাহ।
যারা হিউমাস হয়ে গ্যাছে আমাদের নিস্পৃহতায়, তাদের জন্য একটু কাদি—অনেক কাদি।

মেঘলা দিনে অতি কষ্ট করে করা সালোক সংশ্লেষণ

শূন্যতার কথা ভাবতে ভাবতে তাও ভালো লাগে না। নঞর্থক এ্যাতো চকমকি পাথর উত্তেজনা-বৃক্ষের মতো তোমার ডালপালায় বয়ে আনবে আর কতো আলোড়ন? বিকেলে প্রায়ই মেঘ হচ্ছে, সকালে তো জানালা দিয়ে দেখি প্রধানত দুটো রং: ভীষণ সবুজ আর ভীষণ সোনালি।

বৃহত্তমকে তো পাই নি, ছোট ছোট প্রকৃতিকণাদের সঙ্গে বাচি। জন্মটা যে হয়েই গ্যাছে সাদামাটা উইপোকার ঢিবিতে! তাতেও অসুবিধা নেই। এখানে থেকেই দ্যাখা যায় বিশাল সিংহ, মাঝারি খরগোশ-সজারু-ইদুর বা ছোট্ট পিপড়েদের কীর্তিকল্প।

আমি সবাইকে নিয়ে ভাবলেও সবাই আছে যে যার শ্রমের আস্তাবলে। শ্রম ভুলিয়ে রাখে চিন্তার বর্ষণ হতে। হায়, আমার এ্যাতোদিনের জড়ো হওয়া হেটে চলা, ম্যারাথন দৌড় ও উদ্বিগ্ন ওড়াউড়ির পরিমাপ অনেকেই অস্বীকার করবে, বুঝবেও কেউ কেউ কেউ অবশ্য।

আসলে তেমন তো কিছু করি নি। আমার সংগ্রাম কোনো কোনো জলক্ষুদ্ধ প্রবালের চেয়ে হালকা, কোনো কোনো নৈরাজ্যকর অক্টোপাসের ফ্যাকাসে গাত্রবর্ণের চাইতে উজ্জ্বল। এখন মনে হয় মৃত্যুর খাল কেটে কুমির আনা যায়—আকস্মিক যে কোনো দুর্ঘটনাই যার যার মতো করে একধরনের পূর্ণাঙ্গ সাইজের প্রলয়।

সত্যিই এখন বৃষ্টি ভিজে ফিরে আসা পাখিটার মতো পালক ঝাড়ছি কিন্তু। পালক থেকে ঝরে পড়লো যেসব শিশিরের মার্বেল, তারা পরিণত হলো অসংখ্য রেশমকীটে। এবং ডানা ভরা স্বপ্ন-সতেজ রং দিয়ে পূরণ করছে আমার পাণ্ডুর আত্মায় রঙের চিকিৎসা।

আজও শিশুদের রাস্তায় ক্রিকেট বা কিতকিত খেলার ইচ্ছা। ওদেরকে ইতিহাসের বিবর্ণ নথিপত্র বহন করতে হচ্ছে না এখন পর্যন্ত। সব শৈশবই সবচেয়ে পছন্দ করে খেলাধুলা—

অনেকগুলো অহঙ্কারী প্রেমের আক্রমণ আমাকে দেখে যেতে হয়েছে সভ্যতার হাটে-ঘাটে বসে থেকে, যারা ছিলো বাইসনের মতো। নির্জনে অপহরণ করে নিয়েছে তোমার সময়ের ক্ষত, তখন খুশি ছিলে। পরে ফিরিয়ে দিয়েছে আজিব কিছু কঙ্কাল থেকে কেটে পাওয়া রক্ত, তখন তো হতভম্ব! এইগুলো নিয়ে ভাবতে চাই না আপাতত।

শিশুদের পায়ে পায়ে পিষ্ট ঐ খেলার মাঠটা আর রেশমি পোকারা আমাকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছে। করুক। তারিখহীন কবে যে সেই জাদুর বৈঠাটা হারিয়ে ফেললাম ঝর্নায় মাছ দেখতে গিয়ে! শিশু হয়েও তখন ঢুকে পড়েছিলাম প্রাপ্ত-বয়স্কদের ধোয়াটে পাহাড়ী অঞ্চলে।

আমি এখন থেকে সব সদর্থক কথা বলবো।

কাটাকুটির খরগোশ

নো ছায়া, নো জল ....
মরুভূমিতে বৃথাই তোমার দৌড়, ইদুর!

প্রতি বৃক্ষেরই আছে ক্ষিদে পেলে নিজেদের ছায়াটুকু
নিজে নিজে শুষে নেবার অধিকার... সূর্যটার ঐ আলোর
ডানা বানাবার সড়কে তুমিও কট হয়েছো অন্ধত্বমড়কে,
শিশুরা কালো চশমা চোখে সূর্যগ্রহণ দেখছে!

ঝিম জ্যোৎস্না আর সামুদ্রিক ফসফরাস আর ঝড় আর আগ্নেয়গিরির আগুনের হাত বা ক্ষুব্ধতা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া একটা রাত—
এই বন্ধুগুলোই আমার মনখারাপ হলে তামাকের আসর সাজিয়ে বসেছে সামাজিক ডিকশনারি ছিড়ে ছোবা পোড়াতে পোড়াতে...

পরবর্তী জন্মে আর একটু ভালো জিনিস: বৃষ্টি ভেজা ইনোসেন্ট র‍্যাবিট...

আহা গ্লাভস বানানো হবে বলে তুলোর কারখানার লোকজন
এসে তুলে নেয়, চামড়াসহ তোমার রক্তপ্রবাহে কম্পোজিশনের বিশাল বর্ণিল অপচয়...
বনে চড়ুইভাতি এবং ভ্রমণ করতে যে বাফেলো সোলজাররা
এসেছে, তারা ঠিকঠাক ভালোমানুষ মানুষের যত ব্যাপার-স্যাপারে,
কিন্তু তুমি নিছকই একটা প্রাণী যে!

পূর্ববর্তী জন্মে আর একটু ছোট্ট জিনিস: টম অ্যান্ড জেরী'র পুচকে ইদুর...

এখনও সাদা চেরী ফুলের মতো সারা গায়ে ফুটে থাকা রোমে নক্ষত্রের আভা মাখিয়ে আতসকাচ যদি ধরো, দেখবে ধূমধামে
কৈবর্তপল্লীর মতো বংশবিস্তার ঘটিয়ে চলেছে প্রচলিত শব্দ ও গল্পের ফ্যাক্টরি।

স্রোত থেকে ছিড়ে ভাসমান নৌকাটাকে শূন্যের হাইওয়েতে কীভাবে যে যুক্ত করি!

টেরাকোটার পৃষ্ঠা জুড়ে অসীম কাটাকুটি, যেন জাল...
হ্যা সাদা খরগোশ! তুই এখন তোর চোখের চেয়েও অনেকটা লাল!

অতীতের DADA

DADA as ADDA

AD: এ্যাতো কিছুতে তোমার এ্যাতো আসে যায় ক্যান?
DA: কারণ আমিই সর্বোচ্চ নিস্পৃহ, ম্যান!

DADA as DDAA

DD: যদি একঘেয়েমিও হয়ে যায় একঘেয়ে!
AA: তাইলে সেই ফাকে অবশ্যই একটা দৌড় দেবে।

DADA as ADAD

AD: সিরিয়াসলি, আমি একটা কথা বলতে চাই।
AD: তাত! কিচ্ছু তো বলার নাই—

DADA as DAAD

DA: ওহ শীট! অপেক্ষা করতে করতে এখন বিরক্ত লাগে!
AD: কে তোমারে অপেক্ষা করতে কইছে?

DADA as DADA

DA: প্রত্যেকটা শব্দের মাথার মধ্যে উষ্ণতায় লাল হচ্ছে বিপরীত শব্দের বিবর্ণ বৃশ্চিক; শব্দার্থের পেটের মধ্যে ডেজার্ট ডেজার্ট বিপরীত অর্থের পিনিক। সবকিছু মিলে বিষয়টা জটিল এবং স্বাধীন।
DA: তাইলে সবই বোগাস যা যা গ্যাজাইছি এ্যাতোদিন?

DADA as AADD

AA: একটা ফালতু আর একটা যা তা আমাকে জন্ম দিয়েছে বলে আমি এ্যাতো ভালোমানুষ।
DD: ভালোমানুষ আর অভালোমানুষে পার্থক্য নেই।

Already the bread is rotten by fungus

I live in tears. I live on ghash. Tears live into the sky, I wanna say chears to your dead ego— When there is nothing surrounding me, except a flamingo!

ঘাসের নরকেই আমি সর্বস্বান্ত হতে চাই শেষ নিঃশ্বাস ফেলা ঘাসফড়িংটার মতো। হঠাৎ আকাশে রংধনুর ছায়া-সড়ক! লোনলিনেস তার হাতের মুঠোয় বাইসনের ধারালো হালকা শিং, বুমেরাঙের মতো ছুটে বেরিয়ে গ্যালো অসীম নিচু এবং অসীম উচু ল্যান্ডস্কেপে। ওভারকাম করার পর কে আর অন্ধকার সুড়ঙ্গে চলাফেরার জন্যে জ্যোৎস্নার কাছে পাহাড়ী বালকের মতো কন্টেইনার নিয়ে যাবে!

তুমি তো বোঝ নাই পৃথিবী, পাপস্খলনের জন্য আমরা উদগ্রীব বলেই তোমাকে এ্যাতো করে খুজি। ফড়িং ছিলাম তো, তাই রোদ পলাতক হলেও যেসব বস্তুতে বস্তুতে শুষে থাকার ফলে রোদ্দুর জমা আছে সেগুলো ঠিকই চিনতে পারি। অন্বেষণ করেও তোমায় আবার অবহেলা ছুড়ে দিই। কি হবে বলো তো?

চতুষ্পদেরাও আমাদের ছানাপোনার মতো, ছানাপোনাদের কাছে বন্ধুর মতো। হলুদ বন্যায় লোপ পেয়েছে টোটাল প্রাণী ও বৃক্ষবংশের অনেক অংশ। কষ্টের ঝর্নার পাশে দাড়ালে নিজস্ব সমস্যার ধোয়া ভ্যানিশ হয়ে লক্ষ লক্ষ গাছপালার বন্যাজলে ডুবে থাকার শীত-পিয়ন এসে তোমাকেও শীতল করতে চায়। তখন ভাবো, কাল্পনিক অনুভূতির বাদুড়গুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে জানালা বন্ধ করে ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে পড়াই ভালো।

সহনযোগ্য হলে একদিন আগুনকে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই উৎসর্গ করে দেবো। কেননা, পৃথিবীতে একমাত্র মাথায় আগুনের বেল্ট পরা শ্রমিকদের কাছেই আমি স্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিলাম। অবশেষে ধীরে ধীরে বয়ে যাবো তুষার স্রোতে কৃষ্ণকণা পিপড়েদের মতো, তাতেই একদিন স্পেস পাবো সূর্যাস্তের দ্বীপে।

Again a broken skull on my hand! বিভাজিত হওয়ার পর আবারও একঘেয়ে গ্রহে কনসার্ট শেষ হওয়া পথে একই ছাতা নিয়ে বৃষ্টিতে মিলেমিশে হেটে যাওয়ার স্বপ্ন আমাকে ডিসটার্ব করছে।

জলোচ্ছ্বাস নিজেই একটা অক্টোপাস

সমুদ্র গলাধঃকরণের কাজ সেরে অতঃপর যে মেগা হর্সফিস চোয়াল হা করে আবার সাদা বাবল-জল তীরে দাড়ানো অসংখ্য বিন্দুমানবদের মধ্যে ছুড়ে দ্যায় ম্যাজিক দেখিয়ে, সে এখন আমার ঘরের ছাদে। বৃষ্টির রং দেখে টের পেয়েছি সেই সমুদ্রের জল! স্বপ্নে বহুবার কান্নাকাটার পরে ডানাওয়ালা ফিস অচেনা দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে বেড়াতে এসেছে আমার শহরে—

ঝর্নার নীরব কোনো ছায়া-অংশে বন্য পানকৌড়ির মতো ভেসে থেকেছিলো যুগ যুগ। শুধু মাঝে মাঝে মস্তিষ্ক গোলমাল করে দেয়া পৃথিবীর অহম ও দ্বন্দ্বের বিস্ফোরণের ধোয়া নিভিয়ে ফেলতে শিশিরধারা বিতরণকারী হিসেবে সে আসে।

তুমি শুধু নেশার যোগান যোগাড় করে দেয়ার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ তোমারই কাছে, কিংবা পিপড়ে-হৃদয়ের সহায্যে সারি সারি হেটে চলা পিপড়েদের মধ্যে তুমি কি বাছতে পারো কোন পিপড়ের দেহাকৃতি নিয়ে তুমি আছো? চূড়ান্ত প্রলয়ের ভূমি-ফাটল তোমাদের পায়ের আঙ্গুলের কাছে এসে পড়ার আগেই তখন জেনে যাবে, কাহাকে বলে সাম্য—প্রত্যেকের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করা।

এসব বুঝি বলেই আমি ব্রেভ-হার্ট। তাই বিচ্ছিন্নতা ও মহাসাগরের আদেশ-নির্দেশ ফেলে রেখে অভিমান সত্ত্বেও আমিই চলে আসি অনুশোচিত ঝড়ের সাথে হাত মেলাতে। কিন্তু ব্যবহৃত নক্ষত্রের অভ্যাসদোষ পেয়েছে আমাকে; পৃথিবী! তোর রূঢ়তা কিছুতেই ভুলতে পারি না—

অকারণে পাহাড়ের কোণে বসে বসে কাটিয়ে দিলাম তো বেশ কয়েকটা বিগ-ব্যাং। আমার অনেক অনেক অনেক বয়স। কিছু শূন্যতা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে অতিদ্রুত ইথারে মিলিয়ে যেতে হবে এখন। তোমরা আমাকে মহান ভেবে বসার ফলে চোখ থেকে যে রোদ্দুর ছলকে পড়ে, তা যেন কখনো স্পর্শ না করে!

গ্রেট শূন্যতাই ধীরে ধীরে আমার সব পুরনো সিম্পটম ফিরিয়ে আনছে।

Fungus is dangerous

বিদায় সমুদ্রপাখি! অনেক মেঘগর্জনের পর এখন সূর্যের নিয়মিত রোদ। কঙ্কাল হলেও আমি এক সুস্থ কঙ্কাল; কারখানায় ফিরে যেতে হবে। ঝড়োবাতাস আর সমুদ্রের গভীর চিৎকারের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে তোমার যে অন্যরকম গান, তার বনপথে আমি একটু কান খাড়া করে হাটছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে গ্যালাম যে! হয়তো তুমি কোমল ছিলে, আর আমিই আমাকে কঠিন একটা শাস্তি দিলাম—

তারপর তো মৃত। বিপদে পড়লে আমরা শিকড়ে ফিরে যাই, পলাতক প্রাণীটা অ্যামিবা। তার গ্রীবার চারপাশে যে আত্মরক্ষাকারী সিস্ট, তাই ই শূন্যতা। তোমার প্রয়োজন আছে? দিই একটা?

আমি বনকে ভালবাসি। বনে ঝাড় ঝাড় ফাঙ্গাস। অহেতুক—

ভাবনা করো না—আজ রাতে এই কংক্রিট ভাংচুর বা ভেদবমি, সামান্যই এক দুর্ঘটনা। ডানা লাগিয়ে স্কী করে এসে কাল সকালেই সব করে দেবো ঠিকঠাক। আমার হাতের তৎপরতার নাম—নিবিড় নদী!

কিন্তু একটা হালকা পীড়ন থেকেই যায়। কিনেছিলাম ক্যামেল কালার, কয়েক শিট কার্টিজ আর এক পিস অদ্ভুত আয়না... সেবাপরায়ণ হতে গিয়ে এই দিকটা তো পস্তালাম!

আমি এক কদাকার এবং সার্বক্ষণিক সুন্দর পোকা। জোনাকির চেয়েও আমার প্রজাতির ফসফরাসের পরিমাণ ৭৮.৮৩ পার্সেন্ট বেশি। অথচ পৃথিবীর রোগ-জীবাণুবাহী এরিয়েল ফাঙ্গাসের ছদ্মবেশে কানকথা ছড়ালো প্রতিটা গ্রহের আশেপাশে। ব্যাস, দূষিত হয়ে গ্যালাম—

তারপর থেকে হয়ে গেছি গাধা। পিতামহীর স্থূল দেহের মতো সব শব বয়ে বেড়াই শেষকৃত্যের একটা মাঠ খুজে পাবো বলে। বহুবার চক্কর খেয়ে বুঝেছি, সব পথই সার্কেল-পথ।

এই পথে অনেক ইজমের প্রাণী ছাতা মাথায় দিয়ে মুখ ঢেকে কাছে এসেছিলো। আমার স্বাভাবিক বিনয়ের বাচনভঙ্গীকে তারা তাদের দর্শনের সমর্থন ধরে নিলো। অতঃপর টানাটানি এবং আমার অস্বস্তি... কীভাবে কীভাবে যেন পরে মুক্ত হয়ে গেছি।

একা একা ভাবি, আমি তো আসলে দ্রোহী। তবু কারো সাথেই ক্যানো দ্রোহ দ্যাখাতে পারলাম না? এ্যাতো ভালো হইতে আমারে কে যে কইছিলো!

এমনকি ক্ষমা করে দিই সমস্ত সম্ভাবনা-হন্তারক ফাঙ্গাসকেও।

A power follows me

খুব প্রেম দিয়ে শব্দদের ছুয়ে দেওয়া—তাতেই ঘটে যায় অনেককিছু। তোমার কোনো পূর্ব-প্রার্থনার দরকার নেই। কারণ তুমি নিজেই একটা আনন্দমাছ, জলে ভেসে উঠতে জানো। তোমার খাতা-কলমের কাজ নকশীকাথা সেলাইয়ের মতো রঙিন। একটুও কম নয় টিউনিং-এর চেয়ে।

গভীর রাতে বৃষ্টিতে হাটতে হাটতে সে হাটছে তোমার পাশে। প্রতি ভোরে ডাকছে তোমায় বনের ছায়ায় ঘুম থেকে তুলে নদীর কাছে যেতে। ওপাশে ছায়া ছায়া পাহাড়, কুয়াশায় ছাওয়া, পথের ঘাসগুলো খুবই ঠান্ডা। পরিবেশ নীরব। কিংবা আকস্মিক দাবানলে দৌড়ে পালানোর সময় আগুন থেকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে তোমায় কয়েক ফিট দূরে, যেন সামান্যও ঝলসে না যাও। এখন এ-ই তোমাকে সঙ্গ দেবে পৃথিবীর রুমে বাকিটা বছর।

ছোটখাটো একটা অতি ছায়ালো বন। পৃথিবীর নাড়ি থেকে তোমার নাড়ি কাটা হয়ে যাওয়ার পর এ বনে তোমার সর্বশেষ বন্ধুগণ এবং বিষণ্ন নির্বাসন। নেশাবৃক্ষ লাগিয়েছো সেখানে গোপনে ম্যালাগুলোন।

আর আমি তো ভালবাসি প্রতিরাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। তাতে স্বপ্নগুলো দ্যাখা যায় স্বচ্ছতায় স্পষ্টভাবে।

It's a zero point. I feel the best feelings—
I can forget the drama of human-beings.

রোদেই ঝোপঝাড়গুলোকে বেশি মানায়। আমরাও তেমনি সেরে উঠি প্রত্যাঘাতের ব্যথা ধীরে ধীরে কমছে টের পেয়ে। পায়ের ব্যথা পুরোটা না সারতেই শিশুরা উঠে আবার দো-দো-দৌড়—

অথচ মাঝে মাঝে ভীষণ নীল ঝড়ের পতঙ্গরা মৌমাছি-মানবের মতো ছেয়ে ফ্যালে তোমাকেও। তখন দেখতে অনেকটা সিংহ হয়ে উঠেছো। তোমার আত্মগোপনে আমার প্রেমিকসুলভ জেলাসিতে স্বস্তির সংকীর্ণতা—

না কি অভিমান করেছো পৃথিবীর কাছে অকারণে বারবার কান্নার বাষ্প সমুদ্র থেকে ছড়িয়েছো মেঘের নিচে?

আর সময়ের পার্থক্যগুলো জোড়াতাড়া লেগে আছে একটা আরেকটার সাথে। খারাপ আবহাওয়ায় পরমাণুগুলো আঠালো হয়ে উঠেছে। আসলে সবটাই তোমার কান্নায় ভিজে এমন পচনশীল—

এই শহরে একটা হরিণ কঠিন আধারে এদিকে-সেদিকে হাটাচলা করে। তার হৃৎপিণ্ডে ফ্যাকাসে গীটারের স্ট্রিং সেট করা আছে, তার চোখে জন্মান্ধ হেজিটেশনের ক্রেজি সাহস।

সবমিলে প্রাণীটা একদম মায়াবী। The deer follows me.

Riding on Planet Saturn

নীল বেলুনে চড়ে বেড়িয়ে এলাম সমুদ্রের এপার-ওপার। দু'পাশেই ব্যস্ততা লোকেদের এবং যানবাহনের, বাতাসের চেয়েও দ্রুত উড়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে ডানা ভাঙার। আমি এবং শূন্যতা ফেরির ওপরটাতে ছিলাম। শূন্যতা খুব গ্যাজাচ্ছিলো আর আমি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ছুড়ে দিচ্ছিলাম প্রবল স্রোতে। আশেপাশে ডিংগি নৌকাগুলো ক্যামোন যেন ঝিমায় ঘুমন্ত পাখির মতো। কিছু দূরে একটা মোহনায় অবিরাম তারা খসে পড়ছিলো বিশাল বিশাল জল-বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। জল ক্রমাগত কালো হয়ে আসছিলো। তাতে আমাদের কী!

আমার ইচ্ছে করছিলো ঝড় যেমন পালিয়ে যাওয়া মেঘের দলে পিছন থেকে কোনো কোনোটাকে লেজ ধরে নিচে ফেলে দ্যায়, তেমনি এ্যাতো ভালো বন্ধুটাকেও হঠাৎ ধাক্কা মেরে জল-বিচ্ছুরণ দেখি। ও ও যদি আমার সম্পর্কে এ রকম ভেবে থাকে তাহলে আমাদের মারামারি চলবে অনন্তকাল—

ধোয়াশায় অসাড় চরাচর। হঠাৎ দৌড়ে ব্রীজের হাতলের উপর কয়েকবার কষে মাথা ফাটিয়ে দেখি, কোষগুলো প্রায় নির্লিপ্ত! শূন্যতা বললো, চলো আমরা প্রচণ্ড এক ঢেউ দেখে ঝাপিয়ে পড়ি, তারপর সাতরে তীরে এসে উঠবো। কিন্তু কোনো প্রকার লাফ-ঝাপ দেয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই—

এদিকে আমাদের শহরে সাম্রাজ্যের মেলা বা বাজার। বাশের গ্রন্থির মতো প্রতিটা অলিগলি বা মেইনরোডের হাটুতে ঘুমের ইঞ্জিন চরকির মতো ঘুরছে। পড়তে পড়তে পুরনো হয়ে যাওয়া একটা চিপা লাইব্রেরি ছেড়ে এসেছি, যেকোনো মুহূর্তে সুইসাইড হয়ে যাবে ভেবে হাস্যকর ভয় পেয়ে। দূষিত কিংবা বিশুদ্ধ যা ই হোক না ক্যানো, ক্লান্ত মনোজগৎ নিয়ে আবার লাইব্রেরির ঘুপচিতে গিয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। পাশেই মহান কোনো উপকারী বসে বসে যদি একটু ম্যান্ডোলিন বাজাতো!

জেগে উঠে তোমাদের সব মহাজ্ঞানী শ্লোক মুখস্ত করতে রাজি আছি—আগে এখন ছাড়ো তো!

আলো, আরও আলো পাতাদের স্তবক ঘন করে তোলে, আর ব্লাস্ট হয়ে যায় আমার ইন্দ্রিয়হীন রঙের ডিব্বা। একটা পরিবর্তনকে শিকার করে ফেলবো বলো তো কোন জঙ্গলটায়?

রংগুলো ছিটকে পড়লেও অদ্ভুত একটা কম্পোজিশন দাড়িয়ে যায়। কিন্তু রাজনীতির মোহময় বক্সের মধ্যে কঠিন করে ঠাসা আছে গুড়ো-বারুদ, তার উপরে একটা ঈগল তামাকভরা স্টিক টানছে।

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো টেলিপ্যাথিই আর কাজ করছে না। ধুস...!

Songs, along the view of a miracle-bird

প্রচ্ছন্ন এক পৃথিবীতে বাস করি। অবিরাম ধোয়ার ছোটাছুটি বাতাসের চেয়েও বেশি। বিরক্তিকর ধোয়ায় আমরা এ্যাতো উদাস হয়ে গেছি! ধোয়ার প্রপাতে ভেসে ভেসে ভরহীন হাওয়াইমিঠাইয়ের মতো সব কাজই সেরে নিচ্ছি। এই গ্যাসপল্যুশনে অসংখ্যজন প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য তো মরেই গ্যাছে—

শৈবাল সাগরের সেই দ্বীপপুঞ্জে জলপাই বনের ঠান্ডা ছায়াগহ্বরে আমরা সময়ের চেনা পথ হারিয়ে ফেলেছি। কেননা, ইউনিভার্সাল দুর্ঘটনায় এখানেই কয়েকজন পতিত হয়েছিলাম ভাঙাচুরো ডানা নিয়ে, সাথে কয়লা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো চকচকে যানটার খণ্ড খণ্ড টুকরো।

যুদ্ধের নীল ড্রাগন আর পলিটিক্যাল রোবটের উন্মাদ কার্যকলাপের চাপে আমরা চিন্তাশীল হয়ে গেছি। তাই পুরনো টিপিকালিটি কঠিনভাবে বাদ দিয়ে চলছি। এ পুরনো জিনিসপত্রের বিশাল উত্তপ্ত শ্মশানে হারিয়েছি এমন কিছু, যা এখন ভীষণ দরকার—

মুক্ত ঘুড়িও হওয়া আমার হলো না। আকাশ সেভাবে এক্সসেপ্ট করলো না। বনবিভাগের প্রদর্শনীর মডেল কুমিরের মতো ফিরে যাই হীনমন্য বিষাদে আর অপমিস্টিক আত্মঘৃণায়।

ছোটবেলার মতো পাতা দিয়ে পাখির বাসা বুনে ঝুলিয়েছি কোনো কোনো বনগাছে। শ্যামল পাতারা আমাকে কমেডিয়ান জাদুকরের মতো কি একটুও মজা দ্যাখাবে না?

প্রতি নেটওয়ার্কে মেলে দিয়েছি তারসহ বাল্বের মতো ব্যাঘ্র-চোখ, খুব খুজছি ক্র্যাকধরা বিপন্নতা। ভালোত্ব এবং প্রকৃতিতে কেউ যেন আমার প্রতি না করে অভিযোগ এমন স্বস্তিদায়ক অবস্থাকে মাটির নিচে হিম অগোচরে পচিয়ে ফেলতে চাই। আমি চাই ডাইমেনশন, আমি চাই হত্যা এবং মমতার অ্যানিমেশন—

ঘন বৃষ্টির তাবু হাতে কোরিওগ্রাফিক ভঙ্গিতে রাস্তায় ভিজছে একটা বস্ত্রহীন পাগল—দেয়ালের ওপাশে মাথা নিচু করে প্রচুর সবুজ ডানা ভিজিয়ে দাড়িয়ে আছে ঝোপগুলো। মাটিতে বৈঠা ফেলে ঐ চলে যাচ্ছে বৃষ্টি-নৌকাটা।

একটা বিস্ফোরিত কৃষ্ণগহ্বরের পাশে মরে পড়ে আছে বেশ কিছু নক্ষত্র আর অক্টোপাস। মৃত্যু তো পরাজয় ভোলার জন্য সামান্য বিশ্রাম, তারপর আবার সমুদ্রচিলের মতো ঝড় আর ঝাপসা ঢেউয়ের দিকে উড়ে চলা—

আমি একটা মৃত্যুমুখী শিশির-পাখি; একটু পরে চাদের হলুদ মোমে জলীয়বাষ্প হয়ে মিশবো তার আলোতে। সর্বশেষে ঘাসের উপর শুয়ে থাকতে চাই কিংবা চাই কথাহীন শ্লোগান—

ধীরে ধীরে আমার অস্তিত্ব ব্যাপক বেড়ে যাচ্ছে, প্রস্তর আকৃতি পাচ্ছি! আমি সত্যি ভীষণ ভালবাসি এই পৃথিবী। চারপাশে যেসব কীটপতঙ্গ আছে সবাই যেন মনীষী মনীষী।

চ
Forever friend

সময়ের ধারা কালো-ঠান্ডা স্রোত হয়ে বহুদূরের একটা জলপ্রপাতে যাচ্ছে বয়ে। সেখানে সূর্যটা অনেক নিভু নিভু। সাদা বা ধূসর পাথরে নদীর দু'কূল হয়ে আছে উচু। লোক চলাচল এদিকে প্রায় হয়ই না। সময় হারানোর ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

On a bed
I'm dead)))
সমস্যা হলো নির্বাণেও শান্তি পাওয়া যাচ্ছে না!

অমরতা একটা পচা জিনিস!

তারা চেয়ে আগুন জ্বেলে আগুনের দিকে তাকায়ে থাকি গে। আমার অন্ধত্বের ভিতরে আকৃতিহীন শিখা নৌকা চালিয়ে যায়। আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাই পৃথিবীর সমস্ত শব্দকুহক ধারণ করতে। আগুনের সাথে কথা বলতে চাই ঝড়ের শব্দ পেয়ে। আগুন আমাকে আলোও দ্যায় বিস্ফোরণে আমার মাথা ছিটকে কোনো ছুটন্ত তারকার মতো উড়ে গেলে—

আমার কাছে প্রলেতারিয়েত শুধু বঞ্চিত মানব পুত্র-কন্যাগণই না। গাছ থেকে শুরু করে পোকামাকড়, বন্যপ্রাণী এবং চিড়িয়াখানায় বন্দী আমার বন্ধুরাও। এইসব হাবিজাবি ভেবে নেশাগ্রস্ত হই, ঘৃণা করি, মমতা বোধ করি, আত্মপ্রেমে কাদি...

পাপ-পুণ্যের অতি সহজ বিভাজনে ফাদে আটকে আমাদের আত্মার পাখি দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অবিরাম ছুটতে ছুটতে পাখিটা এখন হরিণে রূপান্তরিত হইছে। তোমাদের যার যার পোর্ট্রেটের পাশে খেয়াল করো, অসংখ্য মিনিয়েচার হরিণ ছুটে বেড়াচ্ছে কিংবা এগুলো শুধুই হরিণরেখা।

তোমাকে মেনে নিতে হবে তোমার পা বৃষ্টিতে পাহাড় চলতে গিয়ে স্লিপ খেয়ে ভেঙে গ্যাছে। অতএব আবারও শরণাপন্ন হও আগুনের কক্ষে, বলো তোমার পাখির ডানাই এ মুহূর্তে দরকার। পাখিরা কখনো কাছের গন্তব্যের কথা ভাবে না। মাটিতে পচনের আগ্রাসনের হা-মুখ থেকে তোমার কঙ্কালটাকে বাচাতে এক্ষুণি ওটা নিয়ে ছায়াপথে লাফিয়ে পড়ো, তারপর যে দিকে খুশি দৌড় মারো। পুতুল কোলে কিডদের মতো তুমিই প্রকৃত সরল।

বিদায় নিয়ে বন্ধুরা যায় বাইসাইকেল চালিয়ে। তোমার বাইসাইকেলটা হারানোর পর থেকে তোমাকে অনেক বেশি হাটতে হচ্ছে। ফলে সভ্য শহরবাসী অনেকক্ষণ ধরে টিজ করার সুযোগ পাচ্ছে।

আর কোনো প্রতিক্রিয়া নয়, আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্ধ রংধনু তুমি পথে ভাসো—

ধ্বংস হয়ে যাক কম্পোজিশন.....

মানুষ কী করে মহান হয় ????

কিন্তু সূর্যগ্রহণের মতো ছায়া করে আছে মেঘ। হয়তো এমন ঝুম বৃষ্টিতে গাছেদের কষ্ট হচ্ছে, তবু বৃষ্টি হলে আমার তো মন ভালো হয়ে যায়।

যখন তুমি শূন্য ...
তখন তুমি অনেককিছু।

কোনো আত্মপীড়ন নাই! ....

ধোয়ার একটা সেতু,
তাতে হাটছে ধূমকেতু।

আমার ইন্দ্রজাল আমার বেড়ে ওঠার পক্ষে সত্যি;
কিন্তু তোমাকে সে কন্টাক্ট করতে পারে না, তুমি অন্য ব্যক্তি।

আমরা যেমন বিশাল মাছের ফ্রাই ভোজনে মাতি,
কোনো বাঘ-সিংহ আমাদের খেয়ে গেলে
আত্মপীড়নটা কমতো।

আজকাল আমি ভিক্ষুকদের গান লিপিবদ্ধ করছি।

যার কিছু নাই, তার আছে **ego?**

চারপাশে এ্যাতো অন্ধকার! বাতাস তো বয়েই যায়—ন্যাচারাল বাতাস।

চিরকাল দোষীরাই নির্দোষীদের ব্যঙ্গ করে!

Rhythmless

এক ঘোর মেঘ থমকে থাকে জানালার কাছে। মেঘের প্রেক্ষাপটে পাতাদের স্তূপ আরও শ্যামল হয়ে ওঠে। ভিতরে কিছুটা জ্বর নিয়ে তুমি ঐ মেঘে চড়ে বেড়িয়ে আসতে পারো পাতাভরা মহাশূন্যে—বাতাসে—

আমার তো এখনও জন্মই হয় নি। অথচ পৃথিবীর অসহ্য শিকলগুলোতে এখন টানটান হাতির মতোন মুষড়ে উঠেছে আন্দোলন। করুণ একজোড়া স্যান্ডেল পায়ে গাছতলা দিয়ে হেটে হেটে পিপড়ের মতো অগ্নিকুন্ডের গভীরতার দিকে যাই। আশ্চর্য! আমি কি দ্রবীভূত বরফের জলাশয়ে জেদী একটা নৌকা চালাই?

অন্ধকারের হার্ড-মেটাল বেজে ওঠে মাঝে মাঝে। শাটার টানা নরকের একটা রুমে বিনয়বশত তুমি চুপ করে আছো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্ছা যাবে ভেবে সহনশীলতার স্পেস আরও উদারভাবে উন্মুক্ত করেছো। তোমার একটা বন্ধু পেন্সিল ঠেসে ক্র্যাকচূর্ণ নদীর পাশে গীটারদের পদযাত্রা আকছে। অন্য একজন ড্রাম পিটিয়ে তোমাদের এবং তার নিজের হার্টে বিস্ফোরণ ঘটাতে চাচ্ছে। কিংবা পতঙ্গের মতো পুরনো বৃক্ষের ডাল খসে ঝরে যাওয়া বা ভূমিকম্পের কফিনে বিশাল হলুদ ছত্রাকের পুনরুত্থান—কিছুই সে ভাবছে না, ওর মনস্তত্ত্বটাই রয়েছে ঐ পর্যায়ে।

শূন্যতার চুড়ি পরে হাটাহাটি করছে বায়ুমণ্ডল। আমার সময়গুলো ভালো, মন্দ কোনো দিকেই টলছে না। এই শহরের লোকজন সন্ধ্যায় সাদা বা কোনো একটা হালকা রঙের গাউন পরে পোষা কুকুর হাতে পার্কের পথে ঘুরে বেড়ায়। অকস্মাৎ লোডশেডিং-এ এ্যাকে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া এড়াতে তারা অন্য হাতে রাখে আলোর সরলতাগামী একটা টর্চ।

আর সূর্যালোকে কাউকেই তুমি খুজে পাও না। কেউ তাদের ভ্যানিশ করে, না কি তারা নিজেরাই ভ্যানিশ হয়? এই, তুমি ও কি ঢুকে পড়েছো কোনো জাদুকর দৈত্যের কল-কারখানাবেষ্টিত গ্রাম্য এরিয়ায়?

বহু আগেই স্টার্ট হয়ে গ্যাছে আমার জন্যে একটা নিষ্ক্রিয় বিমানে ইঞ্জিন সংযোজন, এবারের জীবন-পরিক্রমা তাই কমপ্লিট করতেই হবে। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে: কি করি—বিস্মৃতি প্লাস উদাসতা আমাকে কিছুই বলতে দেবে না।

Dance of Ostrich

I like Rose. She is a pros. I can damage my soul for her—কারণ তার নির্লিপ্ততা এবং পরোপকার প্রবণতার ঘাসের ঝোপে কিছুক্ষণ শিশিরের মতো স্থবির থাকতে আমার ভালো লেগেছে। শীতল বৃষ্টিতে হাটতে হাটতে তুমি কি ভাবতে পারো তোমার বহুজনের সাথে সম্পর্কায়নের পৃথিবী এ্যাতোটা সঙ্গীত কখনও এমনি এমনি দিয়ে দিয়েছে?

আর যা খেলে পরাবাস্তবতা বেড়ে যায়, তাও আজকাল খুব কম গ্রহণ করা হয়। ইকোলজিক্যাল পার্কে আমার কফিন, কফিনের কাঠামোটাই হচ্ছে চিন্তার চাপ। মানে, চিন্তার চাপ আমাকে সবদিকে ঘিরে আছে, কিন্তু ঐসব দিকে গেলে অতি বেশি ছাড় পেয়ে তারা মেঘের মতো নেমে আসবে। শেষমেশ আমার অস্তিত্বের আখ খেয়ে ছোবড়াগুলো সমুদ্রতীরে রেখে গ্রহান্তরে চলে যাবে।

এখন কোনো ধ্বংসেই আমি বৈচিত্র্য পাই না। মৃত্যুর পর কতোবার আর বুড়ো হওয়া যায়! তার চেয়ে আবার জন্মাই না ক্যান? পুনর্জন্মের বৈজ্ঞানিক সূত্র কতো আগেই তো মুখস্ত হয়ে আছে! এমনকি আমার নিজের হত্যাকারী এলে তাকেও পরামর্শ দেবো।

যে পক্ষিডিমই আমরা পাড়ি, ক্যানো জানি হয়ে যায় নীল হীরক। এবং মাথাভোতা আতেলরা এগুলোকে ব্যাট দিয়ে হকির বলের মতো উড়িয়ে দিতে চায়। তার মানে, ক্ষয় নয়—জমা হচ্ছে বরফকুচির মতো অন্য এক অনন্য গ্লাসে।

অ্যাডভান্টেজ এবং অ্যান্টি-অ্যাডভান্টেজের মধ্যে অ্যান্টিটাকেই আমরা বিপুল সহযোগিতা করে জয়ী করেছিলাম। কেননা, সবসময় আমাদের ন্যাচারটাই অ্যান্টি অ্যান্টি।

পুরনো ছায়াপথ চিনতে চিনতে একঘেয়ে হয়ে গেলে একটা ক্ল্যাশ বাধে। এবং ক্ল্যাশটা সবাই জানে—এপক্ষ/ঐপক্ষ। তাই-ই ঘুরে ফিরে আসে। তুমি তাদের পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হলে তোমাকে তারা কঠিনভাবে অবজ্ঞা করবে। কিন্তু অচেনা জঙ্গলে বা বালিয়াড়ির গর্তে পালিয়ে আছে অ্যাবোরিজিনরা, তারা তোমাকে ঠিকই কন্টাক্ট করবে।

সাহসীরাই বৃষ্টিপাতে পথে হাটে আনন্দ-নৌকাতে। তোমার নিরাপত্তার ভয়, তোমার ব্যঙ্গিত হবার বিব্রত ঝামেলা কিংবা অসুখে পড়ার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা—সবকিছু বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে। এবং এ্যাতোকাল ধরে পায়ে হাটার পুণ্যে উটপাখি তুমি তো সত্যি এবার উড়তে পারছো!

What a big-bang!!! (but nothing…..)

বহু কষ্ট করে অস্বাভাবিক ধুলোর ঝাকে ঢুকে পড়ে কৈশোরে মাথাটা পাকিয়ে ফেলেছি আমি। তারপর কিছুটা শান্তির সরলতা। জীবনের লক্ষ্য খুজে পেয়েও এভাবে অন্ধত্ববিলাসে আবার হারিয়ে যায়!

চোখের কাছেই আলোর বিস্ফোরণে নেশাটার রং ধ্রিম সবুজ। বরং প্রযত্নবান হই চিন্তার শিকল ভালবেসে। কোনো ঠ্যাকে আর না গিয়ে বিচ্ছিন্নের মতোন ধূসর সমুদ্রটার কাছে ঘোরাঘুরিকেই এখন সময়ের বিদ্রোহিক ব্যবহার মনে হয়। কেননা, সবাই তোমাকে ব্রেসলেটের মতোন কব্জিতে পরতে চায়।

আগুনের কম্পিত চোখ ঘিরে বসে থাকে কিছু মোমের প্রতিকৃতিরা বুদ্ধমুদ্রায়। তারা চুপ করে সংযত থাকলেও আমার ইচ্ছে করে পাহাড়ের তুষার-গর্ত হতে হাত বের করে বিশাল ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ঢুকে কয়েকটা গাছ লাগিয়ে আসি। যে গাছেরা বিষণ্নতায় ঝরে পড়া পাখিদেরকে চিরকালই বেগুনি পালক পাল্টিয়ে কিছু সাদা পালক এনে দ্যায়। তারপর আবার শুরু হয় পরিবেশ দূষণের সিস্টেমের ভিতরে সাদা গেঞ্জির মলিন হবার পালা।

শব্দ, ক্যানো যেন ফুরিয়ে যায়—বৈচিত্র্য, ক্যানো জানি আর আসতে চায় না! তবু ভয়ানক প্রতিকূলতার দ্বীপে আমি জানি আমার যেভাবেই হোক হেটে চলা উচিৎ।

সংখ্যালঘিষ্ঠতম কোনো ঘটনায় বিস্ময় ফিরে পাবো বলে বিশ্বাস করি। বিস্ময়হীন পৃথিবীটাকেও যথেষ্ট উপভোগ্য করার অধ্যবসায় করছি। আর যখন রূপান্তরিত হবো ফ্যাক্টরির ধোয়া থেকে একটা সাধারণ আয়নায়—তখন যেন সাম্যবাদ আসে।

অতীতের যে বিশষ অংশগুলো পছন্দ করি, তা দেখি আমারই সমিলতার কারণে। তোমার বৈশিষ্ট্যমূলক সংগ্রহশালায় একটা, দুইটা বই নয়; জড়িয়ে আছে সমগ্র দর্শনপুঞ্জ। একেকটা পাপড়ি তুমি একেক রঙে ফুটিও।

চা-য়ে চা-য়ে সিজোফ্রেনিয়া পান করা মানুষ কী করে দীর্ঘজীবী হয়?!

অপ্রস্তুত প্রতিক্ষণ

নদীসহ সমস্ত গ্রামই ধরা পড়েছে সন্ধ্যার ধোয়াটে বর্ষণে। এক মুহূর্ত পরের ভবিষ্যৎকে তাড়িয়ে দিয়ে বসে থাকি প্রবালের সিড়িতে। জলের জ্বলন্ত প্রবাহে ঝুকে থেকে আমার জীবনটা পার হয়ে যায়—

মাঝে মাঝে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে আততায়ীর আলো; গম্ভীর নির্বেদে সে খুজে চলেছে তোমাকে!

কিন্তু যদিও তুমি একটা ফসিল, তুমি তো ভালবাসো নিজেকে; তাই আততায়ীর বিরুদ্ধে তোমারও মাথায় ফণার মতো কী একটা বের হয়। আর খানিকটা আর্সেনিক অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়ে সমাধির পাথরগুলো হতে পিছলে যায়।

ধরো, আমি অ্যান্টি-শাকিরা। তাই কালো বরফের ধোয়ার নেশার শিকার একটা পেঙ্গুইন। চাদে ছড়িয়ে থাকে যে আলপিন, তাকে মঙ্গলচিহ্ন, না কি কুচিহ্ন মনে করবো?

শুধুই কুকুর আমি শিল্পের ঘ্রাণশক্তির পারফিউম ঢালা অডিটোরিয়ামে। অন্য ক্ষণগুলোতে ভোদাই হয়ে সহ্য করে যাই অন্যদের নায়কত্ব, হুদ্দাই!

আর এই অস্বস্তি একটা বিকার। বিকার ছাড়াতে গিয়ে সমুদ্রের পায়ে ঢেউ আরো জোরেসোরে যায় জড়িয়ে।

অস্তিত্বে শুধুই তীব্র একটা অনুভূতি গাড়ির মতো চাপা দিয়ে যায় আমাকে। পিষ্ট কুত্তাটি যেভাবে গাড়িকে অনুভব করে, আর কেউ কি পারে তেমনই? তাই বারবার মৃত্যুমগ্নতাও ভেঙে যায় আমার, ভেঙে গুড়ো হয় পাহাড়। একই কষ্ট নিয়ে রাতময় ঘুমিয়ে থাকে আরও প্রাণী হাজার হাজার। শুধু তাদের একটা অনুভূতি কম...

তোমারও একটা পার্টস কম, সেদিকে খেয়াল রেখেছো? তাই পুংতন্ত্র বা নারীবাদ, এখন সবই বাচালের অধিকারের হস্তে।

মানব দেখলেই যেন দানব দেখি! হেসে সহজভাবে তারা আসে, আর জোর করে শুনিয়ে যায় পুরনো আখ্যান। শীট, ছেড়া আখ্যান!

বিরক্ত হলে ব্যাঙগুলো যেমন আরও বেশি ডাকে। নাহ, এ্যাতো উচ্ছ্বাসের সঙ্গীতকে আমার মর্যাদা দেওয়া উচিৎ। উচ্ছ্বাসের প্রাদুর্ভাব আমাদের তেমন আর নেই তো!

কোনো ছবি কখনোই খুব মন দিয়ে আকতে পারি নি। বারোটা বাজিয়েছে আরও গাঢ় কিছু ঘটা দরকার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কম্পন-ধ্বনি।

মানব বংশ তালিকার সমস্ত স্মৃতিফলক নিয়ে নৌকাটা ঝর্নায় ডুবে মরেছে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ শুনে মৃদু হাসি।

মুক্ত বলেই টেনশনমুক্ত আমি।

সাদা পিপড়ে, সাদা হাতি

শ্রেষ্ঠতম সমুদ্রের ধারে যে গাংচিলেরা বাস করে, তারা স্বভাবত পুষ্টিবান।

তুমি বেচে আছো সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানে। তোমার দক্ষতা অনেক পারফেক্ট আমার চেয়ে। আমার তো হাতেখড়ি না হতেই পচে যাবার সময় আগত। আমি শব্দ করতে ভয় পাই, বন্ধন নিয়ে দাড়িয়ে আছে শিকারী।

চারপাশে অনেক জ্যামিতিবক্স, বক্সের মধ্যে ঘুরি ফিরি। ভ্যাগাবন্ডেরা ক্যানো জানি এ্যাকে অন্যকে স্বীকৃতি দিতে পারে না, তাদের টোনগুলো আমাকে বহুবারই সম্মোহিত করে অতঃপর মেরে ফ্যালে। আমি কাজ করি দূরতম শূদ্রদের জন্যে।

তোমার বন্ধুরা রিচ ইনস্ট্রুমেন্টের অধিকারী, তাই গানের দলটা দাড়িয়ে গ্যাছে ভালো। আমার বন্ধুরা করুণ সমস্যার কারণে এ্যাকে এ্যাকে ফুরালো—

গভীরতার সাবজেক্টগুলো ঠিক থাকলেও ফর্মে গোলমাল করে ফেলি। গোলমাল ঘটিয়ে দ্যায় প্রতিবেশী ভ্যাগাবন্ড সম্প্রদায়। অথচ প্রত্যাশা করি, তুমি যেন সহানুভূতির জানালা খুলে মেঘ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পার্থক্য চিনে নিতে পারো।

আমি এই জীবন বিষয়ক কিছুই বুঝি না—জলোচ্ছ্বাসের
সমুদ্রে ভেসে ভয় পাচ্ছি। সামনে পিছনে মেঘ ছুটে আসছে,
ক্রমাগত চাপা পড়ে যাচ্ছি! কারো জন্যেই কিছু করার নেই; নিজে
যে হয়েছো বন্দী অনিশ্চিত বাতাসের দেয়ালে। প্রতিটা মুহূর্তই
নতুন করে ভুলিয়ে দিচ্ছে সব, নিশ্চিত সত্যগুলো এখন আর
বুক ফুলিয়ে বলাবলি হয় না। সংজ্ঞা ও উদাহরণ চাওয়ার
সিস্টেমেও অবশিষ্ট নেই কেউ। শুধু চাই এমন শীতে ভিজে ভিজে
শৈবালের মতো ভেসে চলা নয়—অচেতন তরণীতে সমুদ্রের মধ্যে
ছোট একটা পদ্মের মতো শুয়ে থাকতে। জল নিয়ে নিক আমার
সমস্ত ওজন এবং ভর। চিন্তার ক্লান্তিতে অজান্তে আমি
ঘুমিয়ে পড়তে চাই। সত্যি আমার ঘৃণাবোধ এখন আর নাই—
আমি এখন কোথাও নেই!

অথচ সূর্যের ক্যারাভানে আমিও দলের মধ্যে আছি, একই ভ্রমণে যাচ্ছি। তবু প্রেক্ষাপটও পারে আগুনকে শ্রাবণে রূপান্তরিত করতে, যেমন জাদুকরেরা মরুভূমিতে ভ্যানিশ করে তাজমহল!

ভ্যানিশ করার জাদু মাদু আর ভালো লাগে না, পারলে ফিরিয়ে আনুক যুদ্ধ আর অসংখ্য ফাদবন্দী আয়ুর অভিমানী প্রদীপ। তাদের সামনে আজ সামান্য রূঢ়তার মনস্তাপে হৃৎপিণ্ড থেকে কাদবো আমি।

আর ভুলে যাবো নেপথ্য গোয়েন্দা এবং ভয়ানক উচ্চতায় তোমার মস্তিষ্কের সর্পিলরেখা। আমি যেমন গরিষ্ঠ উন্মাদনার বিপরীতে আকাজ করি, আমাকেও অকালে ডুবানোর জন্য একটা ছায়া অন্তরালে লিফলেট ছাপে ভুরি ভুরি।

On the top of ferry

সারাদিন দৌড়াদৌড়ির পর রোদ্দুরকে সন্ধ্যামন্যতায় পেয়ে বসে। তখন হারিয়ে যায় সাতরে কূলে ওঠা ক্লান্ত ঢেউয়ের স্ক্রিপ্ট... শীট! শীট!!

কুয়াশায় ভরে গ্যাছে সকালটা, রোদ পড়ছে জটিল ঝোপের কোণে—
পৃথিবী ব্যস্ত, গোলাকার পা চালায়—আমি নিজের ধ্যানে।
পৃথিবীর রং ক্যামোন জানি, আমরা তো তবু শিকড়ে ঢালি সবুজ।
বিচ্ছিন্ন কিছু গান, বিচ্ছিন্নতায় হারায় তোমার চোখের চতুর্ভুজ—
নীল মহাশূন্যে সাদা বাক্সেরা ভেঙে গিয়ে হলো মোমের স্তূপ,
সূর্যের সাথে কোনো আকাশ নেই, দূরদ্রষ্টারা পিছনে মরে গিয়ে চুপ।
আলোর গান কিংবা অন্ধকার মহাযান কিছুই নাই আমাদের—
কি আকি, কি লিখি ভেবে তো পাই না; কোলাহলে সুতো ধরে রাখি বেলুনের।

মোহহীনতার স্টিক খেতে খেতে তুমি সজীব হয়ে ওঠো। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তো কঠিন লোহার বীজতলা। তাই পরপর কয়েকবার বোকাচোদাও হইতে পারো।

কাহিনী হচ্ছে, সংকটে আমাদের শক্তি বাধা। বসে বসে অপার উলট পালটের মন্ত্র জেনেও চুপ হয়ে আছি যন্ত্র প্রদর্শনীর ওয়ার্কশপে।

বাস্তবে এমন কিছু ঘটে না, যা স্বপ্নে আমি দেখি নি।
বাস্তবে এমন কিছু ঘটে না, যা অতি-স্বপ্নে দেখি আমি।

শুধু মাঝে মাঝে ছো মেরে নিয়ে নেয় আমাকে জোছনার ঈগল। সমতলে তাকালেই কেবল নদী দেখি—

পাচ-ছয়বার ভূমিকম্প হয়ে গেলে মাটিও অনেক শক্ত হয়ে যায় কংক্রিটের মতো। তখন আরও এক মুহূর্ত ভালো থাকার জন্য ঝড়ের কাছে তুমি ছোটো।

এখনও ফুল্কি ঝরছে তোমার পায়ের ঘর্ষণে, ইথারে ভেসেছে তোমার দুঃখিত ইচ্ছা। তুমি কিন্তু যা করছো, সেটাই করো; পতন হলে হবে।

আন্ডারগ্রাউন্ড কেচো! তোমার উভয়লিঙ্গ ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেও এসে যাবে কবে?

জ্বালানী হিসাবে হিমবাহ ব্যবহার করছো যখন

→ তুমিই কি হত্যাকারী?
← হ্যা
→ নিজেও আহত হচ্ছো অনেককাল ধরে?
← হ্যা
→ সেক্স অনভিজ্ঞ?
← হ্যা
→ চায়ের সাথে সিগারেট মিলিয়ে মিলিয়ে খেতে ভালবাসো?
← হ্যা?
→ তোমার হাতের মুঠোয় কোনো একটা সুপার-পাওয়ার?
← হ্যা
→ তুমি কিছু করতে চাও?
← হ্যা
→ নিস্পৃহভাবে করতে চাও?
← হ্যা
→ অসহ্য লাগলেই মাথায় পেইন হয়?
← হ্যা
→ পাগলামিটা আড়ালে রাখো বিরক্ত হলেও?
← হ্যা
→ মানুষের অক্টোপাসীয় আসা-যাওয়া হতে মুক্তি চাও?
← হ্যা
→ তোমার ভবিষ্যৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্নেহপ্রবণ তুমি?
← হ্যা
→ আত্মহত্যা করবে?
← না।

Reactions:—

ক. ফিরে আসার পথে বিশুদ্ধ পৃথিবীর জলে উদ্ভিদের ছায়া। এদের সবার কাছ থেকে আমি দূরে সরে গেছি, তাই শ্রদ্ধা করি নতুন করে। তাই প্রশ্ন করি এমন করে। আকাশের রঙে মিশে আছে তারারা আর আমার অপরাধবোধ। এমন পৃথিবী, কতো উল্লেখহীন অপরাধে বাকি থেকে যায় হাতে হাতকড়া! যে ঘৃণায় পূর্বপুরুষকে অবদমিত রাখি, নমিত আমি তারই ফসিলের পাশে, চিৎকার করে ডাকি। কবে যে আমারও শেষ হবে কারও নতুন বোধের উৎক্ষিপ্ত হারপুনে! ততোদিন এইসব জীবাণু-তোলপাড় সামুদ্রিক বিছানায় এলোমেলো গান, ড্রাগ আর মেজাজ খারাপ।

খ. I hate them, who hates me. আমি তাদেরকে ভুলে যেতে চাই, যারা আমাকে মনে রাখে নি। আকাশে মেঘের বৃত্ত, বাতাসে খাড়া হয়েই চাক্কার মতো ছোটে। তাদের ঝড়োগতির প্রভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে পৃথিবীর কালচে নাভির স্রোতে। গাছেদের পাশে ঊর্ধ্বমুখী দাড়িয়ে আমারও চুল উড়ছে। উষ্ণ আলোর ঘরে ফিরে আর যাবো কি জন্যে? অতীতটাতে অনেক ক্ষুধার খাদ্য পাওয়া গেলেও আমাদেরকে তো সামনেই যেতে হবে। নিস্পাপ আয়না হাতে ভ্যাবলা মানুষ! তোর আর পিছুটান রইলো না শস্য উৎপাদক মাটিতে। প্রজ্ঞার এই বিষম নৈরাজ্যের ক্ষণে যেকোনো কিছু করে ফেলা অত্যন্ত সহজ। পারাপার তোর সহায় হোক।

রেখার দু'দিকেই তীরচিহ্ন

বারবার আমি এ্যাতো মরে যাই ক্যান? সোনালি
বেহালা এবং সেই বালক কাছে থাকলে হয়তো
এ্যাতোটা হতো না। এখন সরাদিন একটা ছোট্ট
ডিঙ্গি নিয়ে অতি-নীল সমুদ্রজলে ভেসে ওঠা
ডলফিনদের চঞ্চুতে গুজে দিই খানিকটা করে
মরফিন। আর মরফিন আমি খাই, আর মরফিন
বাতাসে বিলাই। আকাশকে ছুড়ে দিলে সে
বিনিময় করে কিছু হালকা পাতলা বৃষ্টি। দাড়িয়ে
দাড়িয়ে পর্বতগাত্রে বরফের আয়নায় নিজেকে দেখি।
হে জলছবির পাখি! আমার মৃত্যুর সঙ্গে শিকল
বেধে দিয়েছো ক্যানো অন্যান্য মৃত্যুর? তাতে আমি
মেঘবন্দীর মতো ভীষণ বিষণ্ন হয়ে পড়ি—
মাটিতে যে চাকা ছোটে জীবনের, আমার চাকা তো
ছুটছে জলে!

যে উদ্ধারকারক সবুজ জাহাজের নাম স্মরণ করি নি সমুদ্রতলে হাত পা ছুড়ে ডুবে যেতে যেতে, তাই কখনো সম্পর্কায়নের সূত্রে সূত্রধরের মতো হেটে তাকে আসতে দিই নি। অবহেলায় হারিয়ে যাবার পর এক অনুতপ্ত অমাবস্যায় লুকিয়ে গিয়ে তার সমাহিত কঙ্কাল বাঘের মতো থাবা দিয়ে মাটি খুড়ে টেনে তুলি। আমি ক্ষমা পেতে চাই যে কোনো প্রকারে!

ফেলে দেওয়া দীর্ঘশ্বাসগুলো পুনর্ব্যবহার করে এখন দিব্যি বাশি বাজাই। বিশাল পোড়োজমিনের অধিকর্তা হয়ে আছি, জমিটা আমার জন্যে বেশ ভালো। উৎপাত নেই, সজীবতার জন্যে কাড়াকাড়ি নেই, তথাপি টেক্সচারগুলো বেশ আলাদা রকম। আরও কিছুকাল এখানেই ছবি একে কাটানো যাবে।

কিন্তু অন্ধকারের জোয়ারে রংগুলো ডুবে গেলে কিছুই করার থাকে না। শুকনো ঘাসের গুচ্ছে শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনার চিত্রকল্প দেখতে থাকি, পজিটিভ কিছুই দেখি না। অপমানের শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা আছি, আমি এবং ভূগোল-অস্তিত্বের সকল প্রাণী। শূন্যতা এনে দ্যায় ক্রন্দনমুখী তৃষ্ণা, ঘুরে ফিরে বেহালাবাদকের প্রতি—

লেখাটা এখানেই থেমে থাক। / পাঠক এভাবেই জেনে যাক, / কোনো এক অনির্দিষ্ট বিন্দুর পর / হাতুড়ি-লোহা পেটালেও / কবিতার উৎকর্ষতা অসম্ভব। /

ছ
No waiting for~jingle

তুমি কি করো?
আমি ভাবনা করি। আমি মানুষ হিসেবে মিনিমাম আকৃতি পেতে পাই জীবাণু আকৃতি ছেড়ে। তাই এইসব গান বানাই। তাই অনুভূতির বিস্ফোরক উচু করে জমাই।

কোনো আলোড়ন নাই ......! প্রশান্ত মহাসাগরকে গেঞ্জির উপর ডিজাইনের মতো জড়িয়ে আছো। তোমার হৃদয় কাটাচ্ছে তার মৃত্যুকালীন ছুটির অবকাশ। এমতাবস্থায় জোছনায় ভেসে ভেসে যদি নতুন কোনো নীরব গ্রহে আশ্রয় নিই, সেটা হয়ে যাবে অন্ধ ইমেজের বাড়াবাড়ি। ইচ্ছে হয় অভিশপ্ত পোড়োজমিটা এক্ষুণি ছাড়ি। কিন্তু আমি যে গাছ! ক্রোধী পাতাদের ঝাপটায় অগ্নিমাত্রিক হয়েছে বাতাস।

মূলত অঙ্কুরেই ছিলো পানির অভাব, সেই থেকে অপুষ্টির চাপ। যতোই করতে যাই সময়ের মেকআপ, ততোই জিরো করে ফ্যালে আমাকে আমার না করা পাপ। এভাবে বসন্ত-বাগানে আছি এ্যাতো এ্যাতো কাল শবাসনে।

অহং-এর ঝর্নাপ্রবাহে তুমি ধীরে ধীরে হেটে গভীরতায় গিয়ে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত স্নানে মেতে ওঠো। বৃত্তাকার ফাকা জলস্থানটুকুর চারপাশে বন-জঙ্গলেরা ঝুকে তোমাকে দেখছে। নিস্পৃহ হলেও তুমি অবিকৃত এখনও; হরিণের মতো হার্ট থ্রব হয় ক্যানো যেন!

যে কোনো একটা জানালা থেকে আকাশ দেখতে পেলেই আমি খুশি। অথচ আকাশগুলো গম্ভীর হয়ে থাকে মেঘে। তখন বহু কষ্ট করে আবার আত্ম-নির্ভরতা জাগে।

এগিয়ে পিছিয়ে সবচেয়ে স্লিপ কাটা রাস্তাটাকে প্রায় পার হয়ে এসেছি। অনুভূতির রোদে মুখগুলো ভ্যাংচা-ভেংচি করাই আমাদের নিয়তির রীতি।

ঈর্ষার জালে নিজেই হয়েছো বন্দী, নীলতিমি। তোমার অন্তর্লোকে রূঢ় লোকগুলো সী-বিচের মৎস্য বাজারে কিংবা হোটেলে পিস পিস করে চালান করে দ্যায় তোমাকে।

ফুল ফোটাতে আর ভয় লাগে। ছায়াদের কোমলতাকে ভেবেছো ভুলে—বিতৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। আমার ইথার-সড়ক এখন আকাঙ্ক্ষার ভাইরাস-মুক্ত। বন্যায় ডুবলে ডুবুক ল্যান্ডস্কেপ...

কিন্তু আলো নিভে যাক চাই না, আলো নিভে গেলে বস্তুও নিভে যায়। বস্তু ও তার ছায়ানৃত্য আমার বন্ধু। তাছাড়া দেখেছি, মৃতপ্রায় কোনো পোকা আলো দ্বিগুণ ভালবাসে। তখন ক্যানো যে অপচয় বাচাতে আলোর সারি নিভিয়ে দিতাম!

একটাই মাত্র নৈঃশব্দ্যের কুয়া আছে, কুয়া ভর্তি কুয়াশা। সেখানে আত্মহত্যা করতে যখন যাই, কুয়াটা পছন্দ করে না আমাকে। কিন্তু ক্যামোন স্বচ্ছন্দে সর্বত্র চলাচল করে জল ও বাতাস। দুঃস্বপ্নের স্ক্রিপ্ট লিখতে লিখতে আমার হাত ব্যথা, অসুস্থ পরিবেশ-দূষণে কাটাই বারোমাস।

অতঃপর বিবর্ণ পিতামাতাদের সমাধিফলকের কাছে আমরা বিনয়ে জানাইঃ নিরুদ্দেশে হারিয়ে গিয়ে অকারণে বেচে থাকতে চাই।

স্টেজ নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস একটা আলোচনা !!! (*যারা কখনোই স্টেজ ব্যবহার করে না*)

খুব দূরে এক আলোড়নহীন ধ্রুবতারা আছে। আমাদের পৃথিবীতে উন্মাদনা ঘটে আমরা সবাই কুয়াশায় পরিণত হলেও তার কিছু যায় আসে না। এমনিতে তো আমরা উদ্বাস্তু, তার উপর এখন কিছু কিছু দুর্লভ শিল্প-সূত্র আবিষ্কার করে হয়ে গেছি যাচ্ছেতাই আচরণ পাওয়ার ভীরু ছায়া। উচ্চতার ধারণা পাই নি বলে আবিস্কৃত ঐশ্বর্যে নেই তেমন মায়া। তুমি আমাকে অবহেলা করে সহযোগিতা না করলে, আমারও বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্যকিছু করার থাকে না—যেহেতু আমরা ছিলাম সমমনা।

মন বা শরীর কোথাও একগামিতা কাজ করে না। ন্যাচারাল কর্মকাণ্ডের নীরবতায় উল্টোপ্রবাহ হয়ে ব্যালান্স করতে আসে হাস্যকর এক মানবসমাজ। আত্মপীড়নের পোকাদের কামড় খেয়ে আর শয়তান একটা স্বার্থপরের মতো বিস্মৃতির আমেজ পান করে করে আমি এক অদ্ভুত অবস্থায় আছি। আরও বেশি অদ্ভুত অবস্থায় আছে আমার আশেপাশে নিরক্ষর কীটপতঙ্গ ও বড় ধরনের সবজান্তা প্রাণীরা।

তোমার সকল দিকে ছড়ানো আহত ডালপালাগুলো একদিন আগুনে পুড়বে। অন্ধকারে গুহার দেয়ালে একা বেচে থেকে দূর-দর্শনের ফোকাসগুলো যাচ্ছে বেড়ে। তীব্র নিসর্গরসে কালো-প্রপাত হয়ে যাওয়া রাত! তোমার তেজস্ক্রিয়তার ধোয়া থেকে পালাতে হিম, সাদা পথে দৌড়ায় অনুভূতিপক্ব হওয়ার পরে আমাদের আত্মবিশ্বাসের নিস্পৃহ দৃষ্টিবিন্দুগুলি।

আর আমার গ্রহ-ব্যাপ্তির চারপাশে প্রচুর ব্যাঙ এবং ঝি ঝি গলা খুলে ডাকে। এতে আমি শূন্যতার পুরনো শিকড়ে ফিরে যাই অতি আলোকিত জোছনায় সমুদ্র-বাতাসে হাটতে হাটতে। আশ্চর্যজনকভাবে নিরাময় পেয়ে যাই যতোসব অপূর্ণতার কৃষিক্ষেত্র হতে। জানতে পাই, এক একটা প্রকাণ্ড মহাবিশ্ব হচ্ছে সবচেয়ে পরিশ্রান্ত নিঃস্বজনেরাই।

এইরকম বেশ কিছু কথা ভাবার পর বৃষ্টির সন্ধ্যায় আর ভালো লাগে না ঘরে থাকতে। তাই বের হয়ে মেঘেদের চায়ের দোকানে যাই। চা খেয়ে আমরা একই রঙের কিছু মেঘ ঘিপ করে কেটে পড়ি শহরের সীমানা থেকে। আচমকা নদীর মাঝখানে দাড়িয়ে মনে হলো, স্রোতগুলো দেখতে মানচিত্রের মতোন। ওপারে আমাদের যে বন্ধু থাকে, তার বাড়িতে ভূত আছে। কেননা ভূতেরা সবুজ জঙ্গলের মতো বাড়ি ভালবাসে। সেখানে গিয়ে পরিবেশের প্রভাবে আমরা ভূতচর্চা করতে আরম্ভ করি। তাই শহরে ফিরতে হয়ে যায় দেরি। কাল সকালে ঘুম থেকে জেগে আপামর ভূতেরা দেখবে, ভূতের বাপেরা তাদেরই গাছতলায় বসে খেয়ে গ্যাছে বিড়ি।

শহর মানেই ঘোড়ার ডিম, রাজনৈতিক সংকট! সেই একঘেয়ে সময়জ্ঞান ঠিক রেখে নিয়মের ভিড়ে মিশে তোমাদের নিরাপদ থাকা—

এই ভ্রমণটা ছাড়াও আরো অনেক ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের হাতে এসে যায়। কাঠঠোকরা হয়ে প্রায়ই যখন আমি ব্যস্ত থাকি কাঠ ঠুকতে, আমার বন্ধুরা অনেক অনেক অভিজ্ঞতা দেখে শুনে এসে ফ্রি ফ্রি আমাকে সেসব শুনায়।

বিশ্রম্ভালাপের মতো; কিন্তু আসলে বিশ্রম্ভালাপ না

কোনো ক্রন্দনই সংকীর্ণতাকে কেন্দ্র করে হয় না—বৃষ্টির ক্রন্দন হচ্ছে সমগ্রটার জন্য। গোটা ভূ-ভাগ জুড়ে অস্থিরমস্তিষ্ক রাখাল আর তার দানবিক প্রাণীদের পদচারণের দাগ! ঝড়ের বাতাস বস্তুগুলোকে উড়িয়ে ছুড়ে মারে, প্রচণ্ড আঘাতে যেকোনো কিছুই ব্লাস্ট হয় জেনে। পরপর ভয়ঙ্কর শব্দে আমাদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দনহীন হয়ে থেমে যায়।

সমুদ্রের জলে নিজের মুখ দেখতে আসে রোদ, ঢেউ তখন অসীমতার উপর দিয়ে চলে যেতে ব্যস্ত। অসীমতা তখন চায় শূন্য কোনো প্রলেতারিয়েতের নিস্পৃহ দুঃখের বাক্সে জড়োসরো হয়ে থাকতে। শূন্যতা চায় সচেতন স্মৃতিশক্তির মতো আবারও অসংখ্যবার আহত হতে। সচেতন স্মৃতিশক্তি চায় আরও বেশি অনুভূতিক কালার-কম্পোজিশন। কালারগুলো খোজে এক বর্ণান্ধ চিত্রকরকে। বর্ণান্ধ চিত্রকর মেঘ ভেবে ভালবাসে আমাকে, কিন্তু আমি বাসি না। প্রতিটা ঘটনাই হচ্ছে বিশৃঙ্খলা!

তোমারও কি আপাদমস্তক নিজেকে কুয়াশা-আসক্ত কঙ্কাল বলে মনে হয় না? আর কঙ্কালটা একটা বৃত্ত, লেজের মতো সাথে সাথে ঝোলে। মাঝে মাঝে ঘাড় বাকিয়ে দেখতে আমার মজা লাগে। এরকম পরিণতির ব্যাপার মেনে নিয়েই আমাদের অকালপক্ব ভ্রূণগুলো ঝাক ঝাক শ্যামা পাখির মতো পৃথিবীর শ্যামলতা ছুতে আসে। এ্যাতোসব ভুল ক্যানো ছোবে?

অনুভব করতে করতে পুরনো হয়ে গ্যাছে অন্যরকম একটা গান। তার উপস্থিতিতে তোমার ব্যক্তিসত্তাকে মানবপ্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবার বয়সও এখন নাই। আরও নতুন কোনো অন্যরকম আছে নিশ্চয়ই, আসবে নিশ্চয়ই— চিন্তা তো করি। কিন্তু তার দ্যাখা পায় নি আমাদের প্রাচীনতম অ্যামিবাও। তাতে কী!

তোমার বন্দীত্বের কারণটা আমার কাছে অত্যন্ত সোজা। নিজেরই নিপুণ শিল্পে খেয়েছো ধরা, ওহে সিজোফ্রেনিক লেখাপড়া!

আর আমার সবকিছু একঘেয়ে লাগার ব্যাড়া যাচ্ছে সেরে—সবুজ ছাতার বাইরে নীল দ্রবণে ভাসছে আকাশ।

আশেপাশে পিওর এবং অনেস্ট ঝর্নাদের জীবনযাপন, ছড়ানো ছিটানো স্রোত চুপচাপ করে যাচ্ছে আত্ম-উৎসর্জন। তাকে থামাতেও পারি না, না পারি তার বিদায়ে অপ্রতিহত কোনো উচ্ছ্বাস আবিষ্কার করতে। এ ক্ষেত্রে আমি প্রতিবন্ধী—

কিন্তু যারা শ্রমিক, তারা তো ভৌতিক। জন্মের মাধ্যমে তারা মৃত্যুকে তুলে নিয়ে আসে গ্রহটাতে। হলুদ মরচে ধরা চাকার মতো সারাদিন কাজ করে যায়, সন্ধ্যেবেলা না খেয়ে ঘুমায়। যেহেতু গোস্টরা নিরাহারী; এবং তারা এ্যাতো কৃশ যে তাদের ছায়া সুতীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া দ্যাখা যায় না। এমত কিছু সিম্পটম ভূতের সাথে মিলে যায় বলেই শ্রমিকদের সম্পর্কে আমি ব্যথিত হয়ে পড়ি।

তবু মাঝে মাঝে তাদেরকে দেখি চা পান করতে, তাও লাশের চা। পচন ঠ্যাকাতে যে চা বরফের যমজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পরে অল্পমূল্যে বিক্রি হয়ে যায়।

এইসব অদ্ভুত চূর্ণ স্বপ্নক্রিয়ার মধ্যে মিডিয়ায় কথা বলে দুই পোঙাপাকা। তারা অবশ্য বিখ্যাত হয়ে টয়ে অনেক আগেই মারা গ্যাছে, শুধু একটা লিটল ম্যাগ তাদের সাক্ষাৎকার আবার ছেপেছে।

এইটা বিশ্রম্ভালাপ

পাখিদের মধ্যে আমি কাঠঠোকরা, প্রাণী হলে পান্ডা, গাছদের মধ্যে অর্কিড, আকাশ হলে অলওয়েজ মেঘলা, পতঙ্গের মধ্যে পিপড়া, আগুনের মধ্যে ভালবাসি খোরের পকেটে ম্যাচবাক্স হয়ে থাকা, মাটি হয়ে মনে করতে চাই হিউমাসদের ঝরে যাওয়া জীবন, আমি অপরাধপ্রবণ এবং তার চেয়ে অনেক বেশি আছে মমতার জোন, মানুষে যদি বলো—তাহলে অবশ্যই বাউল, শ্রমণ।

ডাস্টবিনে পড়েছে আমার ল্যাজ, ল্যাজের সাথে যুক্ত প্রায় বৃত্তাকার হালকা নৌকা—মানে, আমি একটা ল্যাজওয়ালা নৌকা। এই বিরলতার কারণে অনেকেই অন্যসব চলতি নৌকা অ্যাভয়েড করে পার হতে আসে আমার কাছে। কিন্তু আমার নৌকার চাক্কা খুলে কবে জানি নদীতে ডুবে গ্যাছে। তাই আমি বলি: ভাই পারবো না, জগতের সকলরে পার করার দায় আমার না।

অথচ কোনো কোনো বন্ধু এই দায়িত্বটা নিয়েছে। কুরকুরানি ছাড়া তারা একদম স্বস্তি পায় না। আহা, ওরা চালিয়ে যাক—মানবপ্রেম তো সবার সেরা! আমি এই ভুল-ভাল কথা লিখেই ফিনিশ, হিবিজিবি ছবি একেই কী না জানি কি; গহীনতার শিকড় বড্ড ফাকা! অঙ্কে সবাই হয় না পাকা—অঙ্কের ধৈর্য ভীষণ আকাবাকা। মূলত আমি একটা বিদিক কুফা। ভয়ঙ্কর কুফা ছিলো আমার জলহীন মেঘের পুকুরে বেড়ে ওঠাটা। প্রতিদিন যে গান গাই, প্রতিদিনই তার লিরিক বদলাই। আমার বন্ধুরাও অন্যকিছু বদলায়, অর্থাৎ বিষয়টা একই।

জলহীন পুকুর আমাকে মাঝে মাঝে সন্দেহ করে। কই কই যাই, কী কী করি... এইসব। তখন আমার ইচ্ছে করে সিংহের বাচ্চার মতো রেগে মেগে, ট্রাজিক স্টাইলে নিজের চোখ উপড়ে ফেলে সোনালি আগুনে ঝাপিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে অনুভব করি: অপত্য স্নেহে অন্ধ কিংবদন্তি আসলে রি-ফর্মড হয় নি, শুধু অপত্যের টানাপোড়েনে তাকে মেনে নিয়েছে। দুস্তর ব্যবধানই রয়ে গিয়েছে!

এ্যাতো তাণ্ডবের মধ্যে বেহালাবাদক ছেলেটা ঘুমিয়েছে। ওর নির্লিপ্ত ঘুম শিশুর, না কি প্রাপ্তবয়স্কের বিবমিষা— তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এই হট্টগোল, পাগলামি আর ক্লাসিকতা ধরে রাখা কারো কারো নাক সিটকানি, কোনোটাই আমার ভালো লাগে না। তাই কথা বলার সঙ্গ হিসেবে বেহালাবাদকটাকে জাগানো দরকার। জোর করে জাগানোটা আবার মনে হয় ক্যামোন বর্বর বর্বর।

অতঃপর চারিদিক হতে এগিয়ে আসে কাটাচামচেরা, পিরিচের
কেন্দ্রে একা ভূগোলের কমলা। চোখ বন্ধ করে সে তো ছুটতে পারে
বহুক্ষণ, বাস্তবে ক্যানো যে পারে না! এমন কি ছোট খাটো
একটা চিৎকার বা কান্না। তার স্কিৎসোফ্রেনিয়া থেকে এক মরুভূমি
দূরত্বে থাকে নীল ক্যাকটাস। তারও দিন কাটে রোদ্দুরের
প্যারাসুটে পাতাগুলো যথারীতি খুলে, আর সন্ধ্যায় সব কিছু
বন্ধ করে তারাদের কাছে ঠাকুর মা'র গল্প শুনতে যাওয়া—তবু
একটা নিঃশ্বাস চলাচল করে, চলাচল করে, পেয়ে যাই সামান্য
হাওয়া। সঙ্গে এককোষ মৃতপদার্থ, যারা সতীর্থ ছিলো পৃথিবীর
বাদামি শস্যক্ষেতে। এখন রাত, তুমি হয়েছো কি অরুন্ধতী, তোমার
অস্তিত্ব খুব নীরব; কেউই জানে না তুমি পছন্দ করো ক্যামোনতর
প্রকৃতিসমাজ।

Flash fiction

মানুষ প্রাণের মধ্যে উৎকর্ষমুখী। একটু একটু করে তার প্রতিটি ছোট ছোট হাড় দিয়ে অসীমতার ঘুড়ি বানানোর শখ। মাঝখানে হয়তো তাকে কুঠার দিয়ে কেটে ফ্যালে ভবিষ্যৎ। ছেদিত গাছের সাদা মুণ্ডু পড়ে থাকে বনের আড়ালে।

মৃত্যুঃ পুরোটাই ফিলিংস, উষ্ণতা তাকে ঝরিয়ে ঝরিয়ে দিক। যখন নেতিবাচকের প্রত্নমুদ্রা দিয়ে তুমি অঢেলভাবে জিনিসপত্র কিনতে আরম্ভ করেছো। পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন অংশের সাথে অন্যান্যদেরটা মাপি। খুব মন দিয়ে বুঝতে চাই, আমার কি সাধারণ হওয়া উচিৎ, না কি বিশেষ ধরনের জোনাকি?

যে অ্যালবাট্রস মারা গ্যাছে বিষণ্নতার চাপে আকাশের সংকোচন-পর্যায়ে, তাকে এবার তোমার সার্কেলের করে নাও। তার ছেলেমেয়েদেরকে তোমরা ভ্রাতা-ভগ্নীর মতোই ভালবাসো। এবং যারা উঠে এসেছে উন্মাদ ও উদাস পারিবারিক ভাঙন থেকে, তাদের জন্যও তোমরা কিছু ফুল সংগ্রহ করে হাতে রাইখো।

মাথা থেকে সমস্ত বায়বীয় ধ্বংসকণা ঝেড়ে ফেলে দেখি শিশিরে উড়ছে রোদের জলপ্রপাত। কিন্তু আমার ঝিম ঝিম লাগে, বসে বসে দেখতেই ভালো লাগে। নিসর্গ দ্যাখাও তো একটা প্রাচীন কাজ। উত্তপ্ত গুমোট গহ্বরে কারা যেন আগুনের সাথে আগুনের ভাষায় কথা বলে—আমি এখন ঐ উত্তাল ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছি।

যদিও তুমি ভুলে যাও প্রায়শই, তাতে আমার সুদীর্ঘ ডানাওয়ালা দেহে নেমে আসে অপার ঘুম। বহুদিন ধরে বরফ পড়ছে বলে স্নানটাও করা হয় না। কী এক বিরক্তিকর আলসেমিতে বাধা আছি যুগ যুগ। অনেক নতুন এবং তাজা গিমিক বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে পাহাড়সারির ওপারে আমার পরিচিত শহরে। একা একা ক্যানো যে আছি দূরে! আকাশ, তোমার আরোগ্যজনক অদ্ভুত গান শুনতে আর থাকবো না এখানে পড়ে, যথেষ্ট সময় লস হইছে। অচেনা কতো প্রাণী বা নক্ষত্রের নাম এখনও জানি না—তারাও তো বন্ধু! আমার সম্পর্কে তোমার মস্তিষ্কের বিস্মৃতির দশা মিশে যাক তাদের সাথেই শুধু।

এই আমি এবং তুমি শব্দ দুইটা বেশ জনপ্রিয় এবং নিরপেক্ষ। যেমন ধরো গেটে কেউ আসলো, তুমি জিজ্ঞেস করলেঃ কে? সে বললোঃ আমি। তখন তুমি বললেঃ ও, তুমি! তার মানে, যে কাউকেই তুমি 'তুমি' ডাকতে পারো। এবং প্রত্যেকে নিজেকে 'আমি' বলে পরিচয় দ্যায়। ব্যাপারটা ঘুরিয়ে যখন তুমি আগন্তুক হয়ে পড়ো, তখনও কথোপকথনটা একই রকম থাকবে।

চট করে হয়ে যাক একটুখানি বিজ্ঞাপন প্রচার। যারা ক্রমশই কানা হয়ে যাচ্ছো তাদের জন্য কঠিন সুখবর এবার !!! অক্ষরগুলো ছদ্মবেশে আসলে ভেষজ। ল্যাবরেটরিতে দ্যাখা গ্যাছে, ছাপাইকৃত কালো রংকে তরল দিয়ে হালকা করতে থাকলে এগুলো পরিপূর্ণ সবুজ। আর সবুজে ভালো হয় চোখের অসুখ। তাই প্লাস বা মাইনাস যা ই হোক, রাতদিন বই পড়লে ডিলিট হয়ে যাবে হতাশার ভয়প্রদ মুখ।

Memories in sickness

অনেক অনেক শতাব্দী ঝিম মেরে থাকার পর একটা স্বচ্ছ সন্ধ্যায় সমুদ্রে স্নান করতে এসে বোঝা গ্যালো কিছুই সময় নষ্ট হয় নি। কারণ এই ধরনের কোনো অভিযোগ করার কথা সময়েরই মাথায় আসে নি। ঝিনুকের খোসা, পাখির বাসা, প্রবাল, জংলী ঝোপ-ঝাড় আর পাহাড়ের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পারলে যে মেঘের দলবদ্ধ ধোয়াশা—এদের শরীর ঘেষে এ্যাতো আশ্রয় নেয়ার পরও 'আমি একা' এই আত্মাভিমানটা কাটানো যাচ্ছে না। কিন্তু এটা হয়তো আদৌ ভয়ঙ্করই না, বেশ মধুর একটা ব্যাপার।

এখন এখানে চারপাশে কিছুই নেই। প্রেমগুলো জিরো, বন্ধুত্বগুলো জিরো, কমিটমেন্টসও জিরো! অথচ প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে এসব উপকরণ ছাড়া চলেই না যে। তাই রাগ করে ফিরে আসলেও আবার যাই রোবট সম্প্রদায়ের কাছে। আমার প্রত্যাগমনকে তারা মূল্যায়ন করে না মোটেও, ভুল বোঝে অথবা উদাস থাকে।

প্রতি মুহূর্তে মনে হয় চূড়ান্ত সৌরভ তুলে নিতে হবে পাম্পার দিয়ে, কিন্তু ফুল নাই প্রায় এ জঙ্গলে। ছেড়া ফুলগুলো চিকণ চিকণ বোটায় হেটে এগিয়ে যায় মিনি পথে মিনি প্রাণীদের মিছিলে। স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় অভাব লাগলে অসুস্থ হই দলে-বলে।

মেঘের চিৎকারে বৃষ্টি এলে পিংপং বলের মতো উপরে ওঠা ধুলোগুলো আবার মাটিতে নেমে আসে। দুর্ভাবনায় প্রজাপতিটা কেদে কেদে তখনও ভিজছে পাতার উপর বসে। বৃষ্টি থেমে গেলে আরও বৃষ্টির গান তো জন্ম নেবে আকাশে। প্রত্যাশার ফাড়া কেটে গেলে তোমার ঢেউয়ে প্রতিবিম্ব ছুড়ে দেওয়া তখন অনেক সহজ হয়।

সেক্ষেত্রে সেক্সি বললে আমার আহত আহত লাগে। কারণ বামন মহিলাটারও আছে ফুটফুটে সন্তান। বিকেলে তার বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় সেও কানে দুল টুল পরে নেয়। উৎপাদনটাই হচ্ছে বস্তুজগতে প্রধান বিষয়।

আমার তপোবনটাই ভালো, আমাকে ঘুম দ্যায়। কিন্তু বাস্তব সমস্যার সমাধান সে করতে পারে না—আহা!

একদিন তাই একাই বেরিয়ে পড়তে হয় কালো নক্ষত্রের বাচ্চার সাদা পিঠে চড়ে। পিঠটাই হচ্ছে পথ; তুমি আসো না বরং আমি তোমার দিকে যাই।

কিভাবে আমরা দ্রোণী বেয়ে সমুদ্রে যাবো ?????

অনেক গভীরে গিয়ে বৈঠা তুলে নিয়ে চুপচাপ আগুন জ্বালিয়েও ধূমপান করতে ভুলে যাবো। স্টিকটা বোকার মতো শুধু হাত বদল হবে। জেনারেশন গ্যাপের ওপাশে আমাদের প্রিয় বৃদ্ধ পাতাগুলো ঝরে যাবে।

পৃথিবীর চোখের দীঘিতে হাত-মুখ ধুয়ে, চলো হকিন্স নতুন করে শূন্যতা সন্ধান করি।

Write an essay on Journey by train

অলীক মেঘলা রোদ্দুরে বজ্রবর্ষণ হয় হালকা লাল পদরেখার একটা চড়ুইয়ের মতো, অন্ধকার আকাশে। সেই থেকে শুরু বজ্র পরিবর্তন—একটা আলোড়ন পরিপূর্ণ করে সর্বস্তরে কমপক্ষে একবার আলোড়ন। শুভ্র নীতির কুয়াশা হতে দূরে গেলেও দূরে যাওয়াই আমার প্রয়োজন।

স্বল্প কয়টা জ্ঞানের সূত্র নিয়ে গঠিত এ পাঠশালায় অনেক আগেই আমাদের অপরিসীম কৌতুহলকে ডিরেক্টর ড্রাকুলা রক্ত শুষে মেরে ফেলেছে। এখন তাই ধৈর্য নিয়ে মৃতদেহের ভিতরে বাচি। যেমন প্রসবপূর্ব সময়ে মারা গেলে কোনো প্রেগন্যান্ট প্রজাপতি, প্রযুক্তি তাকে সজীব রেখে দ্যায় আরো কিছুক্ষণ, যাতে ভ্রুণটা বাড়ে এ্যাতোকিছু কথা না জেনে শুধু মগ্ন হয়ে নিজের প্রতি। আর মোহগ্রস্ত পেরেকগুলো কেন্দ্র থেকে ঝড়ে উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে বৃত্তের সবদিকে, আমাদের সচেতন করে ক্ষুদ্র বস্তুর পরিচয়ে।

তাই বারবার বিনীতদের পক্ষে দাড়াই। ডিগবাজী খেয়ে উল্টে যাওয়া গুবরে পোকাকে সোজা করে দিই তার সংগ্রামশীল মুহূর্তে। দিতে পেরে কোনো এক আমি উচ্ছ্বসিত হই নিভৃতে।

ওহ, আমাকে অবাধ করে দাও। ভয়ঙ্করের চেয়েও নিষ্ঠুর হচ্ছে মহত্তর পরিকল্পনায় জোটবদ্ধ স্বপ্নের উদ্যোগ বা আকশি-সমুদয়।

এ্যাতো উৎসর্গ আর হাঙ্গামা করার পর, প্রহরী, তালা এটে দাও; ছুটে পালাবো না। ছোটাছুটির কোনো সঙ্কল্পই পাওয়া যাচ্ছে না—

যে কোনো ঝরে যাওয়া ঝরে যাওয়া হিসাবে চূড়ান্ত। যেমন প্রতিদিন পৃথিবীর ধূমপায়ীরা নিঃশেষ করে ফ্যালে বিশাল সংখ্যক সিগারেট; অতঃপর সিগার কোম্পানিগুলো করে নতুন বিশাল সংখ্যক সিগারের পুনর্মুদ্রণ, চাহিদা ও মূল্য অনুসারে মূলত।

সিগারেট নয়, সিদ্ধিও যেন নেই—তবু একটা উষ্ণ চাদর পেলে শীতার্ত সম্রাটের মতো উপভোগ্য হয় রাত। না পেলে কিলবিল ঠান্ডায় বিধে আমাজান নদীর মতো লম্বা লম্বা প্রলাপ। আর বন্যায় কাকগুলো হন্যে হয়, মেঝেতে বাক্সভর্তি ক্রিম-বিস্কুট সচ্ছলদের দিকে রহস্যে তাকায়।

কাক আর আমি পাশাপাশি থাকি বলে কথা হয় কম। দূর শূন্যতার অচেনা পাখিকে করতে চাই হৃদয়াঙ্গম।

আসলে কিছুই করতে চাই না আর; না চাই স্বত্বাধিকার, কোলাহল। বৃষ্টির শব্দে নিঃশব্দ হোক সমস্ত চলাচল।

তারপর গভীরভাবে দুঃখিত হতে গিয়ে নির্জন নক্ষত্রযানের কাছে বনের প্রান্তে সন্ধ্যায়, দেখি যে, সে নিজেই দুঃখিত হয়ে বসে আছে। আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে যাই—

মাটির নিচের প্লাটফর্মে বিছানো মৌচাকের কোষের মতো অনাবিল কফিন পাই। তাতে সবাই তো বিসর্জন দিয়েছো তোমাদের সবচেয়ে রঙিন পালকটা। কিন্তু পালক হারিয়ে তোমরা ভীষণ অস্থির হয়ে যাচ্ছো!

ট্রেনের ভাড়া অনুযায়ী মানের যেমন পার্থক্য। সুসজ্জিত আর অসজ্জিত মানুষই তাতে চড়ে, মানুষটাই বিশেষ্য।

শেষের পালতোলা ডিঙ্গা বেয়ে প্রাথমিক আকরিকের দিকে...

যন্ত্রবিদ্ধ একটা দিনের শেষ হলো। কুয়াশার সাথে সাথে চলে গ্যাছে পরিচিত রোদ্দুর। হারিয়ে আত্মজ্ঞান তুমি হিমেল বাতাসে চোখ খুলেছো, তোমার স্বপ্ন-শৈলের মাথা থেকে বরফ গলে পড়ছে জোছনা-কুণ্ডলীর মতো। তোমাকে বৃষ্টিঝরা জানালার কাছে কোন ঝড় এসে কোমল মৃত্যুর মতোন ছড়িয়ে দেবে?

যান্ত্রিক উন্নয়নে ঘাটতি নেই আমাদের শহরে, সূর্য আসে-যায়, সন্ধ্যায় চাদের স্বচ্ছ মাছ ঠোট থেকে একটু একটু করে ছায়ার বুদবুদ ছড়ায়। কিন্তু যা খুজি তা কোথায়?

আয়নায় যে চোখ কখনো দ্যাখা হয় নি, তার দ্যাখা পেয়ে যাই অনশ্বর স্বপ্নে। আমার সতেজ চোখকে ভালবেসে ফেলি অকালমৃত প্রেমিকের চোখের মতো যত্নে। তা দিয়ে সত্যকে দেখতে পাই যে কোনো অবস্থায়। চোখই আমাকে সুতো দিয়ে গেথে মহানির্জন সমুদ্রপৃষ্ঠে দ্রুত ডুব দ্যায়।

অকালমৃতের কথা এ্যাতো মনে পড়ে যায় ক্যান? যে নাই, কোথাও তার প্রতিবিম্বের প্রসূন ফোটে নাই। যে নাই, তারাদের মৃদু কম্পনের পাশে তার অভিব্যক্তি দেখতে না পাই। অথচ একই শহরে বাস করার অনেক সুবিধা।

বহুবিধ ব্যবচ্ছেদের মধ্যে আমাদের একই প্রকোষ্ঠে থাকাটা একটা উষ্ণ পালক-স্তূপের মতো কল্পনা। গোধূলি আলোর শিং এসে স্তূপটাকে নেড়েচেড়ে দ্যায়। পূর্ণিমায় অন্যরকম একটা রং হয়। আগুনে দিলে তারই ছাইগুলো নিখোজ বিবমিষা আর দ্বিধায়। অথচ রুগ্নতাই পারে শুধু সেবাজনিত কলাকৌশলে দুটো নিভে যাওয়া নীহারিকাকে কফিন থেকে বের করে আবার দীপ্র করতে।

অতঃপর সুন্দরবনে ঢুকলে সুন্দর প্রজাতিরই গুল্ম বা গাছ চোখে পড়ে। একদিন তাই বাওয়ালীদের সাথে মামার দ্বীপে বেড়াতে যাই। মামা তো ছিলো না, ডালপালায় ঝুলছিলো তার বাদর ভাগ্নেরা। বন-প্রবেশের পর তারা আমাদের খালি নৌকাটাতে লাফ ঝাপ করে ছেড়ে দিয়েছিলো বৈকালিক স্রোতে। শিশির মাখা হরিৎ ফোয়ারার মতো সেইসব গাছ। সারি সারি গাছের প্রবাহে ঝুম হয়ে থাকতে থাকতে আমরা পুরোপুরি নৈঃশব্দ্যে পৌছেছিলাম। হঠাৎ কিছু পাখি অথবা মৌমাছি ছুটে আসছিলো চাকার মতো জড়োসরো একটা বৃত্তে। বনে গেলে চিন্তার সুড়ঙ্গশিখা হালকা ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে বনে যেতে ভালো লাগে।

পৃথিবীতে আমাদের সময়টা ভালোই কেটেছে। শুধু মেঠোপথ, বন্য কুয়াশা আর প্রজাপতির মতো ছোট ছোট পাখিদের মজার আঞ্চলিক ভাষা। ঝোপের মধ্যে ছোট্ট খেলার ঘরে বসে থেকে আমরা মহাশূন্যের সম্প্রসারণকে ফিরিয়ে আনি ঘন একাত্মতায়।

আর বাস্তবতায় দেব-দেবীর মৌসুম চলছে এখন। কালো কালো রাতে তাদের আরো কালো হাত কিংবা মুখ বেরিয়ে আসে মন্দির ছেড়ে। কর্পোরেট নগরের অতি উচু আলো জ্বলা ফ্ল্যাটে উড়ে উড়ে উকি দ্যায় শিশুসুলভ বিস্ময়ে। যেহেতু তারা এসেছে গ্রামের কাদা-মাটি ছানা কুমোরের হাত থেকে।

পালক থেকে পাখিটা আকৃতি পেয়ে আবার পালক হয়ে যায়...

Forget those poisons! বাশবনে থোকা থোকা শিশিরমাখা রোদ, রোদের মধ্যে প্রভাতিক পাখিদের নড়াচড়া—তোমার শীতল স্মৃতিময়তা হতে অনেক দূরে। বাড়ির পাশে জোছনার বাগান, অথচ তোমার বাড়িটা বরফের একটা সাম্পান। চক্ষুষ্মানরা এখন ছড়িয়ে পড়েছে পথে অসংখ্য সাদাছড়ি সরলদের ভিতর বিস্ময়করভাবে। কারণ তারা প্রতি মুহূর্তে স্থান ও অস্তিত্ব বদলাতে পারে।

আর তুমি পাথর-হৃদয়, তাই তোমার চলাচলও কার্যত পাথরের। তুমি সব সময়েই ভুলে যাও; গরিমায় হয়েছো প্রসিদ্ধ তোমাদের প্রাচীন চূড়াগুলো থেকে। চূড়ার পাদদেশে মৃত তারকার মতো ঝুলে আছো; মৃত হলেও ইথার কাউকে ফেলে দ্যায় না। তাই সন্ধ্যার ব্যাপক আকাশে সমুদ্রছবির পাশে বসে যে উজ্জ্বল তারাদের কম্পোজিশন দেখছো, তার অধিকাংশই আসলে শূন্য বা শূন্যতা।

আমি প্রেমের মা। অনেকটা ইসমাইলের উপাখ্যানের মতো। ছোটাছুটি পর্বতে পর্বতে নিতান্ত জলের অভাবে, আর মরিচীকার রূপালি দাতের হাসি প্রত্যেকটা অনুসন্ধানের কেন্দ্রে। যেহেতু আমিও ছুটে বেড়াই অনুভূতি-সন্তানের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন মেঠোপথ বা কংক্রিটপথে।

Sex is a game between two other people— এ কারণে ওশো'কে সাধারণ মনে হয়। জানি সাধারণ কথাও মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তির দরকার হয়, যেমন ছাগলের মতো ভ্যা ভ্যা করে আমরাও গেয়ে যাচ্ছি...

ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রই উপযুক্ত—এটাও টের পাইছি। পাত্রগুলো বিভিন্নভাবে মহিমান্বিত; নির্জনতম সর্বাস্তিত্বে পৌছে এই ধারণাই হয় বিস্তৃত।

সে হোক আর না হোক এবার অন্য কিছু বলি। শিশিরমাখা রোদ্দুর বা প্রভাতিক পাখি বা শূন্যতা—এদের সঙ্গে আমার মেলে অংশের মিলের মতোই খাপছাড়া। কিংবা কোথাও কোথাও মেলেই না। কখনো ক্লান্ত হয়ে গুটিয়ে ফেলি সম্মিলনের সুতা।

তারপর নতুন করে ভাবি:
কে আমাকে করেছে মানা তোমাকে ভাবতে? / ফলাফলের সহিংসতা ঢের তো জানা / বাতাসে ধ্রুব তারাদের ছায়া জলমেঘে বোনা / তোমার মিতালি আমাকেও বলে করতে ক্ষমা / কে আমাকে করেছে মানা ভেসে ভেসে যেতে? / রূপকল্পে শুধু জমে ওঠে আহত সংশয়কণা / এ্যাতো স্রোতে টান, তবু যে তুমি প্রধান ভাবনা / হিম নক্ষত্রে উড়ে গ্যাছে তোমার সানগ্লাস ডানা / কে আমাকে করেছে মানা বদলে যেতে?

Scapist lion

৫৯ বছর বয়স আমার কাছে আসো। নতুন একটা সংখ্যায় দড়িলাফ করে এগিয়ে যাবো। কিন্তু সেটা হবে সাংঘাতিক, প্রায় একটা নক্ষত্র থেকে অনেকগুলো পেরিয়ে দূরের কেনো নক্ষত্রে লাফ দেয়ার মতো। তোমার জন্যে আমি তো প্রস্তুতই আছি, ইতিমধ্যেই দিব্যদৃষ্টি জাতীয় কিছু একটা আলোর প্রজাপতি পাইছি। তোমার সাথে অপরিপক্ব মহাশূন্যে বাশিওয়ালার পিছনে পিছনে একটা সাপের মতোই হাটছি।

এসব সত্ত্বেও আমি ব্রোকেন। ব্রোকেন থেকে যারা আসে, তারা ক্যানো জানি বেশি মাত্রাধর হয়। সুখী, সচ্ছল দেশের নাগরিক যেমন প্রায়শ গাড্ডু হয়, পরিবারগুলোও তেমন। তাই আমার বন্ধুত্বগুলো সাধারণত অস্থির ও নিঃস্বদের প্রতিশ্রুতিহীন সমন্বয়।

ওথেলো! এমন নিস্প্রভ ছায়ার দিনে আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না, তৃষ্ণা এবং বিতৃষ্ণা বহু আগেও ছিলো। জানতে যে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি পেয়ে গেছি কিছু রহস্যময় বইপত্র, কিছু কার্যকারণহীন লক্ষণ। তবু তোমার সঙ্গে শেয়ার না করেই চেয়েছি এগুলোর নিষ্ক্রমণ। অথচ তুমি ক্রমেই অদৃশ্যে হারিয়ে যাচ্ছো আর মেঘের মধ্যে থেকে ছুড়ছো তীর আমাকে পঙ্গু করতে পতঙ্গের মতোন। সেক্ষেত্রে প্রেম নিয়ে ঘাটাঘাটি করার চেয়ে ছন্নছাড়া বন্ধুত্বই ভালো, প্রিয় গম্ভীর ওথেলো! তোমার আন্তরিকতায় উন্মাদ মুখটা এবার ভুলতে চাই।

দ্যাখো, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বারবার আমরা ব্যর্থতা বাজাই। আমি তো কিং সলোমন ছিলাম না, সবার জন্যে তাই মহাভোজের ব্যবস্থা করতে পারি না; ভোজটা মানসিকও হতে পারে। মানুষদেরকে আমন্ত্রণ করে যখন কিঞ্চিৎ প্রশান্তি পাই, তখন একটা ক্ষুধার্ত বিড়াল পাতাবাহারের নিচে তাকায় সকাতরে। বিড়ালের জন্য যখন কিছু পুষ্টি নিয়ে আসি, দুই-তিনটা শালিক জামগাছের ডালে বসে আর ওড়ে। ওদেরকেও আমার ক্ষুধার্ত মনে হয়; তাই কিছু মুড়ি নিয়ে এসে ছড়াই। কিন্তু ওরা ছোয় না, আমার অবস্থানজনিত অপরাধবোধে আমি কষ্ট পাই। তারপর গাছগুলোর দিকে তাকাই। গাছেদের জন্যও আমি কিছু করতে পারি না, আমারও রয়েছে নিজস্ব কৈবল্যতার সীমানা।

প্রতিক্ষণে এ্যাতো সক্রিয়তায় টান—কি করে বলো নমনীয় হবো না? সূর্যরশ্মির মুখোমুখি দাড়ায় আমাদের প্রাচীন কৃষক ঠাকুরমা। আমিও তার সঙ্গে থেকে থেকে উদ্ভিদবিদ হবো একদা। আর ঠাকুরমা মারা গেলে তার যে মহাভারত, রামায়ণ আমি পড়তে এনেছিলাম, সেগুলো একান্তই আমার হয়ে যায়।

মহাভারতের মতোই আমার অনেক শাখা-প্রশাখা, কিন্তু সবচেয়ে ভালবাসি থাকতে একা। কারণ তাইলে বিচিত্র রকম ভাবাভাবি করার স্কোপ পাওয়া যায়।

জ
ঘুম্ঘুম

কোনো কিছুই আমি ভুলি নি। এগুলো সাজানো বক্তৃতার মতো লিপিবদ্ধ করেছি আমারই মস্তিষ্কের দেয়ালে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে লেখাগুলো মুছে যায়। ভেবেছি, আর লেখার প্রয়োজন নাই—

তাই এক গোপন মমির ঠিকানা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়। সেখানে সমাহিত করতে যেতে হয় অপ্রিয় প্রেমের থেমে যাওয়া গতিগুলোকে। এবং কিঞ্চিৎ কাদতেও হয়।

কিন্তু প্রকৃতিতে যে কোনো অস্তিত্বময় জিনিসের মতো আমিও কৌশলী। দুটো ভবিষ্যতের মধ্যে কাছেরটাকে নাকচ করে দিয়েছি, এবং যাওয়ার সময় ক্লেপটোম্যানিয়াকের মতোন চামে চুরি করে নিয়েছি বর্তমানকে।

বর্তমানের দুরভিসন্ধি কি বুঝি না? বুঝি। করি না? করি। কিন্তু ওরা করে ৮৫ঃ১৫ অনুপাতে, আমরা করি ১৫ঃ৮৫ তে।

অগাধ বিশ্বাস—শব্দটাই ঠিক না; যে কেউ ভুল করতে পারে।

মরার আগে করমচা গাছটার সাথে একটু কথা বলে যাই:
⟶ যে জোছনায় দাড়িয়ে আছো, জোছনা তোমার ভালো লাগে?
⟵ লাগতো, এখন লাগে না।
⟶ বাতাসের সাথে তোমার কখনও কথা হয়েছে?
⟵ না। বাতাস কাউকে সাক্ষাৎকার দ্যায় না।
⟶ তোমার এমন আশ্চর্য সুন্দরভাবে ম্লান হওয়ার রহস্য বলবে?
⟵ ছোটবেলায় বুড়োমা আমার খুব প্রিয় ছিলো, কিন্তু বদরাগী বুড়িটা আমাকে ফিল করতো না মোটেও। আমিও তার সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে পড়ি ধীরে ধীরে। এখনও এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে অন্যক্ষেত্রে, অন্যভাবে।

এবার নিজের জন্মের সাথে একটু কথা বলি:
⟶ তোমার খবর কি?
⟵ খবর ছাড়াই থাকি।
⟶ তোমাদের জেন্ডার বৈষম্যের অবস্থা কি?
⟵ আমার জন্ম ছেলে বা মেয়ে কি আঙ্গিকে হবে তা আমি জানতাম না; অথচ এখন দেখে শুনে জানি। যদি সন্তান হিসেবে আমাকে কিছু মাটি দাও, আমি মাটিটাকে ভালো করে মসৃণ করবো। তারপর তা দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বানাবো, যেটা আমার কন্যা শিশু। সেটা ভেঙে পুলিঙ্গ বানাবো, যেটা আমার পুত্র শিশু। বিষয়টা এ্যাতোটাই স্বাভাবিক; এই সামান্য বিষয় নিয়ে ধর্ম, রাষ্ট্র কিংবা সমাজ গর্জন করে অস্বাভাবিক।

একদিন শৈত্যপ্রবাহে ভেসে গিয়েছিলো যে হায়ারোগ্লিফটা!

আমাদের মা এবং আমরা একটা মগডালের পাতার গুচ্ছের মধ্যে থাকি। রাতে বাতাসে টের পাই, এই নিরাপত্তা হতে কেউ আমাদের টেনে নামাতে পারবে না। কারণ, কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, আমরাও সকাল না হওয়া পর্যন্ত কিচ্ছু দেখতে চাই না—কোনো সমস্যার কথা ভাবতে চাই না। শুধু গায়ে গা মিলিয়ে ওমে ঘুমাতে কিংবা জেগে থাকতে চাই। কিংবা চিন্তাজনিত ক্লান্তি পরিহার করেই উত্তপ্ত ধোয়া ভরা চাদটাকে দেখে যেতে চাই। আমরা এবং আমাদের মা প্রতিদিন নতুন আকাশ খুজতে পাহাড় ও পাহাড়ী ফুল ছাড়িয়ে অনেক দূরে উড়ে যাই।

বন্ধুদের মধ্যে পাখাকাটা পাখিগুলো ক্যানো জানি আমার প্রিয়জন হয়ে যায়। প্রগতিয়ানদের টাকশালে সারাদিন পরিশ্রম দেবার পর সন্ধ্যায় ওরা আমাকে ডানা খসার কাহিনী বলে। তখন ওদের চোখগুলো গলে যাওয়া চকলেটের মতো দেখতে হয়। অতি গতিবিশিষ্ট পক্ষি-সম্প্রদায়েও আমার কিছু কিছু বন্ধু আছে, তবু নিস্তেজ ছায়াগুলোকেই বেশি ভালো লাগে। কারণ সফলতার চাইতে ব্যর্থদের সফলতায় আমার করুণ শ্রদ্ধা জাগে।

আগে প্রাণ ঠিক থাক, তারপর জ্ঞানের কাছে অবসরে যাওয়া যাক। প্রাণ থেকেই জ্ঞান বের হয়, তাই জ্ঞানটাও খারাপ জিনিস না। কিন্তু হিমাগারে রক্ষিত হয় তো, এজন্য পুরনো হতে হতে বাড়ে ধূসরতা। প্রাণের কাছে গেলে যেটা পাই সেটা একদম তরতাজা।

তরতাজারাই এক একটা বিপ্লব করে। তাদের চোখের পাতায় সুই ফোটানো হয়, লেজে ফোটানো হয় আলপিন অথবা নখ উপড়ে ফ্যালা হয়। ভয়ঙ্কর নখর যেসব পাখিগুলোর, তারা এগুলো আইনসম্মতভাবে করে যায়। তরতাজারা তবু গোপন কথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে। একটু ভালো কিছুর জন্য প্রতিবাদ-কেন্দ্রের হিংস্রতাকে তারা কষ্ট করেও মেনে নেয়।

কথা কথা কথা কথা পরান কথা
কথার বাইশ জোড়া পাখা
কথা কথা কথা কথা পরান কথা
কথার জন্যে পাগল তুই বিচারের ঘাসসভায়
কথা কথা কথা পরান কথা .....
গ্রিলের দরজায়, ছাদের কোণে, চায়ের দোকানে
মাঠে ময়দানে কথা পরান কথা
কথার বাইশ জোড়া পাখা
কথা আহা কথা আহা পরান কথা
অতি কথার বনে-জঙ্গলে, কেউ ডুবে যায় একাকী সলিলে
কথা আহা কথা কতো পরান কথা
কথার পালে বাতাস না ধরতে পেরে, কেউ ডুবে যায় একাকী সলিলে ..
কথা কথা কথা আহা পরান কথা
কথার বাইশ জোড়া পাখা
কথা কথা কথা কতো পরান কথা
কথার জন্যে পাগল তুই বিচারের ঘাসসভায়
কথা একটা পরান কথা

একা শুধু না, শতদল পদ্ম হয়েও রিফর্ম করা যায়; অথবা ফেরত আসা যায়, না পোষালে ঢেউয়ের সঙ্গে তোমার নৌকা না মিললে। পরবর্তী স্রোত তোমাকে একলা দেখে সাথে নেবে। মাছির মতো উড়ে বেড়ানো অস্ত্রগুলোর বিরুদ্ধে কাউকে সহিংস হতে আমি নিষেধ করি না।

চোখ ছাওয়া কুজ্ঝটিকা যখনই আগুন জ্বালিয়ে তাড়াও তুমি

অদৃশ্য আয়নায় যে দৃশ্যগত শূন্যতা! তোমাকে জানাই, যদিও তুমি জানতে পারছো না হয়তো, কারণ তুমি কিসে ব্যস্ত থাকো তাই তো আমি জানি না। যে কোনো টগবগে আনন্দের কথা তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে করে, তেমনি দুঃখের আত্মকথনও আমি মনে মনে তোমাকেই বলি। তোমার সহানুভূতি আছে—এটুকুই মাত্র আমি জানি।

বিদায় আর মৃত্যু তুষার ঝরিয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রামটায়। সবকিছু ভুলে শৈত্যজনিত দৈহিক কষ্টে হাস্যকরভাবে ঝুলে আছি নামহীন বৃক্ষে ক্ষুদ্র পতনশীল তারা হয়ে। বড় একটা তারা আমাকে প্রসব করেছিলো আকাশে ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা না গ্রহণ করে, অনেকটা মেনকার শকুন্তলাকে প্রসবের মতো। চারপাশে যাচ্ছেতাই যাচ্ছেতাই শীতের আবহ...

শীত না ! সমুদ্রে গেলেও
স্নান করবো না
অ্যলব্যাট্রস উড়ে যায় কুয়াশায়—
অবিশ্বাসে সত্যি কি কেউ স্বস্তি পায়?
বালির পরে হাটি উটের ভঙ্গিতে
অবিশ্রান্ত যায় ছুয়ে ছুয়ে যায় সূর্যের প্রাঙ্গন।
ভীষণ তাপে জানু পেতে বসি
এক গ্লাস জলের মন্দিরে..
শীত না ! সমুদ্রে গেলেও স্নান করবো না
জল আতঙ্ক আমাদের বারোমাস
ত্বক ফেটে ঝরে রক্তের টঙ্কার
আমরা তো ভীত সামান্য কাকজলে
হেমলকে ডুব হয়ে আছে নির্দেশ!
শীত না ! সমুদ্রে গেলেও স্নান করবো না
স্নেহ-মমতার ধুলো সফটওয়্যারে জমে
আর জমে জন্মশবের সাহস—
আমরা কখনো স্নান করবো না
আমরা কখনো স্নান করবো না

মাটি আর রংধনু আর তাদের অদ্ভুত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমার কাছে আসে, আদিম কিছু প্রশ্ন করে বসে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকম শ্রমসাধ্য সমাধানের যোগ্যতা আমরা রাখি, অথচ সরলতায় প্রবেশটাই থাকে ক্যানো বাকি? হলুদ আলোকতরঙ্গের মতো হারিয়ে যাই প্রতিদিনের পরিনিবৃত্তিতে।

ইনপুট হতে হতে ডাইনোসর হয়ে গ্যালো একদা এক পাতিহাস,
আউটপুট কিছুই না, হাতির শুড়ের মতো লম্বা দীর্ঘশ্বাস!

বিশৃঙ্খলার ঝাক ঝাক খণ্ডদ্রব্য মাঝে মাঝে সাজাই, আর একটা মোম জ্বেলে দিই একপাশে। তাই ছন্নছাড়ারা বিদ্রুপে আড়চোখে এটাকে একটা ফর্মাল আচরণ ভেবে হাসে। কিন্তু আমাকে তো ভালবাসি আমি, যেমন ছন্নছাড়ারাও নিজেকে বাসে। তাই বিগত জীবনযাপনের চিহ্নগুলোকে সারিবদ্ধ করলে ভবিষ্যৎও প্রচণ্ড সরল-সহজ হতে পারে। এক জন্মে আমি একটা জন্ম যদি সিনসিয়ার থাকি, প্রতি জন্মে প্রত্যেকটা জন্ম আপনাতেই ঠিকঠাক থাকবে।

Empty script

আমার এখানে সত্যি দারুণ শীত
তোর শীত কি চায়ের লিকারে ওড়ে?
কৃষকের মেয়ে খেলেছিলো কিতকিত
কৃষক তখন ধানভেজা জ্বরে মরে।
তোর থিমগুলো বাড়ছে ধূ ধূ করে
আমার বার্ধক্য মেঘের পালকে ঝরে
তোর বর্ণনীল সুচারু চিলেকোঠায়
আমার দিন কাটে সম্প্রীতির জটিলতায়..
আমার এখানে সত্যি দারুণ শীত
কৃষকের মেয়ে খেলেছিলো কিতকিত
কৃষক তখন ধানভেজা জ্বরে মরে
তোর শীত কি চায়ের লিকারে ওড়ে?
কাক নেই আজ, সকাল না সন্ধ্যে?
প্রজ্ঞার লয় তালকে পাচ্ছে না—
কেউ ফার্স্টইয়ার কেউ বা লস্টইয়ার
মৌন বৃদ্ধির রীতিতে আমি পড়ে যাই দ্বন্দ্বে।

দ্বন্দ্ব টন্দ্বও আসলে পার হয়ে গেছি। প্রকৃতিপুঞ্জে খেয়াল করে দেখেছি, অনেক ফাদ—অনেকে সেই ফাদে পড়ে, গিলোটিনের মতো গলা কাটা যায়। কিন্তু মানুষদের মধ্যে ভালোরা সবচেয়ে সতর্ক, তাদের সর্বইন্দ্রিয়ে সেট করা আছে অ্যান্টিফাদ জিনিসপত্র।

নীল আকাশে হলুদ প্রজাপতির মতো নক্ষত্ররা ধীর ছন্দে যখন নাচতে শুরু করে, তখন আমি নিজেকে একা দেখতে পাই। আমার সারা শরীরে বায়ু-নিরোধক প্লাস্টার, তাই যা বলি অন্যরা তা কানে শ্রবণ করতে পারে না, বা পারলেও অদ্ভুত জড়োসরো একটা শব্দ আসে বলে বুঝতে পারে না। গোষ্ঠীগুলোর কাছে চাইতে হবে ক্ষমা, তাদের সাথে মিশেও উপাদান-বৈশিষ্ট্যের কারণে আমি একা।

নিজের অস্তিত্বে বিপন্নতার ব্যস্ততা থাকলে অন্যের প্রতি অপরাধবোধ আর থাকে না। এভাবেই হয়তো পরিত্রাণের ভ্রমর এসে আমাকে কিছু মুক্তিবাণী দিয়ে যাবে। তাই নিজেকে আরও বেশি করে ভাবতে হবে, আরও নিপীড়নের তীর ঘেষে নৌকা বাইতে হবে।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংকট হয় যখন সাদা পিরামিডের মতো হাসপাতালে সবাই সবাইকে প্রশ্ন করে—ক্যামোন আছো? স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একটা মিথ্যে উত্তরে নিজেকে লুকাতে আর ইচ্ছে করে না, কিংবা ইচ্ছে করে না সত্যের অতি নিকৃষ্ট মাল-মসলা দিয়ে কোনো ডকুমেন্টারি বানাতে।

এই হাসপাতাল ছেড়ে যে বন্ধুগুলো চলে গ্যাছে তারা যেন মৃত সন্তান, যারা আশেপাশে কোলাহল করে বাচে তারা হচ্ছে জীবিত সন্তান। দেখেছি তো, কোনো মা মৃতটার জন্যে যতোটা কাতর থাকে, জীবন্তের জন্যে থাকে ততোটা উদাস।

এইসব অনুভূতি বিভাজনও সক্রিয়তা হারাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে সূর্যাস্তের লাল স্কুল-ঘণ্টা। আমি কেউ না। আমার কাছে কোনো ম্যাসেজ আসার দরকার নাই।

পিছিয়ে পড়ার দল! তোরা ঢোক গিলে নিশ্চিত কথা অনিশ্চিতভাবে বল—

রাজনীতি:
মাঝে মাঝেই না বলে কয়ে তারা এসে পড়ে, মানুষের বন্ধু কুকুরদের হত্যা করতে। শিশুরা তখন লাইন দিয়ে ভিড় করে; দ্যাখে দাবড়, পাকড়াও এবং লাঠিমতো সাড়াশি দিয়ে টেনে আনা। তারপর মোজো বা সেভেন আপের বোতলে রাখা বিষ ইনজেকশনে পুরে পুশ করা। একটু পরেই প্রতিবাদী কুকুরটার লেজ থামিয়ে দ্যায় তার ইহলৌকিক নড়াচড়া। এভাবে ৫, ৬, ৭— ১০/১২ টা বিভিন্ন বয়সের কুকুর ভ্যানে করে নিয়ে ফিরে যায় মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। একইভাবে অন্য এক দল আসে নীল তালিকার পক্ষপাতী, যেহেতু মানুষের থাকে সুনির্দিষ্ট বায়োগ্রাফি।

অর্থনীতি:
গবেষক, ভাষাজ্ঞানী, সাইনটিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্টরা অর্থনৈতিকভাবে একটু উচু ধরনের হয়। কারণ ওদের কাজের স্টাইলটাই ওরকম; দামি উপকরণ ছাড়া ওরা অচল। আবার দার্শনিক, কবি এবং আর্টিস্ট—এরা উচু থেকেও হতে পারে, কিংবা নিচু থেকেও হতে পারে; কেননা এটা সহজাত। কিন্তু চারণকবি বা বাউলরা প্রায়শ আর্থিকভাবে নিচু লেভেলেরই হয়; এদের গঠনটা এ্যাকেবারেই ভিন্ন। এখন অবশ্য চারণকবি তেমন একটা নেই, যদিও স্বভাবকবি অনেকেই আছে ছড়ানো ছিটানো; বিশেষত এই প্রাচ্যে এটা থেকেই যাবে হয়তো।

দর্শন:
সবকিছুর জন্যে দর্শন থাকার দরকার হয়। দর্শন মানে বস্তুবাদ কি ভাববাদ বা হ্যানোবাদ, ত্যানোবাদ এসব নয়। দর্শন মানে গাঢ়ত্ব; বোঝাবুঝিটা ভালো করে হতে হয় বা দ্যাখাদেখিটাও। তুমি শুধু বৎস সাফারারই নও—তোমার কথাটাই তুমি কও।

স্বপ্ন:
কিভাবে স্বপ্ন এড়িয়ে দিনটা কাটিয়ে দিই সে কৌশলগুলো কুয়াশার কাছে বলি। কারণ পরাস্ত হওয়ার কথা বলতে একটু জড়তা লাগে আর কুয়াশার কান, চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলো মোটামুটি ভারী। রোদ এলে স্টেশনে ঘুমানো ছন্নছাড়াদের মতো কুয়াশা তার কাথা ও মাদুর তুলে ক্লান্ত জনারণ্যে ভেসে যায়। আমার ব্যর্থতা শেষ না হয়—কুয়াশার বিষাদ তদ্রুপই অক্ষয়।

কেন্দ্র:
পৃথিবীতে কখনো এ কোণে, সে কোণে বা মাঝখানের দিকে খাপছাড়াভাবে করি লাঙলে আবাদ। কিন্তু কেন্দ্রবর্তী চাষীরা কেন্দ্রটুকুতেই মাত্র মহাজাগতিক আলোর প্রতিফলন দেখতে পায় বলে অন্যদের সম্পর্কে অন্ধ থাকে। অন্যরা কেন্দ্রের দ্রুতগতিতে বিস্মিত হয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কেন্দ্র তখন আরো উদাস হয়ে পড়ে। আর অকেন্দ্রের চাষীরা সহোদর বলে তাদের মধ্যে বিয়েটা হয় না। কেন্দ্রে কেউ কম্বাইন্ড না, তাই কেন্দ্র নিজের পার্টনার সেখান থেকেই বেছে নিতে পারে। তারা অতঃপর কেন্দ্রছুট হতভাগাদের ছেড়া ছেড়া উত্থান দেখে কাউকে কাউকে অস্থায়ী ভিসা দ্যায়। কিন্তু বিপুল পরিমাণ যে সজীব অকেন্দ্র, তারা আরও দূরে ছিটকে যায়।

ক্যামোন জানি সংকট...

প্রার্থনাহীন রাতে শৈত্য ভীষণ, দৈত্যের মতো অন্ধকার মিশে মিশে তাতে পুরোটাই নির্জন। শুধু কয়েকটা ডুবে যাওয়া তারা কুয়াশার রাশি রাশি তুলোর মধ্যেও খানিকটা অনাবৃত থাকে, কেউ যেন অন্ধকারে অন্ধ হয়ে না পড়ে পাকে!

সব কিছুই অভ্যাস করে নিতে হয়; বিশেষ করে ঝড়-বজ্রপাতগুলো, দীর্ঘজীবী দীর্ঘশ্বাসগুলো। পৃথিবী এখনও প্রলেতারিয়েত, তার মানসিক চাহিদার সাথে বাস্তবিক উপাদানে সম্পর্কায়নটা চশমার কাচের মতো ফাটা।

আমিও আগ্রহী নই স্বচ্ছ বায়ুমন্ডলে প্রতিধ্বনির নবায়নে। ভূগোলের শিশুরা খেলতে থাকে সূর্যাস্তের বল নিয়ে জলমগ্ন দ্বীপে। এ্যাতো বেশি বয়স হয়ে যাওয়ায় সভ্যতা এখন ক্রমোন্নতি থেকে পচতে শুরু করেছে। আমি একা থাকতে চাই মৃত হোমোসেপিয়েন্সের মতো উপদ্রব এড়িয়ে।

কী যেন করতে হবে বলে আমার মনোজগৎ জেদ করে বসে আছে। সংকীর্ণ চোখে আমি কিছুই খুজে পাই না, ওভিদের মন যেমন পড়ে থাকে প্রেম-কল্পনায়—

নিকটতর হলে কি যাচ্ছেতাই সংলাপ থ্রো করা যায়? তোমার শিশিরভেজা ডানায় রোদ্দুরের আকুতি, তাই সমমনা বাতাসকেই জানিয়েছো প্রণতি। কিন্তু সে নীরব হলো তারই আত্মজৈবনিক চিন্তায়। এভাবে প্রতিটি ঘণ্টাঘড়ি স্তব্ধ হয় নির্দিষ্ট মগ্নতায়।

আর তুমি বেচে থাকো জীবন্ত কোনো গাছের মতো। প্রতিদিন সূর্যের কাছে নিজেকে আহত তিমিমাছ বলে পরিচয় দিচ্ছো। বেচে থেকে থেকে রানওয়ে ছেড়ে মাছটা একদিন সাদা অ্যারোপ্লেন হয়ে শূন্যে ঝাপ দেবে?

তোমার অনেক ধৈর্য প্রয়োজন। অথচ এমনকি নিষ্ফল আত্মহত্যার স্মৃতিগুলোর জন্যেও কোনো পিছুটান নেই। সেসব ভস্ম যে সমুদ্রটার আড়ালে উপকূলে পড়ে ছিলো, তারপর বাতাসে সমুদ্র-জোয়ারের সাথে মিশে গ্যাছে। সময় ফিরিয়ে দাও—আর বলি না বরং দ্রুত এগিয়ে নাও! আমি খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে চাই।

তাই ঝড়কে ডাকি, ঝড়ের সন্তান আমি—স্তব্ধ ও স্থবির। কিন্তু ঝড় ব্যাপক শব্দময় এবং দুর্দান্ত। গাছগুলো ভেঙে যাবে হয়তো। পাতা কিংবা ডালপালা ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন গাছ থেকে বাতাসের ঘূর্ণিতে ছুটে যাচ্ছে। অবশেষে মাটিতেই তাদের পতন স্তূপাকারে, কিছু আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী পাখি একই সাথে পড়ছে ঝরে। প্রত্যেক ঝড়েরই একটা বা একাধিক ইনফরমেশন থাকে। অথচ সেটা পাওয়ার অবস্থা হারিয়ে ফেলেছি আমি। সম্ভবত সংগ্রাম করতে করতে মৃত্যু হয়ে গ্যাছে আমার, টের পাই নি। এই ঝড় পরবর্তী জেনারেশনের কাজে লাগুক। উত্তরাধিকার আর সৃজনসমূহ ফেলে রেখে তুষারাবৃত ঈগলুতে আমার চেতনা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ুক।

জীবন যাপনের শিল্প! আমাকে বেচে থাকতে দাও, আমি যেন আত্মঘাতী না হই বঞ্চিত পরিস্থিতির টাল না সামলাতে পেরে। এ্যাতো গ্যাপ পূরণ করতে এবং এ্যাতো কণ্টক বাছতে গিয়ে মাঝে মাঝে মৃত্তিকা হারানো নাবিকের মতো আলোড়িত হয়ে পড়ি। অবশেষে বৃষ্টিতে ভিজে আবার সবটা ভেবে নিজেকে নিজে করুণা করি। এ ব্যাধির উৎপাত সহ্য করতে হয় অন্যান্য সহচরবৃন্দকে; তারা কিঞ্চিৎ বিরক্ত, কিঞ্চিৎ সমবেদনায় সিক্ত। অথচ জীবনচক্রের কয়েকটা ব্যর্থ ও বহুব্যবহৃত সাধারণ সূত্র মেনে চললে এসব ক্যাচাল মিটে যেতো। তা তো আর হলো না! ক্যাচাল বাধানো আর ক্যাচাল পোহানোই আমাদের স্বভাবজাত প্রেষণা।

কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই আর আমি নেই

মানুষ যেভাবে তন্ময়তা থেকে একটা কিছু পায়, সেরকম আলো-ছায়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে আমি দেখি—যে কোনো কিছুই সহজে ছেড়ে দিতে পারি। আমার মুঠো এখনও আদিমদের মতো আছে মুঠিবদ্ধ না হওয়া অবস্থাতেই, কিন্তু এক ধরনের উষ্ণতা চায়। নিজের কাছে অবশ্যম্ভাবী পরিশ্রমের আবেদন জানায়। যেমন, ভাবা—কিন্তু গভীরভাবে ভাবা। কিংবা করা—সুদৃঢ়ভাবে করা। অনুভব করা—সর্বোচ্চ সম্ভবপরভাবে অনুভব করা। এগুলোকেই বলি অন্তর্লোকের শিহরণ বা মেঘের চাদর গায়ে পরা।

মানব-প্রতিকৃতির মাথা থেকে দুটো দীর্ঘ উজ্জ্বল তরঙ্গ আকাশে প্রবিষ্ট হয়। তার একটা প্রেমসুলভ, অন্যটা বন্ধুত্বসুলভ। কিন্তু দুটোর উৎসই যেহেতু এক, তাই এদের স্বাভাবিক নিজস্বতায় স্বাতন্ত্র্য বিবেচিত হলেও আসলে এরা সমার্থক। দীর্ঘ উজ্জ্বল তরঙ্গের কোনোটা নষ্ট যদি হয়ে পড়ে, তাতেও অসুবিধা তো হয় না। মানুষ কি বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ছুয়ে যায় না?

শুধু মাঝে মাঝে বিশল্যকরণী পাতার জন্য খুব তৃষ্ণা পায়। যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের চেয়ে দ্রুতগতিতে আমাদের বিষণ্নতা বেড়ে যায় এবং কারো দ্বারা উচ্চারণমাত্রই তা আরও ব্যাপক আকারে ছড়ায়—

⟶ তখন তুমি শরণাপন্ন হও তোমার ভবঘুরেমির।
⟵ ভবঘুরে একটা শাস্ত্র।
⟶ শাস্ত্র মাস্ত্র না পড়েই ভবঘুরেরা ঘুরঘুর করে।
⟵ ঘুরে ঘুরে তারা কি করে?
⟶ সর্বজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করে।
⟵ কেউ কেউ ঠ্যাকায় পড়ে নিশ্চল থাকতে হয় বলে, উৎপাদন যখন করতে হবে স্ফটিকডিম্বই উৎপাদন করে।
⟶ তাদেরও অনুমোদন দিই আমরা ভবঘুরে-বিশ্বে। বুদ্ধ যেমন অনুমোদন দ্যায় গৃহী বৌদ্ধ ও আশ্রম বৌদ্ধে।

যুদ্ধে আর প্রাকৃতিক তাণ্ডবে প্রচুর হতাহত হয়ে গেলে একদিন আমি বাস্তবতা ছেড়ে সংবেদনশীলতার কুড়েঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। Then I get back in my old museum! এটা শূন্য এবং এটা সমস্ত জ্ঞানকোষের চেয়ে বেশি পূর্ণ। তাই বিশাল কোনো প্রাণীভোজী উদ্ভিদ দেখে বহুদূরে পালিয়ে বেড়ানো ভাল্লুকের মতো নিজেকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছি। কিন্তু সময়-বিহঙ্গ নিজে এসে আমাকে কান ধরে উঠ-বস করতে বললো।

তত্ত্বপাঠ করি কেবল অতি সত্বর তত্ত্বকে ভোলার জন্য। আর এ্যাতোকাল ধরে ঘ্রাণকর বাতাসদের ডাকাডাকি করে অক্লান্তভাবে হাতছানি দিচ্ছিলাম, এবার আমি ঠাস করে হাত নামিয়ে ফেলবো।

কারণ, প্রত্যেক ঝর্নায় ভবিষ্যৎ পানি অতীত পানিরই অবগাহন। অতীত নৈরাজ্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল ভেবে কি তুমি দ্বিধান্বিত? না পেগাসাস! সবুজ দেখতে দেখতেই তুমি সেরে ওঠো।

অনিন্দ্য বাতাসে সরোবরে পাতা ভাসে

মন, প্রকৃতি আর বস্তু একসাথে মিলে গ্যালো হঠাৎ শুভ দুর্ঘটনায়। হয়তো এ ঘটনা আরো গভীরভাবে ঘটবে। মাটিতে নদীর ফাটল ঢেউয়ের অস্থিতিশীলতা হবে। তোমারও কাজে লেগে যাবে সেসব পালক, যা কখনো তুমি গড়ো নি।

তোমাকে নির্বিষণ্ন করতে তারা গোপনে অনেক খেটেছে। তাই তুমি ভালো বৈশিষ্ট্যের ফুল হয়ে যাও অদৃশ্য পঞ্চভূতে। তোমার সমপরিমাণ রশ্মি অবক্ষয় করে বেগুনি তারাটা অন্যত্র বেচে আছে।

যেভাবে বেচে থাকে প্রায় মৃত্যুঞ্জয় প্ল্যানারিয়ন; তারা শিশু থেকে বুড়ো হয়, বুড়ো হয়ে গেলে শিশু হয়। আমাদের ভালো লাগে না একই বাশি আর পাহাড়ী সাপের নাচ।

কুয়াশার দ্রবণে হাবুডুবু খাচ্ছে গাছ, জনহীনতায় আত্মমগ্ন এখন মাঠ। চাদের সম্ভবত মুডটা ফ্রেশ, আলোর চেয়েও বেশি নান্দনিকতা আমার ডানায় ঢেলে দিলো কিছুটা। তারপর জেগে থাকে বহু আলোকবর্ষ আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্দেশ।

কিন্তু সমুদ্রস্ফীতি ক্যানো হয় সমুদ্র তা বলতে পারে না। অথচ প্রাগৈতিহাসিকদের মতোই পরিশ্রম ও আকৃতি নিয়ে যারা আছে, তাদের ছেলে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা উল্টে ঝড়ে সলিলসমাধি পায়। শ্রমিকের বয়স বলে কিছু নেই, শ্রমিকের আবেগ পালন নিষিদ্ধ!

শ্রমিক বলেই রবীন্দ্রনাথ ভাইয়াকে পছন্দ করি অন্তত। শীত ভোরে কারখানায় না গিয়ে সে তো লেখার টেবিলে বসতো। অতোগুলো বই না লিখে যদি অন্তিমে একটা মহাগ্রন্থ করা যেতো! তাহলে প্রেসের ঝক্কি থেকে বাচতো প্রচুর নিরুদ্বেগ বসন্ত।

হয়তো জোছনা আর কালো ছায়ার সঙ্গমে অনেক স্রোতাবর্ত তৈরি হবে এবং ভাঙবে। একটা রাত্রিপায়রা সে আবর্তের ঠিক উপরে উড়ে উড়ে ফিরে আসবে বিষয়টা দেখতে।

সূর্য হতে পাহাড় পর্যন্ত দূরত্বপথে অসংখ্য গহ্বর যদিও আছে, আছে কিছু তীব্র ঘনত্বের রং। বৃষ্টি এলে তো জলাশয় ফিরে পায় হারিয়ে যাওয়া জল।

মহাকাশ-ড্রাগনের মন্থন শুরু হবার আগে নির্দিষ্টতা ঘোষণা করলে মুগ্ধ পক্ষ ও দ্বৈত পাখায় ক্ষয়ক্ষতি বরং ঘটে কম।

অন্যপ্রান্তে যুদ্ধফেরত কিশোর বৃদ্ধদের সঙ্গে একই ভঙ্গিতে তার গ্লানির পোকামাকড় শার্ট থেকে ঝেড়ে ফেলতে সচেষ্ট। যুদ্ধ শেষে সব শহরেই নেমে আসে দীর্ঘস্থায়ী সন্ধ্যা, সব গ্রামে থইথই করে রাত্রি।

এসব কারণে আমি ব্যাখ্যাতীত একটা ড্রাগ নিই। নয়তো আমাকে চালনা করতে চায় বুদ্ধিবৃত্তি। যেমন খুশি তেমন সাজো-তে প্রতিনিয়ত শূন্যতা সেজেছি।

আর যাকে বলি, সেও শূন্যতা বোঝে।

ক্ষতগুলোতে করি স্প্রে সৌরভ

দুইটা প্রেম আমার একসাথে হয় না। তাই একটা প্রেমের পরিপূর্ণ উদ্যোগ নিই। একটা প্রেম-প্রতীক্ষায় কেটে যায় অর্ধেক পরমায়ু। দেখি জল, রোদে প্রতিবিম্বিত হয়ে আকাশে উঠেছে। দেখি পাখি, আকাশে প্রতিবিম্বিত হয়ে জলে ঝরে পড়ে!

আর নিরানন্দ জিরাফের পালে চক্কর খেতে ভালো লাগে না। চাওয়া মাত্রই আমার গ্রীবা মেঘের কাছের উচ্চতা পায়। মেঘেদের গান শুনতে শুনতেই তারা আমাকে পিছে ফেলে বহুদূর চলে যায়। তখন সূর্যাস্তের আলোতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে বাদামি মরুভূমি ডিঙিয়ে একাকিত্বের কাছে চলে আসি। আমার একাকিত্ব প্রকৃতিতে মিশে আছে, কিন্তু বুঝতে পারি না তার অন্তঃকরণে কমেডি না কি ট্রাজেডি বাজছে।

দূরত্বের কষ্ট জানিয়ে সুমেরু আর কুমেরু আমাকে দূত হিসাবে প্রেরণ করে। মোটামুটি একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়ে যাই। সুপার রিয়ালিটি আর সাররিয়ালিটির ভারসাম্য করতে করতেই দূত-কর্মে ইস্তফা দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি।

আদিবাসী গ্রামের কুয়াশায় সে অনেক প্রশান্তি এনে ছড়ায়। স্পর্শের ঘনতা ব্যবচ্ছেদের পরিপূরক হয়ে কাজে লাগে। কল্পনায় যে শিশুর বৃদ্ধি হয়, কল্পিত ছুরিতেই একদিন সে প্রাণ দ্যায়।

তবু সংগোপন কথাগুলো পৃথিবীর জানালায় ঢুকতে লজ্জা পায়। ছদ্মবেশী ভিক্ষু সেজে ধোয়াটে পথে ঘুরে বেড়ায়, সবকিছুতে সে যে অনিশ্চিত দেখতে পায়। অনিশ্চিত শুনতে পায় আর অনিশ্চিত বোঝাবুঝি নিয়ে উঠে দাড়ায়। অব্যবহৃত একটা শব্দের সঙ্গে সে হালকা পায়ে ছায়ার অন্তরালে চলে যায়।

কিছু মিল কয়েক যুগান্তর পার হয়ে গিয়ে তারপরও প্রকাশ পায়। আর প্রকাশকরা কাম্য রিলেশনশিপে অন্তঃমিল অনুভব করে দীর্ঘ বাতাসে পালকের বিমান ওড়ায়।

অথচ মনে হয় জেন্ডার-নিরপেক্ষ এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কোনো সম্পর্ক নাই। স্বপ্নে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া হয়েছে, জীবনে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এখনও অপ্রস্ফুটিত...

জনক উদাস ছিলো কিন্তু মা তো ভালবাসতো! তাই আমি—প্রেম ও অপ্রেমের এক যৌগিক ভণ্ডামি।

মাঝে মাঝে মেঘের মতো স্বয়ংবরা হতে ইচ্ছে হয়। দূর থেকে উড়ে উড়ে কোনো একটা দ্বীপপুঞ্জকে সে জলপ্রপাতের মাল্য দান করে।

অথচ সমজাত সত্তার অন্য অংশের খবরই নেয়া হয় না। নিবিড় কুপরিবাহী শীতলতা উভয়কেই বণ্টন করে কিছু যন্ত্রণা। আমরা অতীতের উপর খাপ্পা হই, কিন্তু কেউ কাউকে শ্যুট করি না।

বরং সমবেদনাগুলো বুঝি; উৎকৃষ্ট প্রতিপক্ষ বলে আমরা প্রকৃতই বন্ধু। সমুদ্রোচ্ছ্বাসের দিনে যদি পরস্পরের ছায়ার ঐশ্বর্য বিনষ্টের অভিযোগ ভুলে যেতে পারি, তাহলে একত্রিত হবো। একত্রিত হলে বন্ধু তোমার শরীরে ম্রিয়মাণতার তীরচিহ্ন বেছে দেবো, তুমি আমারটা দিও।

ঝরে যাওয়া শিউলী সামান্য শিশিরেই পচনশীল

চাদের দেয়া অর্নামেন্টস পরে মাঝরাতে পৃথিবীর কুহক আমাদেরকে টানে। সৎকারহীন যেসব প্রিয়মুখ জঙ্গলে ফুল হয়ে ফুটে আছে, তাদের গালে রূপকথার সাদা মেঘ উড়ে যেতে যেতে এক ফোটা শিশির বর্ষণ করে। তারা ঈষৎ চোখ খোলে! অথচ কয়েক প্রহর পরে রোদ এসে সবকিছু স্বচ্ছ করে তোলে, তখন সব দৃশ্য প্রতীয়মান হয় ধ্বংসস্তূপে। যাদেরকে হারাই তারা আমার ভবিষ্যৎকে বদলে ফ্যালে, ওয়ান্ডারল্যান্ডে এলিসের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাই।

জীবনের কোনো দাম নাই—একই সাথে সশস্ত্র রাজার কাছে আমি অভিযুক্ত, আমিই আহত! আমার কান উল্টো করে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। যদি বেচে যাই কোনোমতে, তাহলে হবো কর্পোরেট ভিকটিম!

ভিকটিমরা প্রায়শই বিষণ্ন হয়। মাঝে মাঝে তারা এ্যাতো বিষণ্নতায় ভোগে যে, সবকিছুতেই হি হি করে হাসে।

বিষাদ এবং স্নায়ুর পীড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র জোনাক-জ্বলা উপায় হচ্ছে মৃত্যু। তুচ্ছ একটা বিনাশ পৃথিবীকে সামান্যক্ষণ হলেও হাহাকারে নিমজ্জমান রাখতে পারে। বস্তুত প্রাণীভেদে গড় আয়ুর যেমন বৈচিত্র্য থাকে, মানুষের থাকে পরিপূর্ণতার পৃথক সময়সীমা। পাতা, ফুল বা ফল প্রত্যেকে পরিপক্বতার পরপরই আত্মহত্যা করে। নক্ষত্রারোহণ করে কেউ কি প্রতিকূলতার নদীর বর্ধিষ্ণুতা নিয়ে ভাবে! বরং সে-ই হয় সবচেয়ে প্রিয়জন, যে জন মৃত্যুর ধারণা দেবে বলে নির্বিকারভাবে মরে গ্যাছে। নিহত হওয়ার আসক্তি বুদ্ধিদাতাদের সুস্থ চেচামেচিকে সাইলেন্ট করে দিয়েছে।

ইল্যুশনের অসুখ কোনোদিনও সারে না, ক্যামোন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। তাই আশ্রয় নিই স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের প্রদর্শনীর আড়ালে। আমার শুধু দরকার একটা নৌকা, তাহলে পালিয়ে যাওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের মতো। কিন্তু তারও অধিক বীরত্বব্যঞ্জকভাবে ফিরে আসবো।

নিসর্গের কোন বক্ররেখায় ঝড়ের জন্ম হয়? কিভাবে ঝড় নির্মল আবহাওয়ার ঝোলা হতে গুটিয়ে পালায়?

হঠাৎ কখনো শয়তান ভর করে আমাদের উপর। যা-ই করতে চাই তাতে দুর্ঘটনার সম্ভার। মানচিত্রের ফাটল মাটিতে ক্রমাগত ফুটতে দেখে বন্ধ করি দু'চোখ। রোদে কোনো স্তম্ভের মতো দাড়ালে সে স্তম্ভের ছায়াতেও অবস্থান করে শয়তানের লোক। অসহায় বিরক্তিতে মাথা গুজে যাবতীয় কদাকার স্ট্রাকচার আর কুটিল ব্যবস্থাকে অভিশাপ দিই!

মস্তিষ্কের ক্ষরণই করে যে কোনো কিছুর সৃষ্টি—তাই আরও প্রোথিত করে আবার একটু ভাবি।

মানুষ কিভাবে বাচে? অন্যান্য যত জীবন্তজন চারপাশ ঘিরে আছে, তারা কিভাবে বাচে? আমি তো পিতার ছাত্রজীবনে ব্যবহৃত টেবিলটাকেও মৃত্যু দাও বলে চিৎকার করতে দেখি। চোখ বন্ধ করলেই ছুটে আসে মহাবিশ্বের বড় বড় উপাদান, তারপর সমস্তটাই স্থবিরতার অনুবর্তী। আমার মৃত্যু হারিয়ে যায় আমারই না লেখা কবিতায়—তাইলে আউল ফাউল এ্যাতো সহ্য করে লাভ কী! অমরত্বের স্পন্দনদৈর্ঘ্য থেমে গেলে আমরা শুধুমাত্র শক্তি! রূপান্তরিত হই আর বয়ে বয়ে যাই। যে প্রেমে এ্যাতোটা বিকৃত হই, সে প্রেম কোথাও নাই—

ঝ
ও লেজ কাটা ঘুড়ি, যতো খুশি উড়ি

কোথায় যে যাই! মাঠভরা লাটিম ঘোরে তোর চোখের জঙ্গলে, আমি চেনাজানা চাদ আর কুয়াশার ঘর এখন ইচ্ছে করে ভুলে যাই। যে ঘর অন্ধকার কিন্তু খুব ধোয়া ওঠে, নদী থেকে ফেরার পথে একটু থামি সন্ধ্যার ডানা ভাজ করে।

যে তুই নিষ্ঠুরতায় হার মানাস কোনো শিকারী পাখিকে, অকারণে আমি ফিরে যাই তারই নিস্পৃহ অনমনীয়তার দিকে। চিরহরিৎ বনে কল্পনার পাতা কুড়াতেও হঠাৎ ক্লান্ত লাগে। ইমেজের সরাসরি প্রাপ্তি ছাড়া সবকিছু স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে—

কিংবা যখন মৃত ও জীবন্তের পরিবেশে সমন্বয় করে ফেলি আর নিজেকে নিমজ্জিত হতে দেখি নাবিকের ছুড়ে দেওয়া ভোতা অ্যান্টিকাটারের মতো নীল অতলে, তখনই জিজ্ঞাসার প্রাণবন্ততা হারাই। বহু বহু দূর ছুটে মেঘের দলটা বুঝতে পারে, বাতাসের তাড়না ধারণাটাই আদতে উড়ুক্কু ...

তাই রৌদ্রচিলের সাথে বেদনাকথা উজাড় করতে যাই না আর গহীন আকাশে। ধীরে ধীরে বিদেহী জীবাণুরা আমাকে গ্রাস করছে। তাদের প্রিয়পাত্র হই বৈপরীত্যে, উদ্ভট প্রেম-প্রকরণে।

আত্মপীড়নের কারণেই বেশিদিন যুদ্ধপ্রবণ মৎস্য গোত্রে অবস্থান করা হলো না। যদিও গীতা এ সম্পর্কে ভার লাঘব করতে পারে অনেকখানি, তবু ওসব ধুনফুন চাতুর্যে আমার পোষায় না।

সমুদ্র আর আকাশের রং যেখানে একই ব্রাশ দিয়ে ঘষা হয়, আমার ইচ্ছামৃত্যু সে দেয়ালের অভ্যন্তরেই নিরাপত্তা পায়। আমি পারফর্ম করি পারলৌকিক আবেগগুচ্ছের।

শুরু ছাড়া শেষ করা যায় না বলে মানুষেরা প্রত্যেকেই ক্ষুদে ঐতিহাসিক। তারা সৌন্দর্যসচেতন করার জন্য আমার হাতে একটা আয়না এনে দিয়েছে, বিনিময়ে প্রত্যাশা করছে কিছু মানবিক পারিশ্রমিক। হয়তো এবার জন্মদিনেও আত্মহত্যা করা হবে না!

চূড়ায় চূড়ায় ফুটে থাকা কদম, কৃষ্ণচূড়া, জারুল বা রাধাচূড়া আমাকে যে উচ্চতর অনিবার্যতার প্রজ্ঞা দিয়েছে—তা পরাজিত হোক আমি চাই। চলমানতা নৈরাশ্যের ঢেউ দ্যায় বলে আমি নেতিবাচক ভাবনা ভাবি। আমি নেতিবাচক ভাবি বলেই বিয়োগান্তক বৃষ্টির ছড়াছড়ি!

অগ্নিকাণ্ডে জাহাজ ডুবে গেলে বরফের স্তূপে কালো ছাতার মতো অসংখ্য গম্ভীর ভ্যাম্পায়ার চলে আসে। তারা প্রার্থনা করে তোর আত্মা এবং দেহ। অথচ গভীর অস্বীকৃতি জানালে তুই হতে পারবি তো বিপন্নতামুক্ত।

সূর্যঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম, রাত ১২ টায় সে আমাকে জন্মদিনের মিউজিক শোনায়। মৃত্যু-তন্ময়তা ভেঙে গেলে শরবনে ছুটি কিছু বাশি তৈরির জন্য। বন্ধুরা এলে সবাইকে একটা করে দেবো। একা থাকার পরিবর্তে সম্মিলিতে মিলে থাকার প্রতীক হচ্ছে বাশি। একাকী নীরবতায় কার সাথে বলো আমি ফাইট করি? সংস্কার করার আগে বিতর্কের হাওয়াই সেতু পর্যবেক্ষণ করা চাই। তাই সেতুতে ওঠার জন্যে স্পোর্টিং কারের ভঙ্গিতে হালকা ও শলাকার আট পা বাড়াই।

Last childhood

প্রতিদিন যে বন্ধুদের দেখি, তারা কখন বৃদ্ধ হয় টের পাই না। ওরাও উল্লেখ করে না আমার বার্ধক্য। প্রতিটি রাবারপাতা হয়েছে মেঘের মতো স্ফীত এবং ক্ষরণমুখী। অতি শাখাবিশিষ্ট বা সাদামাটা গঠনের বৃক্ষে নেই কিছু পার্থক্য। তথ্যের প্রতিকূলে কষ্টকর সাতার না কেটে আমি যদি সোনালি রোদ হয়ে যাই! পাখি আর প্রজাপতিরা আমাতে ফেলবে ঘন ছায়া, শীতকালে আমি খড়কুটোর উপরে উজ্জ্বল বর্ণালি ছড়াই।

বেচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাসে ঝাঝালো ধুলো গ্যাছে জড়িয়ে, পাথরখেকো এলিয়েনের মতো সবকিছু ভারী ভারী লাগে। জন্মগ্রহণে তুমি যে কাদো, সেই থেকে শুরু পরিশ্রম—নিত্য পরিশ্রান্ত হতে হতে তুমি বাচো!

প্রজননকে সাপুড়িয়া আলাদা বাক্সে রেখে দিয়েছে, তার ঝুড়িতে বাক্স অনেকগুলো। অথচ নির্লোভ থেকেও সম্পর্কায়নের আগেই আমাদের বন্ধন ক্যানো উড়ে চলা বাষ্প? পরিত্যক্তজন জানে, অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা তুষারপথে অদৃশ্য হলে যেকোনো উন্মাদনা-প্রকাশ প্রকৃতিতে সাবলীল হবে।

দূরে চাপকল শ্রমিকেরা গান তুলেছে আকাশে; শ্রম ও সঙ্গীত এখানে পরিপূরক। সঙ্গীতহীন শ্রমে আমি হয়ে যাচ্ছি ক্যামোন অসুর অসুর আর সঙ্গীতও আমাকে ছাড়া খাপছাড়া খুব।

আরো কিছুটা অসুস্থতা পেলে হয়তো হতাম নগদে সুস্থ, অসুস্থতার বাজারদর ক্রমশ উর্ধ্ব। কিংবা একটা সুকুমার রায়ে আবারও কাটবে কি বিস্মিত শিশুত্বের সামান্য দৈর্ঘ্য?

কোন প্রতিধ্বনি কুড়াতে যাই অন্ধ পাহাড়ের ঠিকানায়? উপযাচক হয়ে নীল বৃষ্টির কথা ভাবি, বৃষ্টিকে বলি ভিজতে আমার সাথে পাংশুটে চন্দ্রিমায়। পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে মৃত্যু এবং পুনরুত্থান উভয়ই সংঘটিত হয়।

পরাজিত হওয়ার পরই আমরা রংধনুর নিস্প্রভতা মেনে নিই। মেনে নিই প্রশান্ত স্বর্গ হতে আসা ভ্রাম্যমান ফড়িং দেখে সময় পাস করার চাইতে উদ্বিগ্নতার শৃঙ্খলে এক-পা এক-পা করে এগোনো ভালো।

তাই আমি আর আমার সহোদর বিশাল নিস্প্রাণ ধ্বংসস্তূপে বাস করি প্যাচা হয়ে। দুজনেই কালক্রমে পরিণত হয়েছি মনোবিশেষজ্ঞে; করুণ মাটির প্রতি সমবেদনায় ফুলগুলো ঝরে পড়ে...

মাস্তুল ছিড়ে নৌকাটাও ডুব দিয়েছে জলে, জলহস্তী গিয়ে বনের কাছে মন খারাপের গল্প বলে। গোধূলিতে কেউ সমুদ্র থেকে জন্ম নেয়া প্রবাল দ্বীপে কৃষিকাজ করে। ভুলে থাকো অমানিশা, ভুলে থাকো স্বজন-সাক্ষাতের নেশা!

আর কেবলই অলীক প্রান্তরে মূর্ছনার ওড়াউড়ি, আর সাধারণ স্বপ্ন হতে স্বপ্নচূড়ায় অবতরণ করে তোমার মৃত্যুর বিস্তৃতি—

আবারও বিষণ্নতার দোলকে কেপে উঠবে ফসিলের দেয়ালে আটকে থাকা ঘড়ি? ক্লেদের সঙ্গে ভয়ানক ক্লেদাক্ত আচরণ করেই ফিরে কি পাবো নির্মল শৈশবের স্মৃতি?

Flow without glow

মানসিক কৈবল্য নিয়ে মধ্যরাতে ফোটে কোনো কোনো রডোডেনড্রন, আমি তাদের একজন। তবু সব দার্শনিক ঝগড়ায় কান ঝালাপালা হলে মাঝে মাঝে প্রাণ খুলে হেসে উঠি। ভাবি, যতোটা বর্ণান্ধ স্বার্থপর বলে পৃথিবীকে মনে হয়—তা হয়তো ততোটা নয়। কিছু দোষ ত্রুটি তো আছে, তাই আমাদেরও বিদ্রোহী বিদ্রোহী একটা ভাব আছে।

আমি আর আমার অসুখ বিসুখের ছানাপোনারা গোটা হাসপাতাল দখল করে থাকি, এতে আমরা আনন্দই পাই। ছানাপোনারা হচ্ছে সাদা ইদুর, খরগোশ বা পান্ডার মতো দেখতে। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিদিক হট্টগোল করে সেবিকা এবং ডাক্তারের পথ চলার করিডোরগুলো অগম্য করে ফ্যালে। প্রচুর উপদ্রব সম্পন্ন হলে সন্ধ্যায় সব কিছু নীল হয়ে গেলে তারা আমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

নির্বাপিত হয়ে যাই বলে আমরা ক্রন্দন করি। কোনো এক বনে অঙ্কুরিত হলে অন্য বনটা তো পাই না, অন্য বনের সমব্যথীও পাই না! সমব্যথীরা অন্ধকারে খাড়া খাড়া মূলরোম নিয়ে যে যার শিকড়ে স্থির হয়ে দাড়ায়।

উৎসের বস্তুগত টানকে অস্বীকার করতে ইচ্ছে করে, যেহেতু রয়েছে সময়ের সামান্য গ্যাপ। অথচ তাদের পত্রক-শরীরে ক্লোরোফিল হয়ে মিশি, ভিতরে সুপ্ত থাকে স্নেহের সবল রশ্মি—সেটাকে স্বীকার করি।

কল্পনার জ্যোতিষ্কগুলো আমারই হস্তগত শেষ পর্যন্ত, ভিন্ন কারো আগ্রহ থাকে না এ মহান সম্পদে। ঘটনাপঞ্জী নিয়ে সবাই বাছ-বিচার করে। ফলত, আমার চেয়ে আমার ইতিহাস অন্যেরা ভালো জানে; যেন সমস্ত পরিচিত পাখিদের আমি এক যৌথ মানসিক প্রোডাক্ট!

কায়া না পেয়ে যারা ছায়া পায় তাদের জন্মের মাধ্যমে, তারা চিরকালই বিষণ্ন হয়। যে মৃতবৎসা মাটিতে সে ফোটে, সে মাটিরই সূক্ষ্মস্তরে মৃত্যু-সুগন্ধ ওঠে। প্রিয় ভরত পাখি! তোর বুড়ো হওয়া হলো না রে—

সরল আক্ষেপগুলো যে বেহালায় বাজায়, সবাই তাকে পিছে ফেলে পালায়। কারণ মননের ঝড় অতিশয় সংক্রামক। ফুলদানীর শূন্য গর্ভে তারা যতোটা সম্ভব ভালো থাকতে চায় এখন।

রোদে অনেক ঘুরে ফিরে বুঝে যাই, এইসব অসুস্থতা প্রাচীন শাশ্বত। উচ্ছেদ নয় বরং আরো গভীর যন্ত্রণায় আমাদের আত্মারা হোক পুনর্বাসিত।

তুষারের প্রাকৃতিক ভাস্কর্য তৈরি হচ্ছিলো যখন বাইরে, তখন নরকের জানালা খুললেই শীত আসতো।

প্রজাপতির ম্রিয়মাণ ডানা হতে ঝরে পড়ে কোনো ব্যাকুল ফুলের পরাগ। আর আত্মহত্যার মুহূর্তটাতেই শুধু তাকে চিনতে পারি আমি। একই প্রবণতার লতাপাতা মাথায় জড়িয়ে আমিও বেড়ে উঠছি, মনে মনে সৃজন করি একই কষ্টহীন পরিণতি। যেহেতু সকল মৃত্যুর মধ্যে আত্মহত্যাই শ্রেষ্ঠ, আত্মহত্যার আছে নানারকম শিল্প। কিন্তু দ্বিজ বলে আমি দ্বিতীয়বার ভাবি, ভেবে দীর্ঘায়িত করি কোমল আগুনের পালক—জীবনের হয় পুনরাবৃত্তি। হলেও লুবনা জন্মটা তো আর হয় না। তাই মৃত্যু আর সহনশীলতার মধ্যে গড়িয়ে চলে অবিনশ্বর শিশিরের কান্না।

ভালো লাগে না, আর ভালো লাগে না!

কোনোকিছু ছোয়া যায় না, এটা ক্যামোন বাস্তব?

সমস্ত নীরবতার মধ্যে বৃক্ষের নীরবতাই আমার বেশি ভালো লাগে। পাতায় বাতাসের আড়ং তাকে সুখী করে কতোটা? গৃহ ছেড়ে আমি যখন পথের আলোয় হারিয়ে যাই তখন দেখি তাকে সবুজ পাখির মতো গাইছে গানটা। যখন আসি ফিরে আর গোধূলি ফুরায়, তখন সে শিশিরে চোখ বুজে ক্লান্তি লুকায়। সারাদিন গাছটা একলা একলা; বৃক্ষরা কাউকে হনন করে না।

I'm not a living being. জীবিতের জিজ্ঞাসা বা আসক্তির মেঘ হতে টুশ করে পড়ে গিয়েছি ঢেউয়ের উপরে একটা জেলেনৌকায়। প্রাণহীনভাবেও নৌকাটা বেয়ে যাবার প্রচেষ্টা এখন কর্তব্য। এভাবে প্রেতাত্মার নীল আত্মায় আমাদের চলাচল আরম্ভ। প্রেতযোনি আমার অসংখ্যবার জন্মের জন্য অবারিত হয়ে যায়।

সমুদ্র! এক কণা লবন দাও তো। আমি মুখে নিয়ে চুপ হয়ে যেতে চাই দুগ্ধপানরত শিশুর মতো। অপ্রকৃতিস্থকেও প্রকৃতি জানায় করুণা—

ঘাসফড়িংটা টিউব লাইটের কাছে কী চায়? লাইট আর ফড়িংটাকে বন্ধু মনে হয়।

একটা সাদামাটা পথে সাদামাটা মানুষ তার সম্পূর্ণ আয়ুতে কতোবার যাওয়া-আসা করেছে পথ তুমিই বলো। বলো সূর্য, শীতল নিরাসক্ত রাতে নিজের অস্তিত্বে বিরক্ত হয়ে তুমি কতোবার তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপে আহত করে তোল?

চোখ থেকে তোর রক্তক্ষরণ হবে—তুই প্রস্তুত থাকিস। বিবমিষা নিয়েও তুই হট্টগোলের মাছিগুলোকে টেবিলে মাখন খেতে দিস। আর বিচ্ছেদের পরও খানিকটা থেকে যায় পরাগায়নের লিপ্সা। আর মিলনের পরও কিছু কিছু থেকে যায় সীমাবদ্ধতার প্রতি ঘৃণা।

নৈরাজ্যের অভিজ্ঞতায় সম্পর্কায়নকে আর সংজ্ঞায় ফেলি না। কনট্রাস্ট কালারগুলো বড়জোর একটা ছবিতে ভারসাম্য রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে কিংবা কখনো কখনো হয় না।

জানালার বাইরে হঠাৎ কোনো পাখির জুটি দেখলে তুমিও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আর্দ্র হয়ে ওঠো। কেননা, তোমরা তোমাদের সঞ্চিত ভাষার প্রচ্ছন্নতা বুঝতে পারো। ওহ মৃত্তিকার ঘূর্ণি! আমাকে মহাকাশে তুলে ধরো—

শ্রদ্ধা পোষণ মানে এই না যে, ব্যাক আসবে নির্ধারিত অশ্রদ্ধা।

শৈশবের বৃষ্টিতে ভিজে বরফকুচি কুড়ানো নয় কিংবা সংগ্রামে বা অপমানে একসাথে একই অনুভূতির উদ্ভাস নয়, তুমি লালিত হও অচেনা সরোবরে রোদজ্বলা জলতরঙ্গে। তবু গ্রহব্যাপী অন্ধত্বের কাল শুরু হয়ে গেলেও আমি ক্যানো হাটি তোমার ভস্ম যেখানে মেঘ হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায় ছোটে? আমি ক্যানো কল্পনার গবেষণাগারে নেশাগ্রস্ত বিজ্ঞানীর মতো একদিন বুড়ো হয়ে যাই?

অন্ধকারের এক মগ্নতা আছে, উজ্জ্বলতার আছে ব্যস্ততা। ঋতু পরিক্রমায় আমরা ছোয়া পাই গ্রীষ্মের এবং শীতের। আমরা নীরবে চাষ করি অনুশোচনা এবং মমত্বের।

শৈত্যপ্রবাহে মৃত দোয়েল পাখিটার মতো উচু কোনো ডাল থেকে ঝরে পড়বো। তারই অনুকরণে মৌল উপাদানের পাঠশালায় ভর্তি হয়ে যাবো। তাই নিদারুণ কষ্টের ছায়ায় দাড়াও, তুমি বিষণ্ন দ্বীপে একা ঘুরে ঘুরে বেড়াও। তুমি একটুও ব্যথিত নও।

যেভাবে যায় বয়ে অন্তঃপ্রবাহ...

বিষণ্ন সেলুনে ঢুকতে আজকাল শিউরে উঠি, নাপিতের থাকে বিভিন্নরকম যন্ত্র বা অস্ত্র। চুল কর্তনের কালে সে গোটা মাথাটাকেই কাছে পায়; নেহাত নিরীহ জীবনযাপনের কারুণ সঙ্গী এসব জিনিসপত্র। কিন্তু হোমো বলে সেনাবাহিনী প্রায়শ কর্কশ হয়— আইনসিদ্ধ হত্যাই সবচেয়ে অমানবিক। যেহেতু তাতে আত্মপীড়ন থাকে না কোনো, যৌথভাবে উপভোগ করা হয় মৃত্যুর নিঃসঙ্গ উদ্ভিদ। মনোরোগাক্রান্ত মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর টাকা আছে প্রচুর। জটিল মিউজিকে নাচতে নাচতে তারা অবহেলায় বংশবিস্তার ঘটায় নিষ্প্রাণ ক্যাপিটালের আয়ুর।

I'm a statue

M I a statue

A statue I'm

R u also statue

আমাদের হৃৎপিণ্ড অতিশয় পুরনো, আমাদের পাকস্থলী ভীষণ ক্লান্ত—আমাদের রক্ত, মগজের কোষগুলি ড্যাম পড়ে যাচ্ছে। আমাদের কিছুই করা হচ্ছে না!

শীতল রোদে উত্তাপ না পেতে পেতে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছি। নদীর বাকে কুয়াশায় কিছু গাছ অতর্কিতে লুকায়, যেন সাদা আগুনের চিতায় না পুড়ে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে পাতা ছড়িয়ে দাড়ায়। একটা প্রজাপতি ঝিরঝিরে তুষার-বর্ষণে জংলী পথে উড়ে উড়ে কোথায় চলে যায়! বন্যপ্রাণীরা সব অনুপস্থিত আছে, দুর্যোগে স্বভাবত তারা যেমন থাকে। আমি সমুদ্রে ভাসা বরফস্তূপের উপরে হেটে বহুদূরে চলে যাবো, জনহীনতার দ্বীপে একটা অন্ধকার পর্বতে চড়ে খারাপ মন্তব্যের প্রবণতাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেবো।

লুসিফার তোমাকে ডার্ক ডার্ক স্বপ্ন দ্যাখায়। সে স্বপ্নগুলো দেখতে দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় লাগে, এমনকি কৈশোর থেকে তুমুল বার্ধক্য পর্যন্ত কেটে যেতে পারে। অথচ কোনো স্মৃতিময়তা নেই, অনুভূতি নেই কিংবা গতিও নেই! শুধু অবাস্তবভাবে সে থাকে এবং বাস্তবভাবে তুমি থাকো।

ঝড়োবাতাসে অন্ধ হয়ে তুমি অতি দীর্ঘ জলপ্রপাতের ঠিক উপরে একটা পাথরের কোণে ঝুলে আছো, তোমার চিৎকার শুনে কেউ আসছে না। চিৎকারের ভয়াবহ প্রতিধ্বনিতে নিজেই আরো দ্রুত প্রাণশক্তি হারাচ্ছো, হিম কুয়াশাদেরও আছে নিষ্ঠুরতার উন্মাদনা। কেউ জানে না, তোমার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিলো নিঃসঙ্গতা।

আমার মৃত্যু আমি একাই উপভোগ করতে চাই। যে তোমরা আত্মার ক্ষতি করে মৃতদেহের প্রতি কোমল হয়ে ওঠো, তাদের আমার দরকার নাই।

তার চেয়ে অতীত স্বপ্নচারীদের মতো লাল রঙের সঙ্গে বসবাস শুরু করবো। পোড়োজমিতে বিনম্র বৃষ্টি বা এক ঝাক পালতোলা নৌকার মতো ভেসে চলা মেঘ অর্থহীন মনে হলে একটা ভালো লাগার আকাশ তবু আছে, আছে বেচে থাকার অন্য এক উত্তেজনাপূর্ণ অর্থ। আমাদের যেসব নিশ্চিহ্ন সন্তান ভবিষ্যতে জন্ম নেবে তারাও হয়তো অধিকাংশ পাওয়ারকেন্দ্রিক হয়ে ঘুরবে, বাকিরা বৃত্তকে আঘাত করতে উদ্যত হয়ে মারা যাবে কিংবা পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রতিবাদ ছড়াবে।

প্রাচ্যমুখা

হীনমন্যতায় পুড়তে পুড়তে আমরা নিঃসঙ্গ বন্য-কুকুর হয়ে গেছি, করুণ চোখে গোল গোল ঈগলুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। একটা শীতল বাতাস বরফের অদৃশ্য আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে ছুয়ে যায়, একটু কাদি। তারপরই দুটো ডানা গজায় অদ্ভুত পশমি, তা দিয়ে উড়ে চাদে অবতরণ করি। আমার পূর্বপুরুষই চন্দ্রলোকে প্রথম আরোহী।

সেই কারণে আমি ও আমার বংশধর তারকাপুঞ্জ হতে বর্ষিত খাদ্য পেয়ে যাই শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য, কিন্তু আরও তো রয়েছে কিছু কাব্যিক চাহিদা—সেগুলোর পরিপূরণ খুবই জরুরি।

তোমার চারপাশে বিভিন্নরকম বিষাক্ত ফলের ঝুড়ি, একটাও তুলে তুমি খেও না। বরং ক্ষুধা চাপিয়ে আর একটু অপেক্ষা করো, জানি তো একা কেউই ততোটা সকর্মক না। তাই করুণা, কর্তব্য আর স্বাধীনতা—একটাও তোমাকে ছাড়ে না।

ওহ, কখন আমরা ভারমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হবো?

শিশিরের বৃষ্টি ঝরা সকালবেলা, কিছু গাছ দ্যাখা যায় আর কিছু দ্যাখা যায় না। উদারতা সংঘটিত হয় নি কাল—বিষণ্ন হারমোনিকা বাজাতে ভালোই লাগে, যেহেতু এটা আমার পুরনো সম্পদ।

কি কি থাকবে আর কি কি থাকবে না তার একটা হিসাব করি। মোটমাট এক ধরনের অসুস্থতা থেকেই যাবে, শতাব্দী পার হওয়ার কিছু পরে আমার আয়ু ফুরাবে। বন্ধুদের মমতাটা থাকবে, প্রেমিকদের উদাসতাও চলতে থাকবে। কিছু দায়বদ্ধতা পালন করা হয়তো হবে, কিছু হবে না। স্নেহ বা সেবা এগুলো পাওয়া হবে বেশি, কিন্তু ফিরিয়ে দেয়া হবে কম। অর্থনৈতিক সংকট—এর কোনো পরিবর্তন হবে না।

মানুষ প্রজাতির প্রত্যেকের আছে মানসিক সমস্যা। একা আমি তো আক্রান্ত না, সবাই তাই। তাইলে আমার এসব কোনোই সমস্যা নাই—

আর দেখি আলোকপ্রাপ্তির পবিত্র প্রার্থনা রূপান্তরিত হয় আত্মধ্বংসের ন্যুড শিল্পক্রিয়ায়। আমি এর মধ্যে কোন দল তা নিজেই জানি না, দুটো প্রবণতাই ক্যানো যে এক মনে হয়!

যতোটা বিপন্নতায় বিভ্রান্ত হয়ে অন্যরা আমাকে প্রত্যাশা করে, ততোটা বিপন্ন আমি কখনোই হই না।

চরাচর অন্ধকারে ছাই হয়ে গেলে যারা বসে থাকে ম্রিয়মাণ পর্বতের কাছে, তাদেরও খুজে পাই না আমি স্বজনতৃষ্ণা পেলে। শুধু নদী একটামাত্র নৌকা নিয়ে ডুব দ্যায় নিঝুম ঝাউ-দ্বীপে। তবু প্রকৃতি সব ত্রুটির জন্যেই সূর্যাস্তে কিছু নির্মল আবিষ্কার করে রাখে। যারা বেচে থাকে, তাদের ধুলোভরা অস্তিত্ব ছেড়ে আমরা ক্যানো চাই অন্য স্বচ্ছতা পেতে? ক্যানো অনেক জ্বালাতন করেও মনে মনে ক্ষমা চাই জলচক্ষু সরলতার কাছে?

আর অস্বস্তির মোমবাতি নিভিয়ে তুমি চিৎকার করে ওঠো; নীরবে নিজেকে নিজের ভ্রূণ ভেবে শীতে আগুন জ্বেলে দাও। তোমার পাশে তুমি বসে থাকো, থাকো বসে অনন্তকাল..

অরণি

সমস্ত ঝঞ্ঝাট ফুরিয়ে গেলে চাদের ভিতরেই চাদের মৃত্যু হয়—মৃত জোছনায় কোনো কোনো ফুল কমনীয় করে নিজেকে ফোটায়। যেসব ফুলেরা চাদের মৃত্যুর খবর রাখে, তারা ধীরে ধীরে নিস্প্রভ হয়ে যায়। মৃত্যু হলে বিকল্প কোনো আমেজ উদ্ভাবন কাজে লাগে না রে; মৃত্যুরে আসতে দিতে হয়...

I need more flights but a little light…

জানি, যা আমাদের কাছে স্বপ্ন তা কিন্তু পুনরাবৃত্তির মতো সাধারণ। অথচ সে সাধারণ বাষ্পটাও হাওয়ায় এ্যাতো কম মিশে আছে বলে ক্ষুধা লাগে, ক্লান্ত হবো তাইলে আর কখন?

বরং কিছুই দ্যাখার থাকে না বলে অন্ধ রাজা হয়ে যাই, যে রাজার পর্যাপ্ত সময় ছাড়া আর কিচ্ছু নাই। আর তার স্মৃতির কৌটার মধ্যে বিভিন্ন রকম বিরাম-চিহ্ন, অঢেল অঢেল কচুরিপানা ফুল। সাধুর আখড়া থেকে আকাশে তাকালে বৃহন্নলা এক ছুরি এসে ঝুম করে কেটে নেয় অস্তিত্ব এবং অভিযোগের উড়ন্ত ত্রিশূল।

স্পন্দন না থাকলে স্থবিরতা আসবে। নন্দন না থাকলে নঞর্থকতা বাড়বে। উপাদেয় কিছু রঙের টিউবের গাছ লাগানো দরকার, তারপর বনের মধ্যে থেকে হেটে গেলে সারাক্ষণ রং ঝরতে থাকবে...

যেহেতু তুমি কোনো সলিড স্ট্রাকচারই না; ধুলোরাশি বা ধোয়া বা মেঘ অথবা ছায়া এই ধরনের কিছু একটা। তাই ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে গতিসম্পন্ন পাখি হয়েও পুরনো পুরনো নক্ষত্রদের নিভে যাওয়া ফায়ারপ্লেসে একটা জাদুর মাছরাঙা পাখি ফিরে পেয়েছো।

তোমার পিছন দিকটাই তোমার লোকাল গড, যে দিকটাকে তুমি দেখতে পাও না। আর আমিও একরকম শেষদিন দেখতে পাই—যখন চন্দ্রডানার ঐশীতে ব্যক্তিগত বীজগণিতের নিয়ম আমরা ভুলে যাই।

এক্সপায়ার ডেটও এখন শেষ হয়ে গিয়েছে; সূর্য এবং ব্যাকহোলের এখান থেকে সমান দূরত্ব। যে দানবিক অ্যানিমেশন তোমাকে পঙ্গু করে সে-ই প্রদান করে চিরহরিতের বনজ-তত্ত্ব।

শিকড়ে ভেষজসন্ধানীরা করেছিলো প্রবল আঘাত, তারা খুজছিলো এক বিস্মৃতিপ্রবণ ঝর্নার বিগত দেহপালক। সেই যন্ত্রণা মাথায় সাজিয়ে দিয়েছে আমাকে তীরন্দাজ, নীল-নিঝুম শ্মশানে নিজেকে কেবলই অপরাধী অপরাধী লাগে।

আত্মধ্বংসের বহুবিধ এক্সপেরিমেন্টে সত্যিই কাচা তুমি, প্রায়শই হোচট খাচ্ছো অন্যদের ওয়েভস্কেপে। সমুদ্র-ঝড়ের চুলে ভেসে ভেসে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছো একঘেয়ে মন খারাপ করা দ্বীপে।

নির্লিপ্ত ঝিনুকের কোষে অপারগ মুক্তা নিয়ে বসে আছে সরোবর, তুমি কাছে এলেই কেবল জলে তোমার প্রতিচ্ছবি ঝরে পড়বে। ঘাসের তুলিতে তোমাদের শিশিরকণার রূপকথা রূপ পাবে।

শুরু নয় হয়তো, পুরোটুকু পর্যায়ক্রমে প্রস্ফুটনই ভালো; অতীত গ্রহগুলো এভাবেই তো প্রবজ্যা নিতো—

চন্দ্রবিন্দু

ছেড়া দোতারা পড়ে আছে পরিত্যক্ত ঘাটে—
সমুদ্রের কালো জলে নীল চাদ স্নান করতে আসে,
তার স্যান্ডেল পথে হারিয়ে গ্যাছে।
আর হারিয়েছে পরিচিত ফুলের ওয়াটার কালার,
রোদ্দুরের খাচায় সুরগুলো চাপা পড়ে আছে।
তার টিনের চালায় শিশিরের বজ্রপাতে
বধির এক গায়েন ভূমিষ্ঠ হয়ে
লাউ দিয়ে প্রখর মেধায়
তৈরি করে ফ্যালে একতারা।

প্রাণীরাজ্যে হারাইছে আমার প্রাণ-পরিচয়। জলে স্কুইডের উড়াল নয়—আরও অতলে যাই ঘুরে আসি ভূমধ্যসাগরের সীমা। নদীর মৃত্যুর পর জেব্রাদেহ দেখে বলে দিতে পারি নাব্যতার প্রকৃত মহিমা।

শীতের কুয়াশা-দানব খেয়ে নিচ্ছে অজস্র পাতাদের গ্রাম। রুক্ষ পাতাগুলো মাটিকে ফেরত দ্যায় অভিজ্ঞতার ঝড়ে পাওয়া শিরা-উপশিরার ছাপচিত্রখান। ধুলায় ফুলগুলো পাপড়ি খুলতে ভয় পায়, নার্সারিতে মালীর প্যাদানি খেয়ে কিছু ফুল মুখ গোমড়া করেও ফুটতে বাধ্য হয়।

পেস্ট বা কালারের টিউবের মতো নিচের দিক থেকে নিঃশেষ হতে থাকি আমরা। কোনোক্রমে মাথাতে বাচিয়ে রাখি কিছুই না ভুলে যাওয়া কম্পিউটারের ভোমরা।

যদিও আমাদের চোখ থেকে আকাশটা খুবই দূরে; পাহাড়ের ঝিলমিলিয়া বাকে ছায়ারা ভেঙে জলে বরফে ঠাই পেতে চায় চলন্ত এক পাখি। মাছেরা ঘুড়ির মতো লেজ ছুড়ে দ্যায়... স্তব্ধতায়... সুর থেমে যায়, থেমে যায় সুর একাকার অতন্দ্র আলোর ঝড়ে। পাতার মৌচাকে কে জানি পাইতে চায় ঠিকানা, বিষাদ বিষাদ ডানা এলোমেলো করে হাওয়া। আকাশে একপশলা অমাবস্যার বৃষ্টি পড়ছে ফোটা ফোটা... হে পড়ছে ফোটা ফোটা। দিগন্তে মেঘলা ময়ূর চন্দ্র শিকার করে, সরোবরে নক্ষত্রের সাম্রাজ্যে। জানালায় হঠাৎ একটা হলুদ পোকা আসে। পোকাদের বয়স বেড়ে যায় প্রতিটা দিন একেক দশক করে। আর আমার পালক ঝরে শূন্য আতুড়ঘরে, লা লা লা নিশ্চুপ গহ্বরে। তোমাদের শহরগুলো দেয়াল দিয়ে ঘেরা, তোমাদের মাথার মুকুট ছুতে চায় দেবদারু বনের শিখা। আলাদা মাঝির গানে স্রোত বয়ে যায় অসুখের হারিকেন-পথ খুজে। অনুপম বা কুৎসিত কিছুই আর টানে না রে! আমাদের বাকি থেকে যায় ইতিহাস বইয়ের পাদটীকা হত্যা করা। তোমার দরকার ব্যাপক উদারতা, তোমার বোধের থামে অলস মরচে পড়া। আমার প্রয়োজন সরলতার ছড়ায় বাধা ঝগড়া। নৈঃশব্দ্যে যার জন্ম হয়, সন্তর্পণে তার অস্তিত্বের থোকা গাদাফুল ধোয়া হয়ে যায় ভেসে যায় অকালমৃত মরুদ্যানের মৌন শোকগীতিকায়।

অপরিশিষ্ট:
নির্বাপিত উচ্ছ্বাসে এ্যাতো দূরে ভেসে গেছি! মৃত্যু ছাড়া স্মরণযোগ্য কোনো আগুন উদ্ভাসিত হয়নি পাথরে। বারবার মৃত্যু হয়েও আমার মৃত্যুযন্ত্রণা ফুরায় না ক্যান? ধোয়াটে দেবদূতরা ক্যানো হাটে না এ জঙ্গলে? তবু শিয়রে পতঙ্গের মতো স্বচ্ছ দুইটা শুড় সচল থাকে, সে শুড়ের চূড়ায় শিশিরের এপিসোড। আর কল্পনা... বিশাল পাখির সুদীর্ঘ ভ্রমণ... অটুট বেচে থাকে, বর্ণান্ধ বাতিঘরে আনন্দ জাগাতে আকাশের ছবি আকে।